ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬১ বর্ষ ১ সংখ্যা ।। ৮ ভাদ্র, ১৪১৫ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১০) ২৫ আগষ্ট, ২০০৮ ।। Website : www.eswastika.com

বিচ্ছিন্নতাবাদ বনাম জাতীয়তাবাদ

কাশ্মীরে স্বাধীনতা দিবসেই পুড়ল জাতীয় পতাকা

গূঢ়পুরুষ ।। সংসদে প্রবীণ বিরোধী দলনেতা লালকৃষ্ণ আদবানি প্রধানমন্ত্রীকে লেখা এক খোলা চিঠিতে লিখেছেন, 'আপনি ভারতের সংবিধান, আইন ও ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষার শপথ নিয়েছেন। তাই আপনি তোষণ নীতি ত্যাগ করে আইনের পথে চলুন। ''ফলো দ্য ল এন্ড ফলো দ্য জুডিসিয়াল অর্ডার এন্ড ইউ উইল রিচ্ দ্য করেক্ট সলুউশন''। সোজা সরল পথেই কাশ্মীর সমস্যার সমাধান সম্ভব। বলেছেন, কাশ্মীর সমস্যা জম্মুর হিন্দু বনাম উপত্যকার মুসলমানদের লড়াই নয়। এই লড়াই আদতে বিচ্ছিন্নতাবাদের সঙ্গে জাতীয়তাবাদীদের লড়াই। দেশের জাতীয়তাবাদী মানুষজন সকলেই মনে করছেন যে অমরনাথ যাত্রীদের জন্য দেওয়া জমি ফেরৎ নেওয়া হয়েছে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে। জম্মু ও কাশ্মীরের সরকার মন্ত্রীসভায় সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েই অমরনাথ শ্রাইন বোর্ডকে জমি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এই সরকারি সিদ্ধান্ত একতরফাভাবে বাতিল করা যায় না। মন্ত্রীসভায় আলোচনা করেই সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে। এটাই সাংবিধানিক নীতি।

প্রবীণ বিরোধী নেতা প্রধানমন্ত্রীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে জনগণের ট্যাক্সের টাকায় কেন্দ্র বা রাজ্য কোনও সরকারই ধর্মীয় কাজে সরাসরি খরচ

শিবরাজ পাটিল

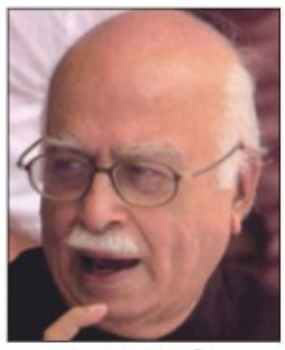

লালকৃষ্ণ আদবানি

করতে পারে না। এটাই সংবিধানের নির্দেশ। তাই অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের কল্যাণের জন্য দেওয়া জমি বোর্ডকেই দিতে হবে। হাইকোর্টও এই কথাই বলেছে। অমরনাথ শ্রাইন বোর্ড অ্যাক্ট এবং হাইকোর্টের নির্দেশ দুইই বলেছে যে তীর্থযাত্রীদের জন্য প্রয়োজনীয় অস্থায়ী আবাস নির্মাণ একমাত্র বোর্ডই করবে। হাইকোর্টের নির্দেশ মেনেই রাজ্য মন্ত্রীসভা তীর্থযাত্রী কল্যাণের জন্য শ্রাইন বোর্ডকে জমি দিতে বাধ্য হয়েছিল। তাছাড়া অমরনাথ শ্রাইন বোর্ড অ্যাক্টটি জম্মু-কাশ্মীরের বিধানসভায় অনুমোদিত হয়। এই বোর্ডের পরিচালন কমিটি গঠন, উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি কী হবে তাও বিধানসভায় অনুমোদিত হয়। বিধানসভায় অনুমোদিত আইন কয়েকজন বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতার হুমকিতে বাতিল করা যায় না। কাশ্মীরের রাজ্যপালের কী অধিকার আছে বিধানসভায় অনুমোদিত আইন, হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করার। সংবিধান দেশের রাজ্যপালদের এই অধিকার দেয়নি। অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের কল্যাণে দেওয়া জমি বাতিল করে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যপাল এন এন ভোরা দেশের আইন ও সংবিধান বিরোধী কাজ করেছেন। রাজ্যপালের এই একক সিদ্ধান্তে রাজ্য বিধানসভা এবং হাইকোর্টের অবমাননা করা হয়েছে। রাজ্যপাল ভোরা উপত্যকার বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির কাছে নির্লজ্জভাবে আত্মসমর্পণ করেছেন।

অপ্রিয় হলেও একটা কথা প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া ভাল যে রাজ্যপাল ভোরাই শুধু নয়, দেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক দল ও নেতারা এখন বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। তা না হলে সন্ত্রাসবাদী

(এরপর ৪ পাতায়)

গুজরাট পারে, কেন্দ্র পারে না

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। গত চার বছরে কেন্দ্রের ইউপিএ সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তর সন্ত্রাসবাদীদের বিস্ফোরণের ঘটনার একটিরও সমাধান করতে পারেনি। অপরদিকে আমেদাবাদের ধারাবাহিক বিস্ফোরণের কুশীলবদের খুঁজে বের করতে

শুভ জন্মাষ্টমী তিথিতে স্বস্তিকা ৬১তম বর্ষে পদার্পণ করল। এই উপলক্ষে স্বস্তিকা-র সকল পাঠক-পাঠিকা, লেখক, সাংবাদিক, এজেন্ট, গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

- স্বস্তিকা পরিবার

গুজরাট পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ প্রায় একশ ভাগ সফল। অর্থাৎ গুজরাট পারে কিন্তু কেন্দ্র পারে না। গুজরাট রাজ্য পুলিশের এই সাফল্য মাত্র তিন সপ্তাহের মেহনতের ফল। গুজরাট পুলিশের সাফল্য শুধু আমেদাবাদের ক্ষেত্রেই নয়, এই সাফল্য সার্বিক এবং বেশ কয়েকটি বড় শহরে ধারাবাহিক বিস্ফোরণের ঘটনায় যে সিমির নেতা ও কর্মীরা জড়িত সেটাও বের হয়ে এসেছে। ধরা পড়েছে পালের গোদা বসির ইলাহি ও তার সঙ্গী সাকরেদরা। হায়দরাবাদ, বাঙ্গালোর জয়পুর বা ফৈজাবাদের বিস্ফোরণ ও আত্মঘাতী ইসলামি জঙ্গিদের আক্রমণের সমাধান এবং কেন্দ্রের হাতে আই বি এবং সিবিআই থাকা সত্ত্বেও টেররিস্টদের ঠেকের খোঁজ পেতে কেন্দ্র অসফল। এক্ষেত্রে একটি যৌথ তদন্ত সংস্থা গড়ার প্রয়োজন থাকলেও কেন্দ্রের সদিচ্ছার অভাবেই তা এগোতে পারেনি। সারা ভারত থেকে গোয়েন্দা বিভাগের অভিজ্ঞ অফিসারদের সমন্বয়ে ওই দপ্তর গড়ার প্রস্তাব থাকলেও তা কার্যকর হয়নি। বাস্তব অবস্থা হল, রাজনৈতিকভাবে সদিচ্ছার অভাব গোয়েন্দা বিভাগের মনোবলে দারুণ

(এরপর ৪ পাতায়)

বিস্ফোরণে যুক্ত ধৃত সিমি ক্যাডারদের আমেদাবাদ আদালতে তোলা হচ্ছে। ইনসেটে বসির ইলাহি।

মুসলিম অধ্যুষিত সীমান্ত জেলা মালদায় জঙ্গি তৎপরতা বাড়ছে

সংবাদদাতা ।। গত ৮ আগস্ট মালদা জেলার কালিয়াচক ৩ নম্বর ব্লকের বৈষ্ণবনগর সীমান্তবর্তী দৌলতপুর থেকে সন্দেহভাজন তিন বাংলাদেশি যুবককে সীমান্ত পার হওয়ার সময় বি এস এফ ধরে ফেলে। ধৃতদের কাছ থেকে মার্কিন ডলার, ভারতীয় টাকা ও দুটি ক্যামেরা লাগানো মোবাইল পাওয়া গেছে। তারা গত দুমাস আগে ফেরিওয়ালার ছদ্মবেশে ভারতে ঢুকেছিল। তাদের কাছে কোনও পরিচয় পত্র বা পাসপোর্ট পাওয়া যায়নি, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে তারা বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার তালে ছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। ধরা পড়ে যায় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হাতে। মালদা জেলার কালিয়াচক যে জঙ্গিদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছে এই খবর বহুবার স্বস্তিকাতে প্রকাশিত হয়েছে। এই এলাকাগুলিকে জঙ্গি সংগঠনের সদস্যরা যে নিরাপদ করিডর হিসাবে বেছে নিয়েছে তার প্রমাণ আবার পাওয়া গেল তিন জন বাংলাদেশি জঙ্গি ধরা পড়ায়।

জেলা পুলিশ প্রশাসন এবং বি এস এফ

জঙ্গিদের থেকে উদ্ধার করা মোবাইল, ক্যামেরা এবং জাল নোট।

কর্তাদের ধারণা — ধৃতদের সঙ্গে হুজি বা সিমির মতো জঙ্গি সংগঠনগুলির যোগাযোগ রয়েছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। আমেদাবাদসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নাশকতামূলক কাজকর্মের সঙ্গে এদের যোগাযোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এমনিতে কালিয়াচকের বৈষ্ণবনগর অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে জাল নোট, চোরাকারবার সহ অপরাধের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে। লক্ষীপুরের বিহারীটোলা গ্রামের জনৈক মনজুর-এর বাড়ি থেকে একটি শক্তিশালী বোমা উদ্ধার হয়েছে। আর সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই সম্প্রতি ওই এলাকারই দৌলতপুর থেকে তিনজন সন্দেহভাজন জঙ্গি গ্রেপ্তার হয়। এদের নাম দুলাল মিঞা, আলতাব হোসেন এবং হানু মিঞা। তবে জানা গেছে এদের সঙ্গী আর এক নেতা আলকাস শেখ পালাতে সক্ষম হয়েছে। ধৃতদের বাড়ি বাংলাদেশের সিলেট জেলার তুকানটোলা গ্রামে। মালদা জেলার ১০৮ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের বি এস

(এরপর ৪ পাতায়)

মনজুরের ঘরে বাক্সবন্দী বোমা

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ মালদা ।। গত ৩ আগষ্ট মালদা জেলার বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী গ্রাম বিহারীটোলাতে মনজুর শেখের বাড়ী থেকে একটি শক্তিশালী টাইম বোমা উদ্ধার হওয়ায় গ্রামে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। বৈষ্ণবনগর থানার লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন ঝাড়খণ্ড ও বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এই গ্রামে মাসখানেক আগে এক কংগ্রেস প্রধানের বাড়ির সামনে বোমা ফেটে বেশ কয়েকজন মারাত্মক ভাবে আহত হয় ও দুজন মারা যায়। মনজুর শেখ একজন প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতা, তার গোয়ালঘরে ঘড়ি লাগানো বোমাটি একটি বাক্স থেকে উদ্ধার হয়। পুলিশ গিয়ে বোমাটি নিয়ে আসে এবং নিষ্ক্রিয় করার ব্যবস্থা করে। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, এই মুসলিম গ্রামটিতে অনেকেই বোমা বানায়, ঝাড়খণ্ড থেকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র এখানে এলেও রাজ্য পুলিশ অজ্ঞাত কারণে কোনও কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। যেহেতু সারা দেশে জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটছে তাই এবারে টাইম বোমা পাওয়াতে পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ নড়ে-চড়ে বসেছে। সীমান্তে বি এস এফ-কে সজাগ ও সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। মালদা সেক্টরের বি এস এফের ডি আই জি, প্রভাত সিং টোমার বলেন, সীমান্তের ওপার থেকে বি ডি আর-এর গুলি চালনার ঘটনায় আমরা সীমান্তে কড়া প্রহরার ব্যবস্থা করেছি। পুলিশ সুপার সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এই ঘটনা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে মালদা জেলাতে যেভাবে মুসলিম অনুপ্রবেশকারীরা

(এরপর ৪ পাতায়)

এই সময়

তুলসীর গুণ

মা ঠাকুরমাদের সন্ধ্যায় তুলসী গাছের পরিক্রমার ঘটনা নতুন নয়। কিন্তু তুলসী গাছের পরিক্রমায় যে শক্তি উৎপন্ন হয় এটা অনেকেরই অজানা। অবাক করা এমনই ঘটনা পরীক্ষার পর সামনে এসেছে। সম্প্রতি আভা মাপার (ইউনিভার্সাল স্ক্যানার) যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখা গেছে তুলসী গাছের চারপাশে ঘুরলে শরীরে ধনাত্মক (পজিটিভ) শক্তি পাওয়া যায়। যা শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। ভারতে ইউনিভার্সাল স্ক্যানার যন্ত্রের আবিষ্কার করেন ডাঃ মেননমূর্তি। দেবতাদের শরীরে যে আভা থাকে তা মানুষের শরীরের মধ্যেও পাওয়া যায়। এই যন্ত্রের দ্বারা তা প্রমাণিত। ডাঃ কে এস জৈন নামে এক বিশেষজ্ঞ পি সৌড়ানি নামে এক প্রাক্তন ব্যাঙ্ক কর্মচারীকে তুলসী গাছের চারপাশে এক পাক ঘোরাবার পর তিনি স্ক্যানারের সাহায্যে তার আভা পরীক্ষা করে দেখেন যে, তাঁর শরীরের আভা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে (গাভী) গরুর পরিচর্যাতেও এই একই শক্তি পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে ওঁ-এর উচ্চারণেও পজিটিভ গুণ লাভ হয়।

রাজনীতিবিদদের ব্যর্থতা

ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ রাজনীতিবিদদের হাতে ছেড়ে দিতে কোনমতেই প্রস্তুত নয় নতুন প্রজন্ম। ৭৮ শতাংশ যুবক-যুবতীর মতে রাজনীতিবিদদের দ্বারা ভারতের ভবিষ্যৎ গঠন সম্ভব নয়। তাদের মতে ভারতের বিকাশের ক্ষেত্রে রাজনীতি অনেকটাই প্রতিবন্ধক। সমীক্ষায় প্রকাশ, ৫৫ শতাংশ যুবক-যুবতী ভবিষ্যতের পরিপ্রেক্ষিতে সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে শিল্পপতিদের মনে করে। ভারতের গণতন্ত্রিক রাজনীতিতে আস্থাভোটকে কেন্দ্র করে সাংসদ কেনাবেচার যে ঘটনা ঘটেছে তাতে রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে তরুণ প্রজন্মের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনেকটাই হতাশাজনক। যুবসমাজের এই অভিমত রাজনীতিবিদদের জন্য বিপদ সংকেত।

ভাই-বোন রাজনীতি

কিছু দিন আগে সমাজবাদী পার্টির কর্তা অমর সিং কলকাতা ঘুরে গেলেন। সঙ্গে ছিলেন তার দলের অন্যান্য নেতারাও। কলকাতায় এসে তিনি বাম বিরোধী নেত্রী মমতা ব্যানার্জীর সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। সিপিএম-কে পরাস্ত করতে তিনিও যে মমতার পাশে আছেন তাঁর কলকাতায় আগমন সেই বার্তাই বহন করেছে। শুধু তাই নয়, তিনি বলেন, মমতা আমার বোনের মতো। অথচ তৃতীয় ফ্রন্ট গড়ার সম্ভাবনার আগে অমর সিং বামেদেরকে তার ভাই বলেছিলেন। এখন মমতা তার কাছে বোন। ভাই-বোনের রাজনীতি খেলে অমর সিং নিজের দলের যে বিস্তার ঘটাতে চাইছেন, এবিষয়ে একমত ওয়াকিবহাল মহল। তাদের মতে অমর সিং-এর এই ভাই-বোন রাজনীতি দলীয় স্বার্থের জন্যই।

শ্রীলঙ্কার প্রশংসনীয় উদ্যোগ

রামের অস্তিত্ব নিয়ে কেন্দ্রের ইউপিএ সরকার ছিনিমিনি খেললেও শ্রীলঙ্কা বিশ্বের কাছে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকার রামের অস্তিত্ব নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করলেও শ্রীলঙ্কার পর্যটন মন্ত্রক জনগণকে শ্রীরামচন্দ্রের জীবনকথা সম্বন্ধে জানাবার জন্য ভারতের বিখ্যাত রামকথাকার অজয়ভাইকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। শ্রীলঙ্কায় ২৫ আগস্ট থেকে তিনি সপ্তাহব্যাপী রামচন্দ্রের স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলিতে রামচন্দ্রের ওপর তাঁর প্রবচন হবে। সরকারি উদ্যোগে এই কার্যক্রমের আয়োজন হচ্ছে। শ্রীলঙ্কা পর্যটন মন্ত্রক সেই সকল স্থানগুলিকে তীর্থস্থান হিসাবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেবে বলে সরকারি সূত্রে জানা গেছে। শ্রীলঙ্কার এই উদ্যোগ ভারত সরকারের আগেই গ্রহণ করা উচিত ছিল বলেই মনে করেন রামভক্তরা।

ভবিষ্যতের জন্য

সন্ত্রাসবাদের মতো ভয়াবহ সমস্যা নিয়ে ভারতের মধ্যবয়সী যুবক-যুবতীরাও রীতিমতো চিন্তিত। ভারতের ৭০ শতাংশ যুবক সন্ত্রাসবাদের সমস্যাকে ভারতের ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে সমস্যা বলে মনে করে। সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় যুবক সমাজ সন্ত্রাসবাদের প্রশ্নে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তাদের মত, সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা না করা গেলে ভারতের ক্ষেত্রে তা ভয়ানক আকার ধারণ করবে।

মাছে শক্তি

শরীর দুর্বল হলে বা ছোটোখাটো সমস্যায় মাছের ঝোল খাওয়াটা বাঙালীর কাছে এক সহজলভ্য পন্থা। শুধু কী তাই! এখনও বাড়ির বয়স্করা ছোটোদের ধমক দিয়েও মাছের মাথাটা চিবিয়ে খেতে বলেন। বাঙালীর মাছের এই গুণটাই কাজে লাগিয়ে জাপানীরা দিব্যি দেহের শক্তি বৃদ্ধি করছে। সম্প্রতি জানা গেছে জাপান 'ইল' নামে একটি মাছের মস্তিষ্ক ও হাড়ের নির্যাস থেকে একটি ভিটামিনযুক্ত পানীয় উৎপন্ন করেছে। পানীয়টির নাম 'উনাগি নোবরি'। বিশেষজ্ঞদের মতে, পানীয়টি দেহের কার্য-ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। গরমের দিনে 'উনাগি নোবরি' বিশেষ উপকারি বলেও জাপানীদের অভিমত।

'হু'-র সতর্কতা

ভারতে জাল ওষুধ ধরা পড়ার ঘটনা নতুন নয়। আকছারই এই ধরনের ঘটতে দেখা যাচ্ছে। তবে এই অবস্থার জন্য ভারতের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল নিয়ম কানুনের ঢিলেঢালাকেই দায়ি করছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)। 'হু' এক বুলেটিনে জাল ওষুধের কারাবার বন্ধ করতে এদেশের ওষুধের প্রাথমিক পরীক্ষার নিয়মের যথেষ্ট গাফিলতি আছে বলেও অভিযোগ করেছে। হু-র মতে ভারতের ওষুধ তৈরির উপযুক্ত পরিকাঠামো থাকলেও ওষুধ পরীক্ষার কড়াকড়ি নিয়ে কোনও নিয়ম না থাকায় খুব সহজেই জাল ওষুধ বাজারে ছড়িয়ে যাচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন নার্সিং হোমগুলিও নিজেদের খুশি মতো ওষুধ পরীক্ষা করে তা বাজারে ছেড়ে দিচ্ছে। অনেকক্ষেত্রেই সেগুলির মধ্যে কোনও না কোনও ভুল ধরা পড়ছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চের অতিরিক্ত অধিকর্তা ডাঃ এস কে ভট্টাচার্যও এই বিষয়টিকে স্বীকার করেছেন। হু-র এই প্রতিবেদন রীতিমতো চাঞ্চ ল্য সৃষ্টি করেছে। অনেকের মতে মানুষের জীবনের প্রশ্ন যেখানে জড়িয়ে আছে সেই বিষয়ে সরকারের আরও বেশি উদ্যোগ নেওয়া উচিত।

ঋণগ্রস্ত স্বরাষ্ট্রদপ্তর

মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্য তাঁর মানবিক পুলিশের সাহায্যে অবস্থার সামাল দিতে না পেরে রাজ্যে বহুবার সি আর পি এফ মোতায়েন করেছেন। কিন্তু লজ্জার ঘটনা হল, কেন্দ্রর কাছ থেকে সি আর পি এফ চাইলেও রাজ্য সরকার এখনও পর্যন্ত কেন্দ্রকে সি আর পি এফ মোতায়েনের খরচ পরিশোধ করেনি। ফলে একটা মোটা টাকার অঙ্ক কেন্দ্রের কাছে ধার পড়ে আছে। কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে সম্প্রতি ১০০ কোটি টাকার হিসাব পাঠানো হয়েছে। এদিকে রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কাছে সি আর পি এফের খরচের কোনও হিসাব নেই। শুধু তাই নয়, কবে কখন কেন সি আর পি এফ নেওয়া হয়েছে সেই হিসাবটুকুও সরকারের কাছে নেই। অনেকের মতে এটা শুধু মাথা হেঁট নয়, রাজ্যেরও লজ্জা। রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তর এখন ঋণগ্রস্ত দপ্তরে পরিণত হয়েছে। উল্লেখ্য, রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তরটি মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্যের হাতেই আছে।

স্বস্তিকা

পুজো সংখ্যা ঃ ১৪১৫

সৃজনশীল রচনায় পরিপূর্ণ

এক অসামান্য পরম্পরার পুষ্পাঞ্জলি

'আপনার কী মনে হয় কৌশিকদা, রনিকে কি সত্যি সত্যি অপহরণ করা হয়েছে? হতে পারে। নাকি ও নিজেই ওই অপহরণের গল্পটা চালু করেছে দাদুর কাছ থেকে কিছু টাকা আদায় করার জন্যে? গোয়েন্দার ঠোঁটে রহস্যময় একচিলতে হাসি ফুটে উঠেছিল, তদন্ত ভালভাবে শুরু করার আগে পর্যন্ত সব সম্ভাবনার দরজাই তো খোলা থাকে।'

— এবার স্বস্তিকার পাতায় শেখর বসুর উপন্যাস মুক্তিপণ।

এছাড়াও থাকছে আরও তিনটি উপন্যাস, অনেক ছোট গল্প, রম্যরচনা। এবং নানা ভাবনায় সমৃদ্ধ নানা স্বাদের প্রবন্ধ গুচ্ছ।

লিখেছেন :— সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত, কণা বসু মিশ্র, রমানাথ রায়, গোপাল কৃষ্ণ রায়, দীপঙ্কর দাশ, সজল দাশগুপ্ত, সুমিত্রা ঘোষ, মানবেন্দ্র পাল, এষা দে, জিষ্ণু বসু, চণ্ডী লাহিড়ী, কে এস সুদর্শন, রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী, তথাগত রায়, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ রায়, প্রসিত রায়চৌধুরী, দীনেশচন্দ্র সিংহ, সুবীর ভৌমিক, প্রীতিমাধব রায়, গুরুপদ শান্ডিল্য, নৃপেন আচার্য, স্বামী যুক্তানন্দ প্রমুখ।

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হচ্ছে

দাম চল্লিশ টাকা

বিদেশে পূজারীদের মোটা টাকার চাকরী

সংবাদদাতা।। বিদেশে ক্রমশই সংস্কৃতের চাহিদা বাড়ছে। আমাদের দেশে 'সংস্কৃত'কে মৃত ভাষার তকমা পড়ালেও সংস্কৃত জানা ছাত্রদের কপালে বিদেশের মাটিতে মোটা টাকার চাকরি পাওযা এখন আর আকাশ পাতাল ভাবনার মধ্যে পড়ে না। সেদেশে পূজারী হিসাবে ভারতীয় ছাত্রদের জীবিকা অর্জনের যথেষ্ট সুযোগ তৈরি হয়েছে।

পাঞ্জাবের চারটি মন্দির কলেজে এখন এই উদ্দেশ্যেই পুরোদমে পূজারী পাঠের প্রশিক্ষণ শুরু করেছে। চলতি বছরে শতাধিক ছাত্র পুরোহিত পাঠ্যক্রমে ভর্ত্তি হয়েছে। একেবারে হাতে কলমে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। মন্দির-কলেজগুলি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনও লাভ করেছে। প্রশিক্ষণের শেষে উত্তীর্ণদের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শংসাপত্র দেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই বিদেশ থেকে পুরোহিত পাঠাবার ডাক পড়তে শুরু করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড ও কানাডা থেকে ছাত্রদের চাকরির ডাক এসেছে। বিদেশের বিভিন্ন শহরে থাকা ভারতীয়রা মন্দির কর্তৃপক্ষকে চিঠি পাঠিয়ে পুরোহিতের জন্য আবেদন জানিয়েছে। শুধু তাই নয় মন্দির থেকে প্রশিক্ষত ছাত্ররা জার্মানীর বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনার কাজও পাচ্ছেন।

পুরোহিতের পাঠ তাই এখন শুধুমাত্র ওঁ নমঃ ওঁ নমঃ-র মধ্যেই পড়ে থাকছে না, ওম নমঃ-তে রূপান্তরিত হয়েছে। সংস্কৃত পন্ডিতদের মতে বিশ্বের প্রাচীন ভাষা সংস্কৃত শুধুমাত্র অবহেলা করে ফেলে রাখার জন্য নয়। আমাদের দেশেও এর বহুল ব্যবহারের প্রয়োজন।

সরকারের সংস্কৃতের জন্য পরিকাঠামো তৈরি করা উচিত। এবং সংস্কৃত টোলগুলির পুনঃ-সংস্কারের প্রয়োজন।

মধ্যপ্রদেশে জনজাতি যুবকদের নিরাপত্তায় নিযুক্তি(

নিজস্ব প্রতিনিধি।। জনজাতি যুবকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের নিরাপত্তা কর্মী হিসাবে নিয়োগ করার কথা ঘোষণা করেছে মধ্যপ্রদেশ সরকার। সম্প্রতি জনজাতি উন্নয়নমন্ত্রী বিজয় শাহ আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে পাঁচ হাজার যুবককে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থায় নিয়োগ করা হবে বলে জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের নেতৃত্বে জনজাতিদের জন্য আরও বেশ কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে বলে তিনি জানান। তাঁর মতে এর ফলে জনজাতি যুবকেরা আত্মনির্ভরশীল হবার পাশাপাশি স্বাধীনভাবে উপার্জন করতেও সক্ষম হবে। সরকারের এই উদ্যোগে স্বাভাবিক ভাবেই খুশি জনজাতি যুবকরা। তাদের নিরাপত্তাকর্মী হিসাবে নিয়োগের ফলে রাজ্যের নিরাপত্তার মানও বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করছে রাজ্য ওয়াকিবহাল মহল। অনেকের মতে, জনজাতি যুবকেরা কর্মঠ হওয়ার পাশাপাশি সৎ ও সহজ সরল স্বভাবের। একারণে নিরাপত্তার মানও বাড়বে।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

নেতাদের নেতৃত্ব

আগামী সেপ্টেম্বরে ভারতের সেরা 'ম্যানেজমেন্ট স্কুল (পরিচালন বিদ্যালয়) ইন্ডিয়ান ইনস্টিউট অফ ম্যানেজমেন্ট আমেদাবাদ (আই আই এম এ) এক অভিনব আলোচনা সভার আয়োজন করিয়াছে। এই সভায় বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকিবেন ভারতের 'মিসাইল ম্যান' বলিয়া খ্যাত তথা প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এ পি জে আবদুল কালাম এবং ওই সংস্থারই অধ্যাপক অনিল কে গুপ্তা। আলোচনার বিষয়বস্তুর নাম হইল — 'গ্লোবালাইজং এ রিসারজেন্ট ইন্ডিয়া থ্রু ইনোভেটিভ ট্রান্সফরমেসান' (জি আর আই টি)। এই সভায় শাসন-পরিচালনা ও নীতি-প্রণয়ণ সংক্রান্ত বিভিন্ন ইস্যু এবং সেইসঙ্গে কৃষি, শিল্প, পরিষেবা, শহর-গ্রাম পার্থক্যের সংকোচন, দারিদ্র্যের দূরীকরণ ইত্যাদি বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ চর্চা হইবে। প্রাথমিক আলোচনার পর ভারতের পুনঃনির্মাণের পরিপ্রেক্ষিতে সুনির্দিষ্ট নীতি ও প্রতিষ্ঠানগত পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে নিজেদের পছন্দসই বিভিন্ন প্রস্তাবের ভিত্তিতে রচিত খসড়া প্রকল্পগুলি ছাত্রদেরকে পেশ করিতে বলা হইবে। অধ্যাপক গুপ্তার বক্তব্য অনুযায়ী — এই আলোচনা সভার নির্যাস সংসদীয় স্থায়ী কমিটি--র (পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটি) কাছে পেশ করা হইবে এবং কোনও পরিবর্তনের প্রয়োজন বোধ করিলে তাহারা সংশ্লিষ্ট কমিটির সহিত বিষয়গুলি লইয়া চর্চা করিতে পারেন। এই নবনির্মাণ পরিকল্পনা চর্চার প্রধান প্রেরণাপুরুষ ডঃ এ পি জে আবদুল কালাম সংবাদ মাধ্যমকে জানাইয়াছেন যে তাঁহার পরিকল্পিত (ভিশন) "ইন্ডিয়া ২০২০"-এর সহিত সম্পর্কযুক্ত দশটি বিষয় বিন্দু আই আই এম এ ছাত্রদের কাছে এস এম এস করিয়া পাঠাইয়াছেন। সেখানে হইতে তাহারা নিজেদের পছন্দমতো বিষয়গুলি বাছিয়া লইতে পারেন এবং এই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কার্যকরিতা উপলব্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ভাবনা-চিন্তা করিতে সক্ষম হন। এই নতুন উদ্ভাবনী ভাবনা-চিন্তার জন্য আই আই এম এ-কে বাছিয়া লইলেন কেন — এমন এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানাইয়াছেন যে আই আই এম এ এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখান হইতে নেতৃত্ব দিতে পারেন এমন ছাত্ররা কৃষি, শিল্প ও পরিষেবার মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। যদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমমনোভাবাপন্ন এমন নেতাদের আরও ছড়াইয়া দিতে পারা যায় তাহা হইলে সব ক্ষেত্রে যুগপৎ উন্নয়ন সম্ভব হইবে এবং সকলেই উপকৃত হইবেন। শুধু তাই নয়, যেসব ছাত্ররা রাজনীতি করিতে ইচ্ছুক, তাহারা উন্নয়নকেই অগ্রাধিকার দেবেন যাহা সমকালীন রাজনীতিকদের ক্ষেত্রে সচরাচর লক্ষ্য করা যায় না। মূলত রাজনীতিকরা নিজেদের রাজনৈতিক বিষয়গুলিকেই প্রাধান্য দিয়া থাকেন। বস্তুত, ডঃ কালাম-এর নেতৃতে আই আই এম এ যে কাজ করিতেছে, তাহা নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। ঘটনা হইল, এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি এমন একটি পাঠক্রম চালু করিয়াছে যেখানে ছাত্ররা সাংসদের সঙ্গে 'নির্বাচন কেন্দ্রে পরিচালন ব্যবস্থা' (কনস্টিটুয়েন্সি ম্যানেজমেন্ট) বিষয়ে কাজ করিবে। সাংসদদের নির্বাচনকেন্দ্রগুলির কার্যকরী পরিচালনা ব্যবস্থার জন্য ছাত্ররা গবেষণা ও খসড়া প্রকল্প তৈরি করিবে।

আই আই এম এ যাহা করিতেছে তাহা এই কারণেই অসাধারণ যে ভারতবর্ষে এই প্রথম কোনও বিশ্ববিখ্যাত পরিচালন ব্যবস্থা বিদ্যালয়ের ছাত্ররা উন্নত ও কার্যকর শাসন-পরিচালনার জন্য নীতি রচনায় কাজ করিবে এবং রাজনৈতিক শাসক বর্গও নেতাদের কাজের সহভাগী হইবে। অন্যভাবে বলা যায়, এইসব প্রশিক্ষিত মানুষরা (পড়ুন আই আই এম এ-র ছাত্ররা) যাদের সঙ্গে (পড়ুন রাজনীতিকদের সঙ্গে) কাজ করিবেন তাহারা সাধারণত শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে গবেষণা, হোমওয়ার্ক, ট্রেনিং ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন এবং এইগুলি এড়াইয়া চলেন। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল, ডঃ কালাম যেভাবে 'ইন্ডিয়া ২০২০' ভিশনকে কার্যকর করিতে উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে জি আর আই টি পাঠক্রমটাই রাজনীতিকদের মানোন্নয়নে একটি হাতিয়ার হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা। রাজনীতিকদের শাসনভার পরিচালনার দায়িত্ব দিয়া দেশ ইতিমধ্যেই অনেক মূল্য দিয়াছে। কেননা এইসব রাজনীতিকদের প্রধান লক্ষ্য হইল সংকীর্ণ নির্বাচনী স্বার্থে নিজেদের ভোট ব্যাঙ্ককে স্ফীত করা, নিজেদের দলীয় স্বার্থকে বজায় রাখিতে বঞ্চ না ও নির্যাতনের ধারাকে চিরস্থায়ী করা, দেশের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ অর্থ দিয়া নিজেদের দলীয় তহবিল পূর্ণ করা। তাই একদল নতুন বুদ্ধি দীপ্ত, প্রশিক্ষিত আই আই এম গ্র্যাজুয়েট রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ডঃ কালাম-এর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করিতে অনেকটাই সফল হইবেন। আর এইজন্য প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে স্থির করিতে হইবে যে কমপক্ষে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রীধারীরাই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে এবং দেশের শাসন কাজ পরিচালনা করিতে পারিবেন। অশিক্ষিত, দুর্নীতিগ্রস্ত, অপরাধ প্রবণ রাজনীতিকরাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেশকে অন্ধকারের দিকে ঠেলিয়ে দিতেছে। এখনই এই মহা বিপর্যয় তথা ভয়ঙ্কর ট্যাজেডি হইতে মুক্তির জন্য এইরূপ উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করিবার সময় আসিয়াছে।

আত্মঘাতী জঙ্গিদের আত্মনাশের উৎস

শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

সন্ত্রাসবাদ এখন আর শুধুমাত্র একটা শব্দ নয়, একটা বিভীষিকা। সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে এই ইসলামি মৌলবাদী সন্ত্রাসবাদ। হতাহত হচ্ছে লক্ষ লক্ষ নিরীহ খেটে খাওয়া মানুষ। ধ্বংস হচ্ছে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি। কিন্তু কেন? কি কারণে এই নাশকতামূলক কাজকর্ম? ইস্‌লামি মৌলবাদীদের বিশ্বাস সমস্ত দুনিয়াটা আল্লাহ্‌র সাম্রাজ্য। এই আল্লাহ্‌র সাম্রাজ্যে যেখানে আল্লাহ্‌র শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত নেই সেখানে আল্লাহ্‌র শাসন ব্যবস্থা কায়েম করাই একজন সাচ্চা মুসলিমের পবিত্র কর্তব্য। আর সেই পবিত্র কর্তব্যবোধের অঙ্গ হচ্ছে এই সন্ত্রাস সৃষ্টি। সম্প্রতি ভারতের আমেদাবাদ ব্যাঙ্গালোর শহরে একাধিক বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে গেল। এর আগে জয়পুর শহরে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ইস্‌লামি মৌলবাদী সন্ত্রাসীরা ৮০ জন নিরীহ মানুষের প্রাণহানি ঘটাল। গত ৭ জুলাই ২০০৮-এ কাবুলে ভারতীয় দূতাবাসের সামনে আত্মঘাতী বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটিয়ে এরা প্রায় ৬০ জন ভারতীয় ও আফগানের মৃত্যু ঘটাল। ভারতের বিভিন্ন স্থানে ইস্‌লামি মৌলবাদী সন্ত্রাসীরা একের পর এক সন্ত্রাস করা না হয়। দেশভাগের সময় পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে আত্মীয়স্বজন হারা হয়ে, একবস্ত্রে ভারত পালিয়ে আসা, ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিংও সে সবকিছু বিস্মৃত হয়ে বলছেন, ভারতের সম্পদের ওপর সংখ্যালঘুদেরই প্রথম অধিকার (দৈনিক স্টেটসম্যান ১২.১২.০৬) !

সন্ত্রাসবাদীদের প্রধান লক্ষ্য ভারতকে ইসলামি রাষ্ট্রে পরিণত করা হলেও সন্ত্রাসবাদ শুধুমাত্র ভারতেই সীমাবদ্ধ নেই। বিস্তৃত হয়েছে বিভিন্ন রাষ্ট্রে। ১৯৯২ সালে ডিসেম্বরে ইয়েমেনে হোটেল বম্বিং করে কিছু আমেরিকান সেনাকে হত্যার চেষ্টা হয়েছিল, ১৯৯৩ জানুয়ারিতে জর্ডনে যুবরাজ আবদুল্লাকে হত্যার চেষ্টা ১৯৯৫-এর জুনে মিশরের প্রেসিডেন্ট হোসনি মুবারককে হত্যার চেষ্টা এবং নভেম্বরে সৌদি আরবের রিয়াধে ৫ জন আমেরিকান সেনা হত্যা, পাকিস্তানে মিশরের দূতাবাসে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে, ১৭ জন নাগরিককে হত্যা, ১৯৯৩ সালে ফেব্রুয়ারিতে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বোম্বিং করে ৬ জনকে হত্যা আর ১০০ জনকে আহত করেছিল সন্ত্রাসীরা। ১৯৯৫ সালে জানুয়ারিতে ফিলিপিন্স-এ স্বয়ং পোপকে হত্যার চেষ্টা, ১৯৯৮-এ আগস্ট-এ কেনিয়ার নাইরোবি এবং তানজানিয়ার দার-এস-সালামে মার্কিন দূতাবাসে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ২৫৭ জনকে হত্যা করেছিল সন্ত্রাসীরা। অবশেষে ২০০১ সালে ১১ সেপ্টেম্বর সন্ত্রাসীরা আমেরিকার গর্ব নিউ ইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছিল। হতাহতের সংখ্যা ছিল কয়েক হাজার। একই সঙ্গে আক্রমণ চালানো হয়েছিল হোয়াইট হাউস এবং পেন্টাগনের সদর দপ্তরেও। তালিকা এখানেই শেষ নয়। ২০০২ সালে সন্ত্রাসীরা আক্রমণ চালিয়েছিল মস্কো থিয়েটারে, ২০০৪ সালে সেপ্টেম্বরে বেলাসনের একটি স্কুলে। ২০০৪ সালে ১১ মার্চ স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে কয়েকটি স্টেশনে একই সঙ্গে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে জঙ্গিরা প্রায় ২০০ জনকে হত্যা এবং ২০০০ জনকে আহত করেছিল। ২০০৫-এর ৭ জুলাই লন্ডনের টিউব রেলের সাবওয়েতে ৬টি বিস্ফোরণের পাশাপাশি ট্যাভিস্টিক স্কোয়ারে একটি দোতলা বাসেও বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল। প্রায় দু সপ্তাহ পরে ২১ জুলাই ফের বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল লন্ডনের টিউব রেলের ৩টি স্টেশনে এবং ১ টি বাসেও। ২০০৫-এর ২৩ জুলাই পরপর বোমা বিস্ফোরণে কায়রোর জনাকীর্ণ রেড সি পর্যটন কেন্দ্রের একটি হোটেল উড়িয়ে দেয় জঙ্গি বাহিনী। মৃতের সংখ্যা ৮৮ জন। বাংলাদেশে ২০০৫-এর ১৮ আগস্ট দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৬৩ টিতেই প্রায় একই সময় ৫০০টি বোমা বিস্ফোরণ হয়। হতাহতের সংখ্যা ৪০০-রও বেশী। অবশেষে ২০০৭ সালে ২৭ ডিসেম্বর পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টোকে (জারদারিকে) হত্যা করল সন্ত্রাসীরা। দেখা গেছে আত্মঘাতী জঙ্গিরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইসব বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, নিজেদের জীবনের তোয়াক্কা না করেই। কিন্তু কেন? তাদের এই আত্মাহুতি দেবার অনুপ্রেরণা আসছে কোথা থেকে? কিসের লোভে তারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতেও দ্বিধা করছে না? মৃত্যু অবধারিত জেনেও নিজেদের দায়িত্ব পালনে দৃঢ় সঙ্কল্প তারা।

এই ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসবাদের মূল কারণ ইসলামিক তত্ত্ব এবং 'কুরআন শরিফ'। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে ইসলামিক তত্ত্ব অনুযায়ী সমস্ত পৃথিবীটা আল্লাহ্‌র সাম্রাজ্য। আল্লাহর এই সাম্রাজ্য যেখানে আল্লাহ্‌র শাসন ব্যবস্থা শরিয়তি আইন নেই সেখানে এই শরিয়তি শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা একজন সাচ্চা মুসলিমের পবিত্র কর্তব্য। আর কর্তব্য পালনের জন্য যে যুদ্ধ তাকে বলে জেহাদ। আনোয়ার শেখ তাঁর This is Jehad গ্রন্থে লিখেছেন "a holy war in the way of Allah" as well as "a defensive struggle against unbelievers. এই জেহাদে অংশগ্রহণকারীদের বলা হয় জেহাদী। জেহাদে অংশগ্রহণকারী কোন জেহাদীর মৃত্যু ঘটলে আল্লাহ্ তাকে বেহেস্তের সর্বোত্তম স্থানে জান্নাতুল ফেরদৌস-এ থাকার ব্যবস্থা করে দেন। জেহাদীদের জন্য জান্নাতুল ফেরদৌস-এ অঢেল সুখভোগের ব্যবস্থা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে কুরআন শরিফের কিছু আয়াত্ উদ্ধৃত করা যাক্। তারা স্বর্ণখচিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে। তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে চির কিশোরীরা পান পাত্র, কুঁজো ও প্রস্রবন নিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে। সেই সুরাপানে তাদের শিরঃপীড়া হবে না, ওরা পরিবেশন করবে তাদের পছন্দমত ফলমূল এবং তাদের ইপ্সিত পাখীর মাংস, সেখানে থাকবে সুশীলা ও সুন্দরী রমনীগণ, এদের ইতিপূর্বে মানুষ অথবা জিন পর্শ করেনি, থাকবে সম্ভ্রান্ত শয্যা-সঙ্গিনী....ওদের করেছি চিরকুমারী সোহাগিনী ও সমবয়স্কা...সেখানে তাদের জন্য থাকবে হুর, সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ। বেহেস্তে শহীদরা চির যৌবন পাবে, তাদের যৌনক্ষমতা শতগুণ বেড়ে যাবে এবং তাদের প্রত্যেককে ৭২ জন সুন্দরী হুরী ও ২৮ জন বালক দেওয়া হবে....পৃথিবীতে মুসলমানদের মদ্য পান নিষিদ্ধ হলেও বেহেস্তে মদের নদী প্রবাহিত হবে। হুরীরা উদ্ভিন্ন যৌবনা ও চিরযুবতী, তাদের বয়স বাড়বে না, হুরীদের শরীর এত স্বচ্ছ যে তাদের অস্থি মজ্জাও দেখা যায়। তাদের কৃষ্ণবর্ণ আয়তলোচন হরিণের কথা মনে করিয়ে দেয়...ইত্যাদি উৎসাহী পাঠক বেহেস্তের সুখ এবং হুরীদের বর্ণনা আরও জানতে আগ্রহী হলে আনোয়ার শেখের Islam Sex and violence বইটি দেখে নিতে পারেন।

> **"জেহাদীরা বিশ্বাস করে এতো মৃত্যু নয়, বেহেস্তে গমন। যেখানে আছে অফুরন্ত সুখ এবং আনন্দ। যেখানে অপেক্ষা করে আছে উদ্ভিন্ন যৌবনা, চির যুবতী, সুন্দরী হুরীরা শুধুমাত্র জেহাদীদের জন্যই। জেহাদীদের এই বিশ্বাসকে মূলধন করেই Pan Islam দেশে-বিদেশে তাদের শাখা প্রশাখা বিস্তার করছে, কার্যকলাপ বৃদ্ধি করছে।"**

আত্মঘাতী ইসলামি মৌলবাদী সন্ত্রাসবাদীরা ছোটবেলা থেকেই মাদ্রাসা, মক্তবে আরবী, ফারসী, কোরান, হাদিসের শিক্ষায় শিক্ষিত। পরবর্তীকালে এরা উচ্চশিক্ষা লাভ করলেও ছোটবেলার

(এরপর ৪ পাতায়)

জঙ্গি তৎপরতা বাড়ছে

(১ পাতার পর)

এফ জওয়ানরা ১৬০০ মার্কিন ডলার ও ১৬০০ ভারতীয় টাকা সহ গ্রেপ্তার করে।

বি এস এফ সূত্রে জানা গিয়েছে হুজি জঙ্গিরা ফেরিওয়ালার ছদ্মবেশে উত্তরবঙ্গের ছয় জেলায় জঙ্গি কার্যকলাপে যুক্ত ছিল। বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছে। তারা ছাতা সেলাই, ছুরি-কাঁচি ধার দেওয়ার কাজ করতো। বি এস এফের ডি আই জি-পি সি টোমার আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন, সীমান্তরক্ষী বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগ তাদের জানিয়েছেন হুজির মতো জঙ্গি সংগঠনের বহু সদস্য ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ থেকে মালদা সহ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। সিমির সদস্যরাও ছড়িয়ে পড়েছে রাজ্যে। তাদের তালিকা ছবি সহ প্রকাশের চেষ্টা চলছে। তিনি আরও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে ইতিমধ্যেই মালদার সীমান্ত হয়ে বেশ কিছু বিস্ফোরক ভারতে ঢুকে থাকতে পারে। তাই সীমান্ত জেলাগুলিতে জওয়ানদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। ধৃতদের কাছ থেকে পুলিশ জানতে পেরেছে তারা ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে শেষে শিলিগুড়িতে যায় এবং তারপর সেখান থেকে মালদাতে আসে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এ দিনই বোমা ফেটে শিলিগুড়িতে তিনজন বালক আহত হয়েছে।

এদিকে বি এস এফ - ও সীমান্ত পারের সন্ত্রাস রুখতে গ্রামের মানুষকে প্রশিক্ষণ দেবে বলে ঠিক করেছে। গত ৯ আগস্ট শিলিগুড়িতে বি এস এফের ডিরেক্টর জেনারেল আশিস কুমার জানান, আমরা ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে অনুপ্রবেশ সহ বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম রুখতে সীমান্তবর্তী গ্রামের মানুষকেই কাজে লাগাবো। ডি জি জানান, ভারত বাংলাদেশের মধ্যে চার হাজার কিলোমিটার সীমান্ত এলাকা রয়েছে। সীমান্তে প্রয়োজনের তুলনায় জওয়ানদের সংখ্যা কম থাকায় নিরাপত্তা নিয়ে কিছুটা সমস্যা হচ্ছে। তবে বি এস এফ-এর হাতেও অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র এসে পৌঁছেছে, নতুন কার্বাইন কেনা হচ্ছে। ১৫ আগষ্ট স্বাধীনতা দিবসের আগে গোটা সীমান্তে কড়া নজর দারির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সম্প্রতি মালদা শহরে স্টেডিয়ামের পাশে একটি শক্তিশালী বোমা পড়েছিল। খবর পেয়ে পুলিশ আসে। বোমাটিতে ডিটোনেটর না থাকায় বিস্ফোরণ হয়নি।

পুড়ল জাতীয় পতাকা

(১ পাতার পর)

সংগঠন সিমি বা ইণ্ডিয়ান মুজাহিদিনকে দেশব্রতী অহিংস স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বলে দরাজ সার্টিফিকেট দিতেন না মুলায়ম সিংহ যাদব, লালুপ্রসাদ যাদব এবং রামবিলাস পাশোয়ানরা। বাংলায় একটা চলতি কথা আছে যে বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। রামবিলাস পাশোয়ানের কথাবার্তা শুনলে সেই কথাটি মনে পড়ে। পাশোয়ানের দাবি, সিমিকে ব্যান্ করলে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙঘকেও বেআইনি ঘোষণা করতে হবে। কেন? সঙ্ঘ কী ভারতের মাটিতে নাশকতা চালাচ্ছে অথবা ভারতকে পাকিস্তানের কাছে বিক্রি করে দেওয়ার দাবি জানিয়েছে? দুই যাদব কুলপতি ও পাশোয়ানরা মাতৃভূমির কাছে দায়বদ্ধ নয়। তারা দায়বদ্ধ মুসলিম ভোট ব্যাঙ্কের কাছে। এইসব রাজনীতিকদের জন্যই আজ ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রশ্রয় পাচ্ছে। এদের জন্যই কাশ্মীর উপত্যকায় হিন্দুদের বসবাসের অধিকার নেই। এদের জন্যই কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ছায়াযুদ্ধ অব্যাহত আছে। এরাই দেশের ছদ্মবেশী শত্রু।

ভারতের স্বাধীনতা দিবসে কাশ্মীর উপত্যকায় অবাধে জাতীয় পতাকা পোড়ানো হয়েছে। এর বিরুদ্ধে একমাত্র বিজেপি ছাড়া আর কোনও দল প্রতিবাদ জানায়নি। এর থেকে বড় লজ্জা আর কী আছে। প্রকাশ্যে পাকিস্তানের চাঁদ তারা মার্কা সবুজ পতাকা তুলে ধবনি দেওয়া হচ্ছে, হমারা মন্ডি রাওয়ালপিন্ডি, আল্লা হো আকবর, রগড়া রগড়া ভারত কো রগড়া, ভারত মেরি মৎ আয়ি, লস্কর আয়ি লস্কর আয়ি, জিয়ে জিয়ে পাকিস্তান। সারা ভারতের সবাই দেখছেন, শুনছেন। কিন্তু দেশব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় উঠছে না। ঝড় ওঠা তো দূরের কথা, মেরুদন্ডহীন ক্লীব ইউ পি এ সরকার কাশ্মীরে পাকিস্তানের পতাকা উঠেছে শুনেই তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে কাশ্মীরের মুসলিম ফল ব্যবসায়ীদের পাকিস্তানের বাজারে অবাধে ফল বিক্রির ছাড়পত্র দেওয়া হবে। জম্মুর পথে ভারতের বাজারে কাশ্মীরের ফল ও অন্যান্য পসরা নিয়ে লরি চলাচল নাকি ব্যবসায়ীদের কাছে লাভজনক নয়। বরং নিয়ন্ত্রণ রেখার ওপারে আজাদ কাশ্মীরের সঙ্গে বাণিজ্যে লাভ বেশি। হ্যাঁ, এই পরামর্শই আমাদের বাঙালি বিদেশমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রীকে দিয়েছেন। দিল্লীর সাংবাদিকরা জানেন, প্রণববাবুই এখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় এক নম্বর। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং নন। প্রণববাবুর পরামর্শ ও সিদ্ধান্তই শেষ কথা। আমরা ভুলে গেছি একদা বাঙালি জননায়ক ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কাশ্মীরের 'স্পেশাল স্টেটাস' বাতিলের দাবিতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। জহরলাল নেহরুর গুপ্তঘাতকরা তাঁকে শ্রীনগরের কারাগারে হত্যা করেছিল। কারণ, শেখ আবদুল্লা ও মুসলিম স্বার্থরক্ষাই নেহরুর কাছে তখন 'ধর্মনিরপেক্ষতা' ছিল। কংগ্রেসের সেই ট্র্যাডিশন আজও চলছে। তা চলছে বলেই প্রণব মুখোপাধ্যায়ের মতো ছোট মাপের নেতারা আজ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় এক নম্বর।

মনজুরের ঘরে বাক্সবন্দী বোমা

(১ পাতার পর)

দেশ বিরোধী কার্যকলাপ এবং সেইসঙ্গে সারা রাজ্যে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সাথে যুক্ত হয়ে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে বাংলাদেশে যাতায়াত করছে, তাতে আগামী দিনে মালদাতে কোনও বড় ধরনের বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

এদিকে উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি থেকে দিল্লী পুলিশ দুজন সন্ত্রাসবাদীকে গ্রেপ্তার করেছে। তারা হল মহম্মদ হাকিম ও দিলশাদ। এরা পশ্চিমবঙ্গের বসিরহাট সীমান্ত দিয়ে এদেশে ঢুকেছিল। দিল্লী পুলিশ পশ্চিমবঙ্গ পুলিশকে না জানিয়ে দুই জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করায় রাজ্য পুলিশ ক্ষুব্ধ হলেও দিল্লী পুলিশ মনে করেছে যে আগে থেকে রাজ্যপুলিশকে জানিয়ে আসলে জঙ্গিদের ধরা যেত না।

অন্যদিকে বি এস এফ সম্প্রতি বি ডি আর-কে উত্তরবঙ্গের শীর্ষ ২০ জন জঙ্গি নেতাদের নাম দিয়েছে। যারা বাংলাদেশে আত্মগোপন করে রয়েছে। ওই তালিকাতে লস্কর-এ-তৈবা, হরকত উল জেহাদি ইসলাম (হুজি), সিমি, উলফা, এবং কে এল ও জঙ্গি সংগঠনের নেতারা রয়েছে। এর মধ্যে মালদা জেলার ৬ জন জঙ্গির নামও রয়েছে। কিন্তু গত জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশের ঢাকাতে বি এস এফ ৪০ জন জঙ্গির নামের তালিকা বি ডি আর-কে দিলেও তারা এখন পর্যন্ত কোনও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতেপারেনি। গোয়েন্দা দফতরের মতে বাংলাদেশে জঙ্গি দের ট্রেনিং ক্যাম্প চালাচ্ছে আই এস আই।

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত বিহারীটোলা গ্রামে কংগ্রেস নেতার বাড়ি থেকে পাওয়া শক্তিশালী বোমাটি নিষ্ক্রিয় করার জন্য শিলিগুড়ি থেকে দুজন বিশেষজ্ঞ আসেন। তারা বোমটি দেখে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। ঘটনাস্থল থেকে ফরাক্কা ব্যারেজের দূরত্ব মাত্র এক কিলোমিটার। পুলিশের এক কর্তা জানান, উদ্ধার হওয়া ডিভাইসটি দিয়ে যেকোনও সময় গাড়ি, বাড়ি ও সেতু উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব।

প্রসঙ্গত, ফরাক্কা ব্যারেজ এবং হাওড়া ব্রীজ দীর্ঘদিন থেকে জঙ্গিদের লক্ষ্য।

আত্মঘাতী জঙ্গিদের আত্মনাশের উৎস

(৩ পাতার পর)

মাদ্রাসা, মক্তবের শিক্ষা থেকে মুক্ত হতে পারে না। বেহেস্তের মনোরম বিবরণ, সুখ, পরমা সুন্দরী হুরীদের সান্নিধ্য এবং সম্ভোগ লালসায় জেহাদীরা এতই প্রলুব্ধ এবং উত্তেজিত হয়ে ওঠে যে আত্মঘাতী বাহিনীতে যোগ দিতে, মৃত্যুবরণ করতে দ্বিধা করে না। জেহাদীরা বিশ্বাস করে এতো মৃত্যু নয়, বেহেস্তে গমন। যেখানে আছে অফুরন্ত সুখ এবং আনন্দ। যেখানে অপেক্ষা করে আছে উদ্ভিন্ন যৌবনা, চির যুবতী, সুন্দরী হুরীরা শুধুমাত্র জেহাদীদের জন্যই। জেহাদীদের এই বিশ্বাসকে মূলধন করেই Pan Islam দেশে-বিদেশে তাদের শাখা প্রশাখা বিস্তার করছে, কার্যকলাপ বৃদ্ধি করছে। তাই উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত মহম্মদ আটা সহ অন্যান্য আত্মঘাতী জঙ্গীরা মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও আমেরিকার গর্ব নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এবং পেন্টাগনে হামলা চালাতে দ্বিধা করেনি। জেরুজালেম, বাগদাদ ফালুজা, ইসলামাবাদ, কাবুল প্রভৃতি শহরে যেখানে Pan Islam-এর বিরুদ্ধ বাদীরা সক্রিয়। সে সমস্ত শহরে আত্মঘাতী জঙ্গীরা অকুতোভয়ে বিস্ফোরণ ঘটায়, আত্মঘাতী হয়। তাই, ইংল্যান্ডের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী উইলিয়ম গ্ল্যাডস্টোন বলেছিলেন "যত দিন কুরআন আছে ততদিন পৃথিবীতে শান্তি নেই।"

গুজরাট পারে, কেন্দ্র পারে না

(১ পাতার পর)

আঘাত করেছে— 'ডিমরালইজ' করছে।

দেখা যাচ্ছে, জয়পুর বিস্ফোরণ (১৩ মে, ২০০৮), উত্তরপ্রদেশের রামপুরে সি আর পি এফ এর ছাউনিতে আক্রমণ (১ জানুয়ারি, ২০০৮), আজমীরের বিস্ফোরণ (১১ অক্টোবর ২০০৭) এখন মৃত ঘটনা। অর্থাৎ তদন্তে অগ্রগতির বদলে ধামাচাপা পড়েছে। লুধিয়ানায় সিনেমা হলে বিস্ফোরণ (১৪ অক্টোবর, ২০০৭)-এর তদন্ত এখনও চালু আছে — কিছুই বের করা যায়নি। হায়দরাবাদের মক্কা মসজিদের বিস্ফোরণ (১৮ মে, ২০০৭) তদন্তে সি বি আই এখনও অন্ধকারে —'ক্লু' হাতড়ে বেড়াচ্ছে। সমঝোতা এক্সপ্রেসের বিস্ফোরণ (ফেব্রুয়ারি ১৮/১৯, ২০০৭) তদন্ত এখনও গোটানো বাকী রয়েছে।

মহারাষ্ট্রের মালেগাঁওয়ের বিস্ফোরণ (৮ সেপ্টেম্বর, ২০০৬) মামলায় সি বি আই ৬ জন অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি নিয়েছিল (MCOCA) আইনে। আসামীরা আদালতে বিচারকের কাছে তা অস্বীকার করেছে।

এছাড়াও কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার অসাফল্যের খতিয়ান আরও দীর্ঘ — মুম্বাই লোকাল ট্রেন বিস্ফোরণ (১১ জুলাই, ২০০৬), আওরঙ্গাবাদ অস্ত্র আমদানির ঘটনা (৯ থেকে ১৪ মে, ২০০৬), বারাণসী বিস্ফোরণ (৩ মার্চ, ২০০৬), বাঙ্গালোরে বৈজ্ঞানিক গবেষণা কেন্দ্রে বিস্ফোরণ (২৮ ডিসেম্বর, ২০০৫), দিল্লীর বাজারে তিন দফা বিস্ফোরণ (২৯ অক্টোবর, ২০০৫), রামজন্মভূমি চত্বরে আত্মঘাতী মুসলমান জঙ্গিদের আক্রমণ (৫ জুলাই, ২০০৫) হয়েছিল। এই সব ঘটনারই তদন্তে কোনও সাফল্য আসেনি।

গুজরাট পুলিশের ডি জি পি সি পান্ডে সন্ত্রাসবাদীদের গ্রেপ্তারে সাফল্য পাওয়ার কথা ঘোষণার পর বিজেপি নেতা অরুণ জেটলি গত ১৬ আগস্ট দিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সরব হন। এন ডি এ জমানায় সিমিকে নিষিদ্ধ করার সপক্ষে তিনি সওয়াল করেছিলেন বলে জানান এবং ইউ পি এ শরিকদের মুক্তকচ্ছ হয়ে সিমি-কে প্রশংসা করার তীব্র সমালোচনা করেন। ইউপিএ শরিক পি ডি পি-সহ কাশ্মীরের সব বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে নিয়ে মুজফরাবাদ যাত্রাকেও তিনি কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন।

অরুণ জেটলি বলেছেন, সংগঠিত অপরাধ দমনের জন্য গুজরাটসহ বিভিন্ন রাজ্য যে আইন পাস করেছে তাকে কেন্দ্র এখনও যদি অনুমোদন না করে তবে, অভিযুক্তরা সহজেই জামিন পাবে, অপরাধীদের দণ্ড দেওয়ার প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হবে। উল্লেখ করা যেতে পারে, সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাতিল বিরোধী দলনেতা লালকৃষ্ণ আদবানীকে জানিয়ে দিয়েছেন, কেন্দ্র ওই আইন অনুমোদন করবে না। নিজেদের গদি টিকিয়ে রাখতে জাতীয় নিরাপত্তা বিপন্ন করতেও কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারের নীতিতে যে বাধে না, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পাতিলের এই বক্তব্যেই তা বোঝা যায়।

HB ®
INDIA'S NO. 1 IN
ISI MARKED
HEAVY PIPE FITTINGS

HB ® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.
Authorised Distributor
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
15, College Street, Kol-12
Ph : 2241 7149 / 8174
Sister Concern
Partha Sarathi Ceramics
4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www.nationalpipes.com

Ganesh Raut (B.Com)
Govt. Authorised Agent L.I.C.I.
Contact For Better Service
2521-0281, 94323-05737

Best Wishes From :~
WESTING HOUSE
SAXBY FARMER LTD.
17, CONVENT Rd.
Kolkata - 700014

চিন্তাশীল মানুষের মনের সঙ্গী
চিন্তাবিদ "শিবপ্রসাদ রায়ের" অসাধারণ রচনাবলীর নতুন সংস্করণ।
প্রকাশকঃ তপন কুমার ঘোষ
অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যাচ্ছে।
প্রাপ্তিস্থান তুহিনা প্রকাশনী
১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা - ৭৩
ফোন : ২৩৬০-৪৩০৬, মো : ৯৮৩০৫৩২৮৫৮
সব বুক স্টলকে আকর্ষণীয় হারে কমিশন দেওয়া হয়।

রাজ্য রাজনীতি

পশ্চিমবঙ্গকে দেউলিয়া করছে সি পি এম

নিশাকর সোম

প্রায়শঃই রাজ্যের সরকারি কোষাগারের অর্থসঙ্কটের কথা শোনা যায়, অথচ সরকারের পাওনা টাকা অনাদায়ী হয়ে থাকে। সম্প্রতি ক্যাগ রিপোর্ট উদ্ধৃত করে সংবাদপত্রে প্রকাশ যে ২০০৬-২০০৭ সালে ৩০৫২ কোটি টাকা আদায় করা হয়নি। ৭৭৭টি ক্ষেত্রে ৫২ কোটি, ৪১ লক্ষ ৩ হাজার কোটি টাকা আদায় হয়নি। কারখানার জমি পুনর্গ্রহণ না হওয়াতে ২৬০ কোটি ২০ লক্ষ টাকা অনাদায়ী হয়ে গেছে। চা বাগান থেকে অনাদায়ী শুল্কের পরিমাণ ৪২ কোটি টাকা। চুক্তিতে চলা গাড়ি থেকে অনাদায়ী করের পরিমাণ হল ১০৩ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা। গুড় থেকে সুরাসার তৈরি করায় ব্যর্থ হওয়াতে আবগারি বিভাগের ২৫ কোটি টাকা রাজস্ব কম আদায় হয়েছে। আবগারি বিভাগের দেশি মদের লাইসেন্স ফি আদায় দ্রুত কমে যাচ্ছে? কেন? গ্রামের দেশি মদের বহু দোকান বিনা লাইসেন্সে সিপিএম-এর লোকেদের দেওয়া হয়েছে? সায়েন্স সিটিতে ক্ষতির পরিমাণ ৪ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা। ১৫২ জন ইটভাটার মালিকের কাছ থেকে মাটি কাটার দাম না-নেওয়াতে ক্ষতির পরিমাণ ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। ওই ইটভাটার মালিকরা অবশ্যই সিপিএম-এর সমর্থক। সরকার প্রদত্ত ঋণের সুদ না পাওয়ার দরুণ ৯১ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকার ক্ষতি। ঋণ-গ্রহীতাদের সুদ পুনর্নির্ধারণ না করাতে ৫৭১ কোটি টাকা ক্ষতি। ঋণ গ্রহীতাদের কিস্তি আদায় না করার দরুণ ১৯৬২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা অনাদায়ী হয়ে পড়ে আছে — এঁরাও কি সিপিএম বন্ধু?

একদিকে কেন্দ্রের টাকা ফেরত যাচ্ছে অপর দিকে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতায় কোটি কোটি টাকা অনাদায়ী। এর ফলে রাজ্যের অগ্রগতির কাজ রুদ্ধ হচ্ছে। এই অনাদায়ের ব্যাপারে আবগারি দপ্তর, অর্থদপ্তর এবং ভূমি রাজস্ব দপ্তরের মন্ত্রীদের অবহেলা এবং

রেজ্জক মোল্লা

অসীম দাশগুপ্ত

ব্যর্থতাই দায়ী।

অকর্মণ্য রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের ক্রোধ প্রকাশ স্বাভাবিক। এই সরকার কোন মুখে শিল্পায়নের ঢক্কা নিনাদ করে। ফাঁকা কলসীর আওয়াজ বেশি। কতগুলো অপদার্থ অকর্মণ্যদের হাতে রাজ্যটা রয়েছে। এই কলমে লেখা হয়েছিল যে, রিভার রেগুলেটারি স্কীম হলদিয়াতে চালু না করে হলদিয়া বন্দর-এর বারোটা বাজিয়ে দিয়ে প্রায় এক লক্ষ কর্মসংস্থান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কোটি কোটি টাকার ব্যাবসায়িক ফার্মগুলিকে ক্লোজারের পথে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। জেলিংহাম এবং অকল্যান্ড-এর নাব্যতা বজায় রাখার জন্য ন্যূনতম ব্যবস্থা করা হয়নি। ড্রেজিং-এর কাজ বন্ধ হয়ে রয়েছে। হলদিয়া বন্দরের বেশ কিছু কাজ পারাদ্বীপে চলে যাচ্ছে। হলদিয়া বন্দরের ড্রাফট বন্ধ হয়ে গেলে ওড়িশার পারাদ্বীপ লাভবান হবে। এখন প্রশ্ন রাজ্য সরকার কেন হলদিয়া বন্দরকে অবহেলা করে মৃত্যু মুখে ঠেলে দিচ্ছে। এর কারণ হচ্ছে ডায়মন্ড-হারবারে সরকার ব্যক্তিগত যৌথ মালিকানায় প্রস্তাবিত ডক-এর স্বার্থে হলদিয়া ডক কমপ্লেক্স ধবংস করা হচ্ছে। যেখানে হলদিয়ায় লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার বাণিজ্য হচ্ছে সেখানে প্রস্তাবিত ডক-এ মাত্র কয়েক কোটি টাকার কাজ হবে। এ সব কার স্বার্থে হচ্ছে?

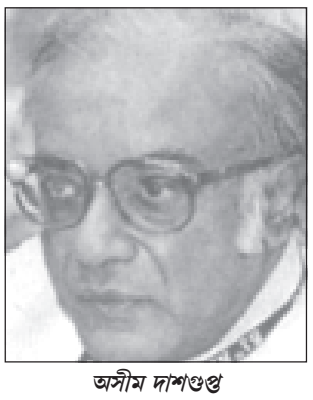

কলকাতা হাইকোর্ট রিজওয়ানুর মামলার রায়ে একাধিক পুলিশ কর্মচারী, প্রাক্তন নগরপাল প্রসূন বাবু সম্পর্কে তীব্র নিন্দা করেছেন। আদালত আরও বলেছেন যে, পুলিশ এখন বণিক-পুঁজিপতি-সেলিব্রেটিদের সেবা করতে ব্যস্ত। শোনা যায় টোডিদের একটি কোম্পানি থেকে কিছু হোসিয়ারির মালপত্র প্রাক্তন অপসারিত নগরপাল ড্রাগ বিরোধী শোভাযাত্রার জন্য নিঃশুল্কভাবে পেয়েছিলেন?

কলকাতা হাইকোর্ট সিপিএম-এর নেতা বিমান বসু, শ্যামল চক্রবর্তী এবং বিনয় কোঙারের আদালত অবমাননার মামলায় আবার হলফনামা পেশ করতে বলেছে। সেদিন হাইকোর্টে সিপিএম-এর রাজ্য সম্পাদক তথা বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুর বিরুদ্ধে আইনজীবীদের একাংশ বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। এতেই প্রমাণ হয় সিপিএম নেতাদের মানমর্যাদা কত নিচে নেমে গেছে!

নূতন এবং বৃহত্তর বামফ্রন্ট গঠনের জন্য আর-এস-পি পরিচালিত দিল্লীর কনভেনশনে একের পর এক বক্তা নন্দীগ্রাম-সিঙুর এবং দেশি বিদেশী পুঁজিপতিদের সিপিএম-এর সাহায্য বিষয়ে নেওয়ার সিপিএম-কে তুলোধুনা করেছে। অবস্থা এমনই হয়েছিল সিপিএম-এর সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাত সভা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। সিঙুরের টাটা প্রকল্প নিয়ে সিপিএম ফাঁপরে পড়ে গেছে। তাই সিপিএম নেতারা এর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিরোধী নেত্রীকে আলোচনায় আসার জন্য কাকুতি-মিনতি করেছেন। এদিকে সিঙুরে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রস্তাবিত শিবির স্থাপনের বিরুদ্ধে প্রশাসন সমস্ত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দিকে এগিয়েছে।

আসন্ন ঝড়ের সঙ্কেত পাওয়া যাচ্ছে। সেই ঝড়ে আগামী লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে ঢেউ তুলবেই।

সিপিএম-এর অভ্যন্তরে সর্বস্তরে দলাদলি প্রকট হয়েছে। দীর্ঘ প্রায় এক বছর উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হতে পারেনি। অবশেষে সিপিএম-এর রাজ্য সম্পাদক বিমান বসুর হস্তক্ষেপে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হয়েছে। এই ঘটনার সব থেকে বড় চমক হল সম্পাদকমণ্ডলীতে সুভাষ চক্রবর্তীর নমিনি নেপালদেব ভট্টাচার্য-এর অন্তর্ভুক্তি। উল্লেখ করা যায় নেপালদেবকে পার্টি থেকে অপসারণ করা হয়েছিল আর এখন

> **একদিকে কেন্দ্রের টাকা ফেরত যাচ্ছে অপর দিকে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতায় কোটি কোটি টাকা অনাদায়ী। এর ফলে রাজ্যের অগ্রগতির কাজ রুদ্ধ হচ্ছে।**

প্রমোশনের পর প্রমোশন পাচ্ছেন নেপালদেববাবু! কলকাতার অলোক মজুমদারকেও এইভাবে আনা হচ্ছে। পার্টির নিচের তলার সদস্য কর্মীরা বিক্ষুব্ধ হচ্ছেন।

গহনা যদি গড়াতে চান যে
কোনও স্বর্ণকারকে
সুপার
ক্যাটলগ দেখাতে বলুন
সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাক এণ্ড সন্স
১৫-ডি, গরাণ হাটা ষ্ট্রীট, কলি:-৬

অন্য রকম

কম্পিউটারের সামনে অল্পেশ এবং সারদা

নিজস্ব প্রতিনিধি।। তারা এখন বড় বড়

বিয়ের পর কমপিউটার শিখছে অল্পেস এবং সারদা রাঠোয়া।

মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারে। তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে। তাদের বিভিন্ন পরামর্শও দেয়। শুধু কী তাই, মাতৃভাষা ছাড়াও তারা ইংরেজি ভাষা বুঝতে পারে। কম্পিউটারের মাউস ক্লিক করতে জানে। তাদের পুরো কাজটাই কম্পিউটারের সামনে। জনজাতি গ্রামের জনজাতি ছেলে-মেয়েরা বিপিও (বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং প্রোগ্রাম) ট্রেনিং নিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। রেণুকা নয়কা নামে এক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনজাতি ছাত্রীর মতে, তারা সরকারি উদ্যোগে বিপিও প্রশিক্ষণ নিয়েই জীবনে প্রতিষ্ঠিত

ছেলে-মেয়েদের উন্নতির এই চিত্রটি গুজরাটের জনজাতি এলাকার। সরকারি উদ্যোগে আজ তারা শুধু সমাজের মূল স্রোতেই ফিরে আসেনি, সেই সঙ্গে তারা শিক্ষিত ও রোজগেরে। বরোদায় কোরাজী হয়েছে।

গুজরাটের ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট জনজাতি সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য ২.৫ কোটি টাকা বিগত বছরে বরাদ্দ করেছে। বরাদ্দকৃত অর্থ থেকেই ওই সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা বিপিও-র প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। ইতিমধ্যেই একশরও বেশি ছাত্র-ছাত্রী আগামী পাঠ্যক্রমের জন্য আবেদন করতে শুরু করে দিয়েছে। এক বছরের জন্য এই পাঠক্রম চালু আছে। বিপিও তে প্রশিক্ষণ নেবার জন্য তাদের উচ্চ মাধ্যমিক পাশও করতে হচ্ছে। ফলে জনজাতিদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়ছে। ট্রাইবাল ডেভেলেপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারি এ এম তেওয়ারির মতে, বিপিও প্রশিক্ষণ এখন জনজাতিদেরও সাধ্যের মধ্যে।

শুধু তাই নয় রেণুকার মতো ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থায় চাকরির ডাকও পেতে শুরু করেছে। বিবাহিতা ছাত্রীরাও সংসারের বিভিন্ন কাজ করেও সকাল ৯ থেকে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত বিপিও ট্রেনিং নিচ্ছে। ট্রেনিং চলাকালীন তারা দেড় হাজার টাকা করে স্টাইপেণ্ড পাচ্ছে। চাকরির শেষে রয়েছে ভালো বেতনে কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা। ফলে তাদের জীবন যাত্রার মধ্যেও এসেছে পরিবর্তন। চলতি বছরের প্রথম সপ্তাহেই ৮৫ জন প্রশিক্ষণ শেষ করেছে। এদিকে নতুন পাঠক্রমের জন্যও আবেদন শুরু হয়ে গেছে। গুজরাট সরকারের এই উদ্যোগে স্বাভাবিকভাবেই খুশি রাজ্যের জনজাতি ছেলে-মেয়েরা।

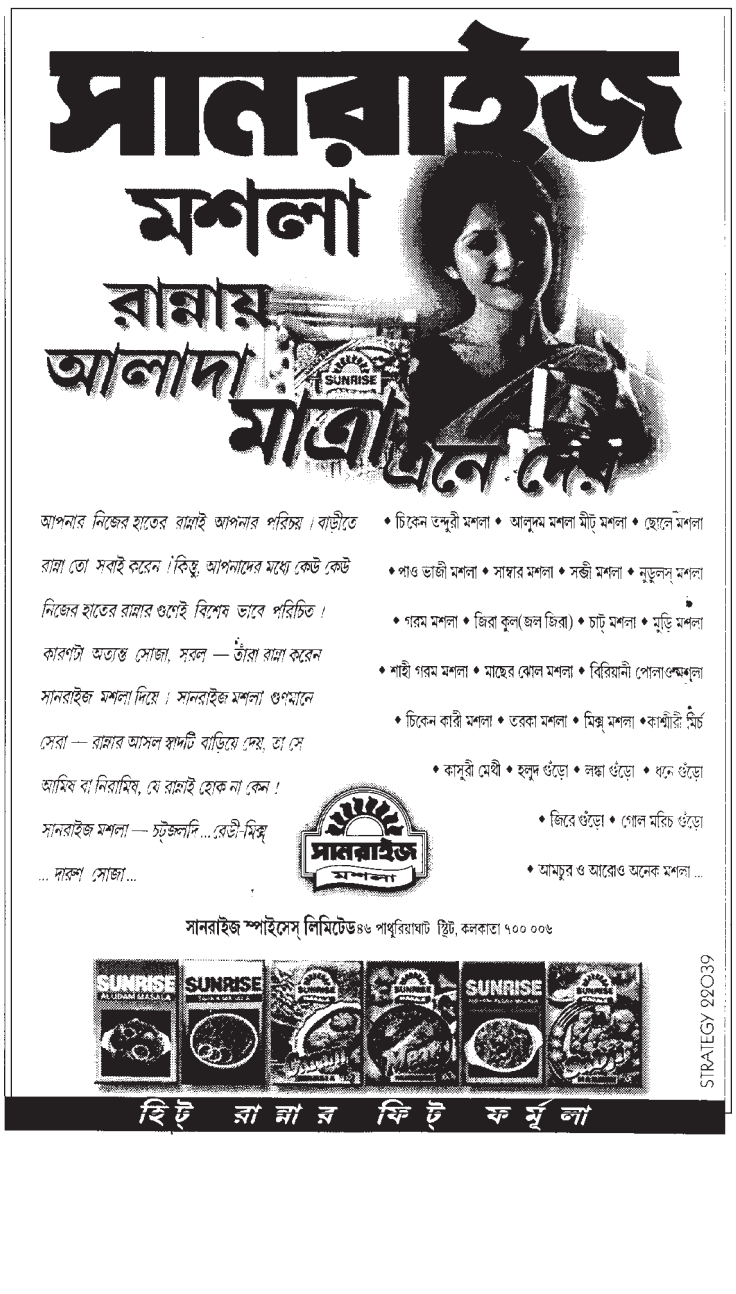

অসমে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে নতুন করে আন্দোলন

সংবাদদাতা ।। আসামে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের পেছনে রাজ্য সরকারের পূর্ণ মদত রয়েছে বলে রাজনৈতিক দলগুলি

উত্তর-পূর্বাঞ্চল

সরকারের তীব্র সমালোচনা করে। অসমের রাজ্য এন সি পি শাখার পক্ষে রাজ্য থেকে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত এবং বিতাড়িত করার দাবি জানানো হয়। বর্তমানে রাজ্যে এবং কেন্দ্রে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকারই ক্ষমতায় রয়েছে। কিন্তু উভয়ই অনুপ্রবেশ রোধে সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলেও অভিযোগ করা হয়।

এ ব্যাপারে কোনও গুরুত্বই দিচ্ছে না বলে এন সি পি রাজ্য সভাপতি ধীরেন্দ্র দেব অধিকারী সরকারের বিরুদ্ধে এই মন্তব্য করেন। তিনি আরও বলেন, কংগ্রেস রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্যই বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা দিয়ে চলছে। অনুপ্রবেশকারীরাই কংগ্রেসের প্রধান ভোট ব্যাঙ্ক।

এদিকে বিজেপির জাতীয় সহ-সভাপতি বিজয়া চক্রবর্তী অসমে-বসবাসরত বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। প্রয়োজনে সেনা দিয়ে তাদের বিতাড়িত করা উচিত। গত ২৫ বছরের সরকারের বিভিন্ন বিবৃতি উদ্ধৃত করে শ্রীমতী চক্রবর্তী জানান যে, বর্তমানে রাজ্য প্রায় ৩০-৪০ লক্ষ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী রয়েছে। তিনি কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন, সরকারের মদতেই অনুপ্রবেশকারীরা এ রাজ্যে বসবাস করছে। কংগ্রেস তাদেরকে ভোটের সময় ব্যবহার করছে। তিনি আরও বলেন, মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ অসমের জনগণের সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করছেন। তার দল রাজ্যে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।

বিজেপি নেত্রীর প্রশ্ন —১৯৯৬ সালে কীভাবে একজন বাংলাদেশী নাগরিক নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। একজন আইনজীবী এই বাংলাদেশী নাগরিকের মনোয়নপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছিলেন বলে তিনি জানান। শ্রীমতি

অসমে ধৃত বাংলাদেশীদের একটি দল (ফাইল চিত্র)।

চক্রবর্তী আরও বলেন, গগৈ সরকার এ ব্যাপারে নীরবতা পালন করছে। কারণ কামালউদ্দিনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলে মুসলিম ভোটে চিড় ধরবে।

এই কারণে কংগ্রেস নীরবতা পালন করছে। বিজেপি নেত্রী গুয়াহাটি লোকসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। সরকারি ভাবেই কামালউদ্দিনের বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের খবর জানানো হয়েছে। তবে এর আগেও তাকে দু'বার বাংলাদেশ ফেরত পাঠানো হয়েছিল। উল্লেখ্য, ১৯৯৬ সালে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে বাংলাদেশী নাগরিক মহম্মদ কামালউদ্দিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তার মনোনয়ন পত্র এবং নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট খতিয়ে দেখার পরই তার বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ নির্বাচনী আইন অনুযায়ী অতিসত্বর ফটোসহ প্রত্যেকের পরিচয়পত্র ইস্যু করা একান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু পুনরায় ফিরে আসতে সক্ষম হয়, এবং অসমের নওগাঁর কাছে পরিবার নিয়ে স্থায়ী বসবাস করতে শুরু করে। নির্বাচনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। মহম্মদ কামারুদ্দিন ওরফে মহম্মদ কামালউদ্দিনকে মোরঝাড় থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। সে কেবলমাত্র ভারতীয় নাগরিকই হয়নি, সেখানে প্রচুর সম্পত্তির মালিক ছিল কামালউদ্দিন। ১৯৯৬ সালে যমুনামুখ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। বাংলাদেশের মৌলভিবাজার জেলার নাগরিক কামালউদ্দিন। ১৯৮০ সালে সে আসামে অনুপ্রবেশ করে বসবাস শুরু করে। এরপর ১৯৯০ সালে নওগাঁ জেলার এক ভারতীয় মহিলাকে বিবাহ করে। তার তিন পুত্র ও তিন কন্যা রয়েছে। বড় কন্যা বিবাহিত।

অসম বাংলাদেশী মুসলমানদের প্রজনন ক্ষেত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। গুয়াহাটি হাইকোর্টের রায়কে অল অসম মাইনরিটি স্টুডেন্ট ইউনিয়নের সভাপতি আব্দুল আজিজ রাজনৈতিক বক্তব্য বলে উপহাস করায় তাকেই গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অসম শাখা। পরিষদের মুখপাত্র নয়নরঞ্জন বরুয়ার দাবি 'আমসু' নেতার ওই উক্তিতে সরাসরি ভারতের বিচারব্যবস্থা এবং সংবিধানকে অবমাননা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি গুয়াহাটি হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি বি কে শর্মা এক রায়ে "বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরাই অসমের রাজনৈতিক ভাগ্যনিয়ন্তা" বলে মন্তব্য করেন।

শ্রীবরুয়া আরও বলেন, আমসু (AAMSU)-র এদেশের সংবিধান ও বিচারব্যবস্থার প্রতি কোনও শ্রদ্ধাবোধই নেই। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে এই ধরনের দেশবিরোধী কথাবার্তার ফলে ভারতের জাতীয় ঐক্য এবং অখণ্ডতাই বিপন্ন হবে।

এদিকে আমসু নেতা অসমে মুসলমানদের জন্য আলাদা স্বশাসিত রাজ্যও দাবি করেছেন। এবিষয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অসম শাখার মুখপাত্র-এর বক্তব্য হল, বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের জন্যই এই আলাদা মুসলিম রাজ্যের দাবি। শ্রীবরুয়া অসমের প্রত্যেক থানাতে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের যে সকল তথ্য লিপিবদ্ধ রয়েছে তা কম্পিউটারে সংরক্ষিত রাখারও দাবি জানিয়েছেন। পরিষদের উত্তর পূর্বাঞ্চল শাখার সভাপতি জ্যোতিষ পাঠক বলেছেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ অসমীয়াদের বাংলাদেশীদের হাত থেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ, সেজন্য ক্ষমতায় থাকার তার আর কোনও নৈতিক অধিকারই নেই। এদিকে ভারতীয় জনতা পার্টির অসম শাখাও আমসু নেতা আব্দুল আজিজের বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেছে।

বি জে পি-র পক্ষ থেকে 'আমসু'-কে নিষিদ্ধ করার দাবিও জানানো হয়েছে। গত ৪ আগস্ট গুয়াহাটির আমলাপাট্টি চৌমাথায় বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য বি জে পি দলের একহাজারের বেশি সদস্য অসমের শ্রমমন্ত্রী পৃথ্বী মাঝির কুশপুতুল পোড়ায়। ভারতীয় জনতা পার্টির এম এল এ প্রশান্ত ফুকন বলেছেন, যদি দেখেন আগামীকালই (অদূর ভবিষ্যতে) রাজ্যের কংগ্রেস সরকার বাংলাদেশীদের জন্য স্বশাসিত এলাকা গঠন করেছে তাহলে অবাক হবেন না।

অসমের অগপ'র ভাঙা অংশ তৃণমূল গণ পরিষদ-এর রাজ্য সম্পাদক অতুল বরা গুয়াহাটি হাইকোর্টের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিংকে এক আক্রমণাত্মক চিঠি লিখেছেন। তিনি চিঠিতে প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়েছেন অসমে ঢুকে পড়া পঞ্চাশ লক্ষাধিক বাংলাদেশীকে বাংলাদেশ যদি ফেরত না নেয় তাহলে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। তিনি চিঠিতে বলেছেন, বাংলাদেশীরা অসমে বহাল তবিয়তে বসবাস করছে, আর চক্রবৃদ্ধি হারে দ্রুত সংখ্যা বাড়িয়েই চলেছে। তিনি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত এক বিবরণের উল্লেখ করেছেন যেখানে দেখা গেছে, মঙ্গলদৈ-এর এক মুসলমানের প্রথম স্ত্রীর দশটি ও দ্বিতীয় স্ত্রীর দু'টি ছেলেমেয়ে। তারপরেও খামতি নেই। সারা অসমই বাংলাদেশী মুসলমানদের প্রজনন ক্ষেত্র (Labour Room)। আবার সরকারি যোজনায় হাসপাতালে বাচ্চা জন্মালে গ্রামে ৮০০ এবং শহরে ১৪০০ টাকা সরকারই দেয়। একারণেও সংখ্যা বাড়ছে বলে অভিযোগ।

অসম গণ পরিষদ শাসনে অনুপ্রবেশ বন্ধ হয়নি কেন জিজ্ঞাসা করাতে বরা একটুও দমে না গিয়ে উত্তর দেন, সে সময়ে জেলা প্রশাসন, বনবিভাগ ও জনকল্যাণ দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় ছিল না। শ্রীবরা আরও বলেন, বাংলাদেশী ভোটব্যাঙ্ক কেন্দ্রিক রাজনীতি বন্ধ না হলে অনুপ্রবেশ কমবে না।

ভারতীয় বার্জও বাংলাদেশের দখলে

সংবাদদাতা ।। অসম রাজ্যের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ২৬৭.৩০ কিমি এলাকা বাংলাদেশীদের অনুপ্রবেশের পক্ষে দারুণ অনুকূল। ওই অংশের ১০৭ কিমি সীমান্তে নদীই ভারত ও বাংলাদেশের সীমা নির্দ্ধারক। ১৯৮৫ সালের রাজীব গান্ধীর প্রধানমন্ত্রীত্বকালে ত্রিপাক্ষিক অসম-চুক্তি রূপায়িত হয়েছিল। সেই চুক্তিতে ১০৭ কিমি জলসীমান্তে বি এস এফ-র ভ্রাম্যমান আউট পোস্ট বসিয়ে কড়া নজরদারির কথা ছিল, বাকীটা সীল করারও কথা। কিন্তু গত ২৩ বছরে পরিকল্পনার সামান্যও কার্যকরী হয়নি। এ থেকে কেন্দ্র ও রাজ্য-সরকার উভয়েরই সদিচ্ছা আদৌ ছিল কী না তা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। তিন বছর আগেও ৫ মে, ২০০৫-এ কেন্দ্র ছাত্র নেতাদেরকে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে নদীতে ভ্রাম্যমান বি এস এফ বর্ডার আউট পোস্ট বসাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তাও আজ অবধি বাস্তবায়িত হয়নি। ছোট ছোট নৌকা বা মোটরবোট দিয়ে বিশাল ব্রহ্মপুত্র নদ পাহারা দেওয়া একরকম অসম্ভব ব্যাপার। এছাড়াও রয়েছে অসম থেকে গঙ্গাধর ও এবং কুশিয়ারা নদী, ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে প্রবাহিত হচ্ছে। ধুবড়ি জেলাতে বাংলাদেশ সীমান্তেই ব্রহ্মপুত্র। ২০০২ সালে কেন্দ্র এ ব্যাপারে একটু সক্রিয় হয়ে কলকাতা থেকে ধুবড়ি জলপথে দুটো বড় বার্জ পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু ধুবড়ির পথে যাওয়ার সময় বাংলাদেশের জলসীমাতে প্রবেশ করতেই বাংলাদেশ বার্জ দুটো আটক করে। ওই বার্জ দুটো বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দরে আটকে আছে। ভারত সরকার সে দুটোকে ফেরৎ আনার কোনও উদ্যোগই নেয়নি। ফলে খোলা সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশকারীরাও দলে দলে ঢুকছে। আর সেইসঙ্গে পয়দা করে ফায়দা লোটার —জনসংখ্যা বাড়িয়ে চলেছে।

ছাত্র সংস্থা আসুর আন্তর্জাতিক সীমা বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত এনামুল হক বলেন, স্থল সীমা সম্পূর্ণভাবে সীল করলেও খোলা অরক্ষিত জলসীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ চলতেই থাকবে। শ্রীহক আরও বলেছেন, বাংলাদেশী নৌকা হামেশাই অসমে ভারতের জলসীমায় প্রবেশ করে থাকে। কেন্দ্রের উচিৎ জলসীমান্তকে গুরুত্ব দিয়ে সজাগ পাহারার ব্যবস্থা করা। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বিগত ৩০ বছরের বেশি সময় ধরে বিভিন্ন সংস্থা অনুপ্রবেশ নিয়ে আন্দোলন করলেও সরকারি অনিচ্ছা ও মুসলমান ভোটব্যাঙ্ক কেন্দ্রিক রাজনীতি ও গয়ংগচ্ছ মনোভাবের জন্যই কাজের কাজ হয়নি।

কালিয়াচকের হিন্দু গ্রামগুলিতে লুঠতরাজ বাড়ছে

তরুণ কুমার পণ্ডিত ।। সি পি এম ও কংগ্রেসের তোষণ নীতির ফলে মালদা জেলার কালিয়াচকের পর এবার মানিকচক ব্লকের হাজারিপাড়া গ্রামে শুরু হয়েছে হিন্দু গ্রামবাসীদের ওপর হামলা ও লুঠতরাজ। ঘটনার সূত্রপাত চোর ধরে গণ পিটুনিতে মৃত্যুকে কেন্দ্র করে। গত ২৫ জুলাই ভোর রাতে মালদার মানিকচকের হাজারিপাড়া গ্রামের একটি বাড়িতে চুরি করতে ঢোকে পাশের গ্রাম বরমপুরের দুই যুবক। লোহার রড দিয়ে তারা ওই ঘরের দরজা ভেঙে ঢোকার চেষ্টা করলে বাড়ির লোকজন জেগে যান। একজন পালিয়ে গেলেও রিয়াজুল সেখ (২৩) ধরা পড়ে। গ্রামবাসীরা তাকে বেধড়ক পেটাতে শুরু করে। পরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে রিয়াজুলের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর খবর চাউর হতেই বরমপুরের শ' পাঁচেক বাসিন্দা রড ও লাঠি নিয়ে হামলা চালায় হাজারিপাড়া গ্রামের হিন্দুদের বাড়িতে। তারা সংগঠিত আক্রমণে পাঁচটি বাড়ি ভাঙচুর ও লুট করে। বাড়ির লোকজনদের মার-ধর করে জামা-কাপড়, টিভি, সোনার গহনা, নগদ ১২ হাজার টাকা এমনকি ধানও লুঠ করে নিয়ে যায় মুসলমান গুন্ডারা। হিন্দুদের বাড়িতে লুটপাট চালালেও পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করেনি। অন্যদিকে যে বাড়িতে চুরি হচ্ছিল সেই বাড়ির তিনজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তাদের মধ্যে একজন মহিলা রয়েছেন। থানাতে ডায়েরি করতে গেলে চুরি হওয়া হিন্দু বাড়ির লোকজনদের অভিযোগ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে পুলিশ। শেষে বিজেপি নেতাদের সাহায্যে পুলিশ সুপারের কাছে ডায়েরি নথিভুক্ত করানো হয়। পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, এ বিষয়ে তদন্ত করে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

উল্লেখ্য মালদা জেলার মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামগুলির পাশে হিন্দু গ্রামে এইভাবে এর আগেও চুরির ঘটনায় হিন্দুদের বিচার করে উল্টে ফাইন দিতে হয়েছে। বর্তমানে হাজারিপাড়া গ্রামের হিন্দু ছেলেরা গ্রাম ছাড়া।

রেলমন্ত্রীত্বের সুবাদে চাকরি বিলিয়ে জমি পেয়েছে লালু-পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। লালুপ্রসাদ রেলমন্ত্রী হওয়ার পর রেলের আয় কত বেড়েছে সেটা আলাদা কথা, তবে লালু-রাবড়ির যে প্রভূত সম্পত্তি বেড়েছে তা অস্বীকার করা যাবে না। বিশেষত বিহারে লালুর দলের সঙ্গে টক্কর যে দলের সেই সংযুক্ত জনতা দলের পক্ষ থেকে রেলের চাকরির বিনিময়ে লালু রাবড়ি যে জমি জমা উপঢৌকন নিয়েছেন তার বিস্তারিত তালিকা সংবাদমাধ্যমে পৌঁছে গেছে। চারাঘোটালা অর্থাৎ পশুখাদ্য কেলেংকারির চারটি মামলা লালুপ্রসাদের বিরুদ্ধে আদালতে ঝুলছে। এর মধ্যে এই সদ্য সংবাদের শিরোনামে আসা জমি-ঘোটালাও প্রায় ১০০ কোটি টাকার মতো। সংযুক্ত জনতা দল-এর পক্ষ থেকে এই কেলেঙ্কারির ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর কাছে দাবি জানানো হয়েছে — লালুকে এই মুহূর্তেই মন্ত্রীসভা থেকে বরখাস্ত করে তার বিরুদ্ধে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত শুরু করা হোক। গত ১২ আগস্ট সংযুক্ত জনতা দল এই কেলেংকারি সম্পর্কিত ৬০০ পৃষ্ঠার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করেছে। ওই তথ্যই বলে কিছু লালুজী এবং ত্বদীয় আত্মীয়রা রেলে চাকুরি প্রার্থীদের থেকে উৎকোচ গ্রহণ করেছেন। এমনকী তথ্য একথাও বলেছে যে, দলীয় এম পি দের ইউ পি এ সরকারের ক্যাবিনেটে স্থান করে দিতেও লালু পরিবার 'জমি' ঘুষ নিয়েছে। ওই সব উৎকোচ গ্রহীতাদের মধ্যে আছেন — লালু পত্নী রাবড়িদেবী, পুত্র তেজপ্রতাপ, মেয়ে মিসা, শালাবাবু প্রভুনাথ যাদব। মজার কথা হল, আর জে ডি দলের বিহার থেকে নির্বাচিত সাংসদদের ৬ জন কেন্দ্রে মন্ত্রীসভায় স্থান আলোকিত করেছেন। তাদের মধ্যে তিনজনই লালু পরিবারের সদস্যদের জমি উৎকোচ দিয়েছেন।

সংযুক্ত জনতা দলের রাজ্য সভাপতি রাজীব রঞ্জন সিং ওরফে লালন জানিয়েছেন, গত চার বছরে আর জে ডি সভাপতি লালুপ্রসাদ অন্ততঃপক্ষে ১০০ কোটি টাকা মূল্যের জমির মালিক হয়েছেন। বলা বাহুল্য, তা রেলের চাকরি বিক্রি করেই। জে ডি (ইউ) প্রধান এই বিষয়ে বিভিন্ন জমির দলিল-পত্রের (ডীডের) তথ্যও প্রকাশ করেছেন।

দেখা যাচ্ছে, বেশিরভাগ জমির ডীড হয়েছে দাতা এবং লালুর পারিবারিক আত্মীয়দের মধ্যেই। আবার এটাও লক্ষণীয় যে, রেলে চাকরি পাওয়ার সুবাদেই ওই জমি প্রদান করা হয়েছে। রাজীব রঞ্জন -এর বক্তব্য, পশুখাদ্য কেলেংকারির মামলায় জেল খেটেও লালুর শিক্ষা হয়নি। একই মন্তব্য করেছেন ওই দলের মুখপাত্র শিবানন্দ তেওয়ারি। এঁরা দুজনেই ১০০০ কোটি টাকার পশুখাদ্য দুর্নীতির মামলায় পিটিশন করেছিলেন।

জমি রেজেস্ট্রির কাগজপত্রে দেখা যাচ্ছে, ওই সব জমির লেনদেন হয়েছে ২০০৪ থেকে ২০০৮ এর মধ্যে। রেলমন্ত্রী হওয়ার

রেলমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব

পর লালুর ম্যানেজমেন্ট মস্তিষ্ক আয়ের এই পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে, বলেছেন রাজীব রঞ্জন। উভয় জে ডি (ইউ) নেতার মন্তব্য, লালুপ্রসাদ যদি প্রধানমন্ত্রী হন তাহলে পুরো দেশটাই বেচে দিতে পারেন। এজন্য তারা এই নতুন জমি কেলেংকারিতে উচ্চ পর্যায়ের নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করেছেন। তাঁরা একথাও বলেছেন যে, লালুর কাছ থেকে কোনও নীতি নৈতিকতা তাঁরা আশা করেন না। তবে জমি লেনদেনের বিষয়টা তদন্তের মাধ্যমে পরিস্কার হওয়া দরকার। এটাও পশুখাদ্য কেলেংকারির মতোই দুর্নীতি এবং জালিয়াতি। রাজীব রঞ্জন আরও জানিয়েছেন, এব্যাপারে ১৫ দিন অপেক্ষা করার পর তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাবেন।

নথিপত্র তথ্য অনুসারে দুর্নীতি হয়েছে রীতিমতো ছক কষে। প্রথমত, চাকরি দেওয়ার পরিবর্তে গরীব মানুষের জমি হাতিয়েছেন লালুর আত্মীয়রা, দ্বিতীয়ত, জমির বদলে রেলের কাজের বরাত পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। শেষটি হল, জমি কিনে নিয়েছেন তৃতীয় ব্যক্তি, তারপর তা উপহার হিসেবে দেওয়া হয়েছে। এরকম একটি ঘটনা — পাটনার চাণক্য হোটেলের মালিক হর্ষ কোচর-দানাপুর ক্যানেলের পাশে দু একর জমি এম/এস, ডিলাইট মার্কেটিং কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, নিউ দিল্লী — এই নামে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ তারিখে রেজেস্ট্রি করে দিয়েছেন। কার্যত ওই কোম্পানীর ঠিকানা রয়েছে মিসেস সরলা গুপ্তার নামে। সরলা গুপ্তা হলেন লালুপ্রসাদের ঘনিষ্ঠ মন্ত্রী প্রেম গুপ্তার স্ত্রী। সরলা গুপ্তার ওই কোম্পানীতে ২৬০১টি শেয়ার রয়েছে। এই জমি রেজেস্ট্রি করে দেওয়ার পরই হর্ষ কোচর পুরী ও রাঁচির রেলওয়ে হোটেল ১৫ বছরের জন্য লীজে পেয়েছেন। একথা জানিয়েছেন সংযুক্ত জনতা দলের নেতারা। এবার চাকরি পাওয়া ও বিনিময়ে জমি দেওয়ার তালিকাটা দেখা যাক —সগুনা দানাপুরের কিসুনদেও রাই ২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ৫ তারিখে ৩,৩৭৫ বর্গ ফুট জমি লালু-পত্নী রাবড়ি দেবীর নামে রেজিস্ট্রি করে দিয়েছেন। তাঁর পরিবারের অনেকেই রেলের সেন্ট্রাল জোনে চাকরি পেয়েছেন। জমির ডীডে পেমেন্টের উল্লেখই নেই।

২০০৮ এর ৬ ফেব্রুয়ারি সঞ্জয় রাই, ধর্মেন্দ্র রাই, রবীন্দ্র রাইরা দানাপুরেই ৩,৩৭৫ বর্গফুট জমি রাবড়ি দেবীর নামে রেজিস্ট্রি করে দিয়েছেন। তাদের পরিবারেরও অনেকে মধ্য রেলের মুম্বই-এ চাকরি পেয়েছেন। এখানেও টাকা পয়সার কথা ডীডে নেই।

সগুনা-দানাপুরের মনোজ কুমার রাজেশ কুমার, বিনোদ কুমার, গোপীকৃষ্ণ এবং সুশীলা দেবী লালুপুত্র তেজস্বী যাদবের নামে ২½ কাঠা জমি লিখে দিয়েছেন। এ ঘটনা ২০০৬ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারির। মনোজ কুমারের পরিবারের একজন রেলে চাকরি পেয়েছেন।

দানাপুরের বলদেও রাই পরিবারের চারজন রেলের বক্তিয়ারপুর ও বারহি ডিভিসনে চাকরি পেয়েছেন জমি লিখে দেওয়ার পরই। এই একটি জমির দলিল অবশ্য সংযুক্ত জনতা দল-এর নেতারা দেখাতে পারেননি।

যোগেন্দ্র যাদব, বীরেন্দ্র নারায়ণ, রাকেশ নারায়ণ যথাক্রমে ১২,০৬১ বর্গ ফুট, ৫৯,৫৪৫ বর্গফুট এবং ৬,০৩০ বর্গফুট জমি ২০০৮-এর ২৩, ২৮ জানুয়ারি এবং ২০ ফেব্রুয়ারি ২০০৮-এ কে ইনফোসিস প্রাইভেট লিমিটেড-এর নামে রেজিস্ট্রি করে দেন। তারপরই তাদের পরিবারের সদস্যরা চাকরি পেয়েছেন। সংবাদ সূত্র অনুসারে, (যা বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যম দেখিয়েছে) ওই কোম্পানীর ব্যবসায়ী অংশীদারিত্ব রয়েছে

রাজ্যে রাজ্যে
রাজ্যে রাজ্যে

লালুর জামাই-এর।

লালুপ্রসাদের ক্যাবিনেট ও দলীয় সহকর্মী এবং ঘনিষ্ঠ মন্ত্রী কান্তি সিংও লালু পরিবারকে দুটো স্থাবর সম্পত্তি ভেট দিয়েছেন। দানাপুরে জমি এবং পাটনায় বাইপাসের ধারে বাড়ি। অন্য মন্ত্রী ও আর জে ডি নেতা রঘুনাথ ঝা এবং জয় প্রকাশ যাদবও লালুর পরিবারের সদস্যদের জমি- বাড়ি উপহার দিয়েছেন।

লালুর শ্বশুর শিবপ্রসাদ চৌধুরী দশ কাঠা জমি এবং শিবপ্রসাদ যাদব নামে অন্য দশ কাঠা জমি জনৈকা কলাবতী দেবীকে দিয়েছেন। তার পর সেই জমি রাবড়ি দেবীর নামে ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ তারিখে রেজিস্ট্রি করে দিয়েছেন কলাবতী।

লালুর শ্যালক প্রভুনাথ যাদবও দু'কাঠা জমির উপর তৈরি বাড়ি লালুর দুই ছেলে তেজপ্রতাপ ও তেজস্বী যাদবকে দান করেছেন।

লিম্বো-তামাংদের সংরক্ষণের বিষয়টি বিবেচনার আর্জি

সংবাদদাতা ।। সিকিম বিধানসভার লিম্বো এবং তামাং সম্প্রদায়ের আসন সংরক্ষণের বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী পবন চামলিং ইউ পি এ চেয়ার-পার্সন তথা কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন।

গত ৪ আগষ্ট এ ব্যাপারে নয়াদিল্লীতে চামলিং এবং সোনিয়া গান্ধীর মধ্যে আলোচনা হয়। রাজ্যে এই দুটি সম্প্রদায়ের আসন সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এবং বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয় বলে জানা গেছে।

৩২ আসন বিশিষ্ট সিকিম বিধানসভায় এই দুটি সম্প্রদায়ের কোনও আসন সংরক্ষিত নেই। রাজ্যের আইন প্রস্তুত কারক বোর্ডে এই দুটি সম্প্রদায়ের কোনও প্রতিনিধি নেই। বিষয়টির গুরুত্ব বুঝে এই ইস্যুতে তাই কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

গ্রামীণ সড়ক নির্মাণে দুর্নীতি অসম সরকার বরাদ্দ ব্যয়ে ব্যর্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। তরুণ গগৈ-এর নেতৃত্বাধীন অসম রাজ্য সরকার প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা খাতে রাজ্যের জন্য বরাদ্দ কোটি কোটি টাকা খরচ করতে চূড়ান্ত ব্যর্থতার নজির গড়েছে। ফলে সন্দেহ দেখা দিয়েছে অসমের কংগ্রেসী রাজ্য সরকার আদৌ গ্রামীণ ক্ষেত্রের সত্যিকার উন্নতি চায় কী না!

অসমে অনেক রাস্তা তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হলেও পূর্ত দপ্তরের (যা মুখ্যমন্ত্রীর হাতে) অর্কমণ্যতায় তার কোনটাই সম্পূর্ণ হয়নি। এই অপদার্থতার খবর কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ণ দপ্তরের রিপোর্টেই প্রকাশিত হয়েছে। সেই প্রকাশিত বিবরণ থেকে যে পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে তা দেখে চক্ষু চড়কগাছ হওয়ার যোগাড়। পরিসংখ্যান অনুসারে ২০০৬-০৭ অর্থবছরে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ণ মন্ত্রক ৩০৫৬.১৮ কি.মি. রাস্তা তৈরির জন্য ৬৭৯.৮২ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল। রাজ্যের পূর্ত দপ্তর মাত্র ২.৫ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করতেই ৩৪.৮৪ কোটি টাকা খরচ করে ফেলেছে। আর্থিক দুর্নীতি যে কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে তা এই তথ্যই বলে দিচ্ছে। বাদবাকী ৬৪৪.৯৮ কোটি টাকা রাজ্য সরকার খরচই করে উঠতে পারেনি। শুধু তাই নয়, ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে একই খাতে ১৮৪৬.৬৯ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছিল ২৭৮১.২ কি মি গ্রামীণ রাস্তা তৈরিতে। যেখানে ২০০৬-০৭ বছরের বরাদ্দকৃত অর্থ খরচই হয়নি সেখানে ২০০৭-০৮ এর জন্য বরাদ্দ টাকা খরচের প্রশ্নই তো ওঠে না। এই হল অসমের রাজ্য সরকারের ওয়ার্ক কালচারের নমুনা। ওয়াকিবহাল মহলের খবর, অসমের পূর্ত দপ্তর তাদের প্রয়োজনীয় ব্যয়-বরাদ্দের দাবি অনেক দেরিতে কেন্দ্রে পাঠিয়ে থাকে। ফলে নির্দিষ্ট আর্থিক বছরে তা ব্যয় করা অসুবিধাজনক।

অর্থবছরের শেষে কন্ট্রাকটরদের কাজের বরাত দেওয়া হয়েছে। ফলে কাজই হয়নি, কোটি কোটি টাকা পড়ে থাকছে। এছাড়া দুর্নীতির ব্যাপারটা তো রয়েছেই। অসম বিধানসভার বিরোধী দলনেতা চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি এই দুর্নীতিতে এক সিন্ডিকেট রীতিমতো সক্রিয় বলে অভিযোগ করেছেন। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী গগৈ-এর হাতেই রয়েছে অর্থ, স্বরাষ্ট্র ও পূর্ত দপ্তর। কমিশনার, সচিব ও চীফ্ ইঞ্জিনীয়ারাও সন্দেহের ঊর্ধে নন বলে সংশ্লিষ্ট ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা।

আগরতলায় ট্রেন, স্বাধীনতা দিবসের উপহার

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। শেষ পর্যন্ত গত ৬ আগষ্ট, বুধবার দিন রেলের নিরাপত্তা কমিশনারকে নিয়ে পূর্বোত্তরের দ্বিতীয় একটি রাজ্যের রাজধানী হিসাবে আগরতলায় (অন্যটি গুয়াহাটি) যাত্রীবাহী ট্রেন স্বাধীনোত্তর ভারতে প্রথমবার প্রবেশ করল। বিপুল সংখ্যক মানুষের উচ্ছ্বাস আর আবেগকে সাক্ষী রেখে সেদিন বিকেল পাঁচটা বেজে চার মিনিটে আগরতলা স্টেশনের এক নম্বর প্লাটফর্মের ট্র্যাক স্পর্শ করে নর্থ ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ের একটি যাত্রীবাহী ট্রেন। ইঞ্জিন বাদে তিনটি বগি। দীর্ঘ ৬১ বছরের প্রতীক্ষার অবসান। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের তিনদিকই বাংলাদেশ দিয়ে ঘেরা ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরা। আয়তন মাত্র ১০,৪৬৮ বর্গকিমি। জনসংখ্যা ১৯৯১ এর সেনসাসে ছিল ২৭,৫৭,২০৫ এবং ২০০১-র সেনশাসে ৩১,৯১,১৬৮ জন। দশবছরে বৃদ্ধির হার ১৫.৭৪ শতাংশ। এই প্রায় ৩২ লক্ষ জনগণের কাছে রাজধানীতে কু-ঝিক ঝিক অর্থাৎ ট্রেন ঢুকতে সময় নিল স্বাধীনোত্তরকালে ৬১ বছর। ২০০২ সালের ডিসেম্বর মাসে বিধানসভা ভোটের মুখে কুমারঘাট থেকে মনুঘাট পর্যন্ত রেল পরিষেবা পৌঁছেছিল। তারপর আবার প্রতীক্ষা। সেই মনু থেকে আগরতলা পর্যন্ত প্রায় ৯০ কি. মি. রেলপথ তৈরি করতে সময় লাগল প্রায় ছয় বছর। যদিও রেল ট্র্যাক নির্মাণ বেশ কিছুদিন আগেই শেষ হয়েছিল। ট্র্যাক ও রুট পরীক্ষার জন্য পাথরবোঝাই বগি আগরতলা পর্যন্ত চালানো হয় কয়েকদিন। এবছরের জানুয়ারি মাসেই আমবাসা পর্যন্ত রেল চলাচল নিয়ে দু'বার ট্রায়াল রানও দেওয়া হয়েছিল। এবার রেলের নিরাপত্তা কমিশনারের ছাড়পত্র দেবার পালা।

এদিনই রেলের নিরাপত্তা কমিশনার দুপুর দুটো নাগাদ রেল লাইনের খোঁজখবর করে আমবাসায় পৌঁছান। বেলা ৩-৫০ মিনিটে আমবাসা থেকে যাত্রীবাহী ট্রেন যাত্রা করে আগরতলার পথে। রাস্তায় মুঙ্গিয়াকামী, তেলিয়ামুড়া, জিরানীয়া, যোগেন্দ্রনগর স্টেশন পার হয়ে কু-ঝিক-ঝিক করতে করতে হুইসেল বাজিয়ে এন এফ রেলের ৬২৭১ ইঞ্জিনটি আগরতলা স্টেশনে প্রবেশ করে। এর বহু আগে থেকে এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকার বাসনায় আগরতলা স্টেশনের দখল নেয় উৎসাহী আগরতলাবাসীরা। যাত্রাপথে যোগেন্দ্রনগর, জিরানীয়া, তেলিয়ামুড়া, মুঙ্গিয়াকামী স্টেশনেও উৎসাহী মানুষের ব্যাপক ভিড় ছিল।

ট্রেনে ছিলেন বলবীর সিং এর সহকারী এ কে দে, লামডিং-এর ডি আর এম — এস এস নারায়ণন, পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলের মুখ্য বাস্তুকার (নির্মাণ) আর এল মীনা এবং আগরতলা রেল প্রজেক্টের দুই প্রধান কারিগর দুই ডেপুটি চীফ ইঞ্জিনীয়ার শ্রীগুরুপ্রকাশ এবং এফ এস মীনা মহ রেলের বিভিন্ন স্তরের অনেক কর্মকর্তা ও অফিসারবৃন্দ। আগরতলা পর্যন্ত রেলের চালক ছিলেন পি সেনগুপ্ত। আগরতলা স্টেশনে দাঁড়িয়েই ডেপুটি চীফ ইঞ্জিনীয়ার শ্রীগুরুপ্রকাশ জানিয়েছেন, ট্রেনটি ৬০-৭০ কিমি (প্রতি ঘন্টা) বেগে চলেছে।

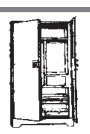
সকল প্রকার স্টীল ফার্নিচারের জন্য যোগাযোগ করুন
Dass Steel Co.
Mirchak Road. - Malda
Ph. No. 266063

ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়,
রোদ বৃষ্টিতে কিসের ভয়!

অক্ষয় কুমারপালের ফোল্ডিং ছাতা
বড়বাজার,কলকাতা-৭০০ ০০৭,
ফোন ঃ ২২৪২৪১০৩

ঘাটশিলায় বিভূতিভূষণ

ডঃ প্রসিত রায়চৌধুরী

বিহারের সিংভূম জেলার ঘাটশিলায় প্রখ্যাত সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় গিয়ে পড়েছিলেন আকস্মিক ভাবে। হয়তো দলমা রেঞ্জের ঢেউখেলানো "আটক্রোশী পাহাড়ের" কোল ধরে বয়ে আশা সুবর্ণরেখা নদীতীরের আরণ্যক সৌন্দর্য্য তাঁকে আকর্ষণ করেছিল। ১৯৩৫ সাল থেকেই তিনি প্রতিবছর ছুটে আসতেন ঘাটশিলায়। তখন ঘাটশিলা অন্ধ পল্লীগ্রাম মাত্র। হোটেল নেই বাজার দোকানের দেখা মেলা ভার। রাস্তা মেঠো, পাথর কাঁকরে ভরা, রাস্তায় বিদ্যুতের আলো নেই। ধলভূমের রাজপ্রাসাদটাই, সুবর্ণরেখা নদীতীরে একমাত্র দ্রষ্টব্য । অবশ্য 'কপার কর্পোরেশনের' কারখানাটা আরণ্যক পরিবেশের প্রতিবাদ। অধিবাসীদের মধ্যে বাঙালী ও সাঁওতালীদের সংখ্যাই বেশি। রাজ্যের সীমানা পুনর্বিন্যাসের সময় ঘাটশিলা, তৎকালীন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদের চাপে বিহারে যায়। রামকৃষ্ণ মিশনের এক সাধু ঘাটশিলার ডাহিগড়ার রুক্ষ অনুর্বর প্রান্তরে একটি ক্ষুদ্র রামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৫ সালে এই আশ্রমে পদার্পণ করেন বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের সভাপতি স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ। তাঁর নামে "বিজ্ঞানানন্দ ভবন" তৈরি হয়েছে। শ্রী রামকৃষ্ণের মর্মর মূর্তিও মন্দিরে হয়েছে প্রতিষ্ঠিত। ফুলডুংরী পাহাড়ের ভ্রমণকালে বিভূতিভূষণের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল অশোক গুপ্ত নামে জনৈক ব্যবসায়ীর। তাঁর নিদারুণ অর্থাভাব ঘটে। সহৃদয় বিভূতিভূষণ তাঁকে পাঁচশো টাকা ঋণ দেন। কিন্তু সেই ভদ্রলোক ঋণ শোধ করতে না পেরে, একরকম জোর করে তাঁর পনেরো কাঠা জমি সমেত খোলার ঘরের 'বাংলো বাড়ি' বিভূতিভূষণকে বিক্রী করেন। আরও কয়েকশত টাকা বিভূতিভূষণ তাঁকে দেন। সালটা বোধ করি ১৯৩৬ হবে। বর্তমানে বিভূতিভূষণের বাংলো বাড়ি যাবার পথটির নাম হয়েছে 'অপুর পথ'। ঘাটশিলা কলেজ রোডের উপর বিভূতিভূষণের আবক্ষ মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুতে (১৯১৮) এম এ ও ল' পড়া ছেড়ে বিভূতিভূষণ শোকার্ত হৃদয় শান্ত করতে

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্বশুর নগেন বাগচির ভগ্ন জীর্ণ গৃহে। বাড়িটিকে লোকে ভূতের বাড়ি বলতো। এখানে বসেই বিভূতিভূষণ লেখেন তার প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা' (১৯২১)। গল্পটি প্রকাশিত হলে (১৯২২, জানুয়ারি) তাঁর খ্যাতির সূচনা হয়। স্কুলের চাকরি ছেড়ে বিভূতিভূষণ 'গোরক্ষা সমিতির' কর্মী রূপে সারা বাংলা ও অসম পরিক্রমা করেন (১৯২১-২৩)। খেলাতচন্দ্র ঘোষ-এর স্টেটের কর্মচারী হয়ে ভাগলপুর অঞ্চলে কাটান (১৯২৩-১৯২৭) নিরুদ্দিষ্ট হন। কিছুকাল হুগলী জেলার জাঙ্গিপাড়ায় একটা এম ই স্কুলে মাষ্টারী করে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের নির্দেশে অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে আসেন। রবীন্দ্রনাথের স্নেহভাজন চারুচন্দ্র ছিলেন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রতিষ্ঠিত হরিনাভি স্কুলের সেক্রেটারী। চাকরি পেলে বিভূতি ভূষণ হরিনাভি স্কুলে দু'বছর কাজ করেন (১৯২০-২২)। থাকতেন মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি রাজা মদন রায় মল্ল প্রতিষ্ঠিত রাজপুর গ্রামের বারেন্দ্র পাড়ায়। হরিনাভি স্কুলের হেডমাষ্টারকে কিশোরী ভাদুড়ীর করতেন। এই সময় তিনি পথের পাঁচালী, অপরাজিত, দৃষ্টি প্রদীপ, আরণ্যক লিখে খ্যাতিমান।

১৯৪০ সালে বিভূতিভূষণ দ্বিতীয় বিবাহ করেন রমা দেবীকে (চট্টোপাধ্যায়)। খেলাতচন্দ্র ঘোষের স্কুলের চাকরি ছেড়ে দেন (১৯৪১), বছরের মধ্যে মাস আষ্টেক থাকতেন ব্যারাকপুর আর চার পাঁচ মাস সস্ত্রীক ঘাটশিলায়। ছোটভাই নুটুবিহারীকে ডাক্তারি পাশ করিয়েছিলেন। তিনি প্র্যাকটিশ করতেন ঘাটশিলায়। তাঁরও বিবাহ দিয়েছিলেন। স্ত্রীর নাম যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়। 'উপল ব্যথিত গতির' লেখিকা রূপে খ্যাতি পেয়েছেন। ঘাটশিলার রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রমটি কিন্তু বেলুড়ের রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের সংশ্লিষ্ট নয়। এই আশ্রমটি প্রিয় ছিল বিভূতিভূষণের। ১৯৪৮ সালে এই আশ্রমের ভার প্রাপ্ত হয়ে আসেন স্বামী প্রজ্ঞানন্দ মহারাজ। ইনি স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত। প্রথমে ছিলেন এলাহাবাদে তারপর বেনারস হয়ে আসেন ঘাটশিলায়। বিভূতিভূষণের শেষ শয্যার পাশে তিনি উপস্থিত ছিলেন। ঘাটশিলা কলেজের অধ্যক্ষ শান্তি ঠাকুরের আমন্ত্রণে এক সাহিত্য সভায় যাই। এই লেখকের সঙ্গে তখন স্বামী প্রজ্ঞানন্দের আলাপ হয়। বিভূতিভূষণের মহাযাত্রার লগ্নটি তাঁর ভাষণে ব্যক্ত হয়েছে।

স্বামী প্রজ্ঞানন্দের বক্তব্য :—

'আমি ঘাটশিলায় আসি ১৯৪৮ সালে। তখন আমার বয়স ৩৮ (আটত্রিশ)। আশ্রমের তখন কোনও পাঁচিল নেই। রাস্তার প্রায় ধারেই তখন ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেবের

(এরপর ১৩ পাতায়)

PIONEER®

নিখুঁত লেখার খাতা

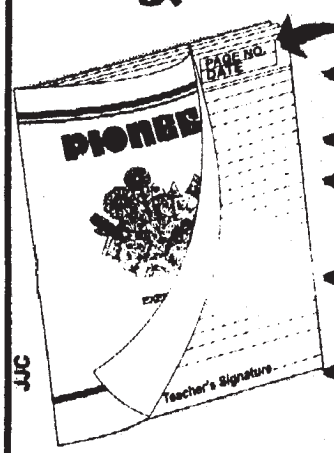

প্রতি পৃষ্ঠায় PAGE NO. DATE এর ঘর।

পাইওনিয়ার পূর্ব ভারতের সর্বাধিক বিক্রিত খাতা।

আদর্শ বাঁধাই ও সুন্দর সাইজ।

ভাল হাতের লেখার জন্য মসৃণ Creamwove & D.T.P.P. কাগজ ব্যবহার করা হয়।

প্রতিটি খাতায় সঠিক মার্জিন এবং লাইনিং। সর্বোত্তম গুণমান ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরী।

ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড নির্দেশিত IS: 5195-1969 নির্দেশিকা কঠোর ভাবে পালন করার প্রয়াস।

প্রতি পৃষ্ঠায় Teacher's Signature..... কলাম।

PIONEER PAPER CO.
74, Beliaghata Main Road,
Kolkata - 10, Phone : 2373-0556, 2370-4152
Fax : 2373-2596,
E-mail : pioneer3@vsnl.net

PIONEER®
সঠিক গুণমানই আমাদের পরিচয়

গল্প

সত্যবান

সন্তোষ কুমার সান্যাল

প্রায় কুড়ি বছর রেলে টি টি আই-এর চাকুরী করছেন কেশব। এই দীর্ঘ চাকুরী জীবনে কত বিনা টিকিটের যাত্রী ধরেছেন, কত জনকে জরিমানা করেছেন, কাকুতি-মিনতি করলে বা হাতে-পায়ে ধরলে অসহায় বা কোনও যাত্রীকে গরিব মনে হলে ছেড়েও দিয়েছেন কত জনকে তার হিসেব নেই। বেয়াড়াপনা করলে চালান দিয়েছেন কাউকে কাউকেও। প্যাসেঞ্জার ট্রেনের টিকিট কেটে কোন যাত্রী ভুলে বা ট্রেন ফেল করে এক্সপ্রেস ট্রেনে উঠে পড়লে কর্তব্যবোধে দয়া দেখাননি তাঁর প্রতি। রেহাই দেননি যদি কেউ প্যাসেঞ্জার বগিতে মালপত্র নিয়ে যাচ্ছে বা নিতান্ত নিরুপায় হয়ে মহিলা কামরায় উঠে পড়েছে — তাকেও। তবে সবসময় সব অর্থ যে রেলের ভাঁড়ারে জমা দিয়েছেন এবং ভারতীয় সরকারি কর্মচারির বদনাম ঘুচিয়েছেন —এমন নয়। তা করলে কি শহরে বাড়ি হত। হত ছেলেমেয়ের পড়াশুনা কিংবা ভাল ঘরে মেয়ের বিয়ে কিংবা জুটত আধুনিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য?

সাহিত্যের পাতা

কিন্তু সেদিন যে অভাবনীয় ঘটনা ঘটল তা কখনও কল্পনা করতে পারেননি কেশব। তিনি সেদিন যে যাত্রীটিকে পেয়েছিলেন — তাকে জরিমানা করবেন না পুরস্কার দেবেন তা ভাবতে পারছিলেন না। এক সামান্য অশিক্ষিত গেঁয়ো আদিবাসী যাত্রী তাঁকে — তাঁর মত শিক্ষিত শহুরে মানুষকে লজ্জায় ফেলে দেবে — এ যে কল্পনারও অতীত।

সেদিন মেছেদা স্টেশনে হাওড়া মেদিনীপুর লোকালের একটি কামরায় উঠে পরেছেন কেশব। ঠাঁই ছিল না তিল ধারণের। যাত্রী সাধারণের অসুবিধা করে, ভারতীয় রেল, রেল কর্মচারী খায় রেলমন্ত্রী সম্পর্কে নানা মন্তব্য নানা কটূক্তি সহ্য করে যাত্রীদের টিকিট পরীক্ষা করছিলেন তিনি। কিন্তু এই ভিড়ে এত বিনাটিকিটের যাত্রী ছিল যে হাওড়া পেরিয়ে যদি হাবড়া যাওয়া যায়, তবুও সবার টিকিট দেখা সম্ভব ছিল না। অগত্যা রণে ভঙ্গ দিলেন বিরক্ত বিবশ হয়ে।

— হামার টিকিট দেখবি না টিকিট বাবু!— হঠাৎ এক আদিবাসী সাঁওতাল যাত্রী তাঁর ঝুলি হতে তিনটি টিকিট বের করে ধরলেন কেশবের কাছে। যাত্রীটির বয়স ষাট ছুঁই ছুঁই। আদিবাসী সুলভ গায়ের রং আর বলিষ্ঠ গড়ন। খোঁচা খোঁচা কাঁচা পাকা দাড়ি।

ক্লান্ত কেশব বিরক্ত হয়ে টিকিট তিনটি নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন — আর দুজন কে?

— আর কেউ থাকবেক ক্যানে? হামি একাই আছে।

— তিনটে টিকিট কেন?

— একটা হামার আর দুইটা হামার বেটার।

— তারা দুজন কোথায়?

— দুই জন লয় একজন, ঘরে আছে বাবু।

কেশব বাবু অবাক হলেন। একজন লোকের দুটো টিকিট তা লোকটি আবার ঘরে। বুড়োর মাথা খারাপ নাকি! জিজ্ঞেস করলেন — দুজন নয় একজন! ঘরে আছে তবে আর টিকিট কেন?

— বাবু! কইলকাতায় একটা হোটেলে হামার বেটা ধোয়া-মোছার কাম করত। কাল সে বাড়ি চলে এসেছে। বল্যে কিনা খুব খাটায়। তাই বাড়ি চল্যে যাচ্ছে। মালিককে বাড়ি যাওয়ার কথা বলেক নাই। বললে যেত্যে দেবেক নাই। হামি বললাম — ওরা মাইনে দিচ্ছে খাটাবেক না ক্যানে?

— ও কি বলল? অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন কেশব।

— বলল ভোর থেকে রাত বারটা হবেক তবু বিশ্রাম লাই। খেতেও ভাল দেয় না। বেটা সাঁওতালের ছেলে ভাল খাওয়ার কি? পেট ভরলেই হল। ওর পাশে পঞ্চাশটা টাকা ছিল, বললেক — মাহিনা। হামার বিশ্বাস হল নাই।

— কেন?

— কি করে হবেক? যে টিকি না কেট্যে বাড়ি গেছে সে টাকা চুরি করে লিয়ে যাবেক নাই ক্যানে? তাই ঐ টাকা হামি ফেরৎ দিত্যে যাচ্ছে। শ্যামবাজার না রাধাবাজার সেখানেই হোটেলটা। জিগ্যেস করেও চল্যে যাব।

— কিন্তু দুটো টিকিট কেন?

— টেরেনে চেপ্যে গেছ্যে তাই একটা। টিকিট কাটেক নাই — তাই জরিমানা আর একটা। হামি পাড়ার মোড়ল আছে, ছেলে দোষ করেছে, জরিমানা ত দিত্যেই হবেক।

কি বলবেন কেশব? ভাবলেন — একে জেনারেল ম্যানেজারের কাছে নিয়ে গিয়ে তার সততার — ন্যায় বিচারের একটা পুরস্কারের ব্যবস্থা না করলে তার প্রতি অবিচার করা হবে। কিন্তু একে নিয়ে যেতে হলে ছলনার আশ্রয় ছাড়া উপায় নেই।

— আচ্ছা তুমিও জকপুরে উঠেছ, হাওড়া যাবে। কিন্তু তোমার টিকিট দেখছি পাঁশকুড়া পর্যন্ত কাটা। তোমার তো বিরাট জরিমানা হবে।

— হামিত হাওড়া টিকিট দিত্যে বললাম। পাঁশকুড়া টিকিট দিয়ে ঠক্কাল। হামার কাছে পঞ্চাশ আর একশ টাকা আছে। ইট্যা দিলে হবেক?

— না, তোমাকে কত দিতে হবে — অফিসার ঠিক করবেন। কারও কারও বিবেক এখনও মরেনি। গ্রাম্য যাত্রীটির অযথা হয়রানির প্রতিবাদ করলেন দু-একজন শিক্ষিত যাত্রী। কেশব তাঁদের ইংরেজীতে যা বললেন — তাঁর মর্মার্থ হল — এই যাত্রীটির সততা ও সরলতায় তিনি মুগ্ধ ও গর্বিত। তাঁকে ম্যানেজারের কাছে নিয়ে গিয়ে পুরস্কারের ব্যবস্থা করবেন। সন্দেহ হলে বা ইচ্ছে করলে কেউ কেউ তাঁর সঙ্গে যেতে পারেন। সরল লোকটি কেশবের ইংরেজী শুনে খুব ঘাবড়ে গেলেন। ভাবলেন — সত্যই মহা-অপরাধ করে ফেলেছেন।

ট্রেনটি ক্রমে হাওড়া পৌঁছাল। অনাবশ্যক সময় খরচ না করে যাত্রীরা নিজ নিজ কাজে চলে গেল। ওই যাত্রীটিকে নিয়ে জেনারেল ম্যানেজারের কাছে গেলেন — কেশব। সব কথা শুনালেন তাঁকে।

— তোমার নাম কি? ম্যানেজার মশাই যাত্রীটিকে জিজ্ঞেস করেন।

(এরপর ৯ পাতায়)

প্রবন্ধ

আধুনিক মুসলিমদের দৃষ্টিতে বঙ্কি মচন্দ্র

নবকুমার ভট্টাচার্য

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবৎকালেই তাঁর রচনার বিরূপ সমালোচনা হয়েছিল। হিন্দুসমাজের লোকদের অভিযোগ ছিল তিনি হিন্দুধর্ম এবং সমাজের সনাতন মূল্যবোধের পরিপন্থী কাজ করেছেন আর মুসলমান লেখকরা তাঁকে মুসলিম বিরোধী বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। আজকের সেকুলার ভারতবর্ষেও তাঁকে নিয়ে বিরূপ সমালোচনা হয়ে থাকে। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার হল সমগ্র উপমহাদেশে বিগত এক শতাব্দকাল ধরে তাঁর সম্পর্কে অজস্র আলোচনা ও গবেষণা হয়েছে। নানা কারণে মুসলমান সমাজ বঙ্কিমকে প্রাক সাতচল্লিশে সহজভাবে শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করতে না পারলেও আজ মনে হয় বঙ্কিম সম্পর্কে ভুল বোঝার দিন বিগত হয়েছে। ১৯৫০ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত মুসলিম সমালোচকদের বঙ্কিমচর্চার ধারাই তা প্রমাণ করে। ডঃ কাজী দীন মহম্মদ তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - এর তৃতীয় খণ্ডে (১৯৬৮) বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে বলেছেন, 'তিনি হিন্দু জাতীয়তাবাদের উদগাতা। তবে তিনি আয়েষা চরিত্র সম্পর্কে ব্যতিক্রমধর্মী বক্তব্য পেশ করেছেন'। এতকাল পর্যন্ত কোনও মুসলমান সমালোচকই এমন করে কথা বলেননি। তাঁর মতে জগৎসিংহের প্রতি আয়েষার প্রেম ধর্মীয় ও সামাজিক দ্বিধার উর্দ্ধে হৃদয়ের ঐশ্বর্যে দীপ্ত। ষাটের দশকে বঙ্কিম বিষয়ে সাবেক পূর্ব বাংলায় বঙ্কিম চর্চা করেছেন তাঁদের মধ্যে ডঃ আহমদ শরীফের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর 'বঙ্কিমমানস' প্রবন্ধে বঙ্কিম মানসের ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি মনে করেন বঙ্কিমের চিন্তায় ও আচরণে অসংগতি নেই। তিনি যে মুসলমানকে গালি দিয়েছেন তারা তুর্কী মুঘল শাসক। অধ্যাপক আমানুল্লাহ আহমদ তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র ও আমরা' পুস্তকে বঙ্কিমের বিরুদ্ধে তথাকথিত সাম্প্রদায়িকতাকে নাকচ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন, যদি ধরে নেওয়া যায় যে বঙ্কিম মুসলিম বিদ্বেষী এবং হিন্দু ঐতিহ্য এবং সভ্যতার পুনরুজ্জীবনে প্রয়াসী ছিলেন তবু আমাদের কালে হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের যে ভয়াবহ অবনতি ঘটেছে তার তুলনায় বঙ্কিমের সাম্প্রদায়িকতা কতটা গুরুত্বপূর্ণ? যাঁরা নিজেরা বিচারবুদ্ধি হীন তাঁদের পক্ষে কি বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ আনা শোভনীয়? অধ্যাপক হাসান হাফিজুর রহমান তাঁর 'প্যারালাল বাস্তব এবং বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থে একই চেতনার পরিচয় দিয়ে বলেছেন, বঙ্কিমের বহুতর মানসের গভীরে না তাকিয়ে হুট করে সাম্প্রদায়িক বলে তাঁকে সনাক্ত করা একতরফা বিচার হবে। তিনি বহিরাগত আক্রমণকারীদের বিরোধিতা করেছেন এটা

প্রতিরোধ চেতনার নামান্তর। ইনরিস আলীর 'মূল্যায়নের পালাবদল' গ্রন্থে লেখকের ধারণা বঙ্কিমের বক্তব্য হিন্দু সমাজকেন্দ্রিক হলেও এমনি ব্যবস্থায় সমভাবের ফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে। সারোয়ার জাহান তাঁর বঙ্কিমের উপন্যাস 'মুসলিম প্রসঙ্গ ও চরিত্র' গ্রন্থে বলেছেন, চরিত্র সৃষ্টি করতে গিয়ে বঙ্কিম হিন্দু চরিত্রকেও প্রয়োজনে অমঙ্গলের প্রতীক করেছেন, ফলে মুসলমানকে বিকৃত করেছেন এমন সরল রৈখিক বিচার অভ্রান্ত নয়। ওয়াকিল আহমদ (২৪ এপ্রিল ১৯৮৮ আনন্দবাজারের রবিবাসরীয়) 'বঙ্কিম না দেবতা না দানব' নামক এক প্রবন্ধে বলেছেন, 'এটা আমাদের দুর্ভাগ্য যে, বাংলার মুসলিম সমাজ বঙ্কিমচন্দ্রকে ভালো চোখে দেখেননি। মুসলিম সমাজের প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়েছে দুটি কারণে। এক হিন্দু মুসলমানের দ্বন্দ্বে হিন্দুকে বীর ও জয়ী এবং মুসলমানকে কাপুরুষ ও পরাভূত করে দেখানো হয়েছে। দুই, হিন্দু মুসলমানের প্রণয়ে হিন্দু নায়ক ও মুসলমান নায়িকা গৃহীত হয়েছে। এই মুসলমান কে এবং কোন সময়ের? বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, মুঘল আমার শত্রু কিন্তু পাঠান আমার মিত্র।' মুঘলের নিন্দা করলে বাংলার মুসলমানের কী? আওরঙ্গ জেব, জেবউন্নিসা কি বাঙালীর আত্মীয়? আমাদের পূর্বসূরীরা যে ভাষায় ও ভঙ্গীতে বাদ প্রতিবাদ করেছেন তা ভাবলে আমাদের লজ্জা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত বড় মাপের শিল্পী ছিলেন। তাঁর জ্ঞান গরিমাও ছিল অপরিসীম। বঙ্কিমের প্রতিভার মূল্যায়ন করার ক্ষমতা অল্প শিক্ষিত লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। ড. দিলওয়ার হোসেন তাঁর 'বাংলা উপন্যাসে মুঘল ইতিহাসের ব্যবহার' গ্রন্থে বলেন যে, মুঘল ইতিহাসের পটভূমিতে বঙ্কিমরচিত উপন্যাসগুলি বাংলা সাহিত্যে স্বদেশ প্রেম ও জাতীয়তাবাদী চেতনাকে পরিস্ফুট করেছে। অধ্যাপক মুনজর চৌধুরী রাজসিংহ উপন্যাস সম্পর্কে বলেছেন, রাজসিংহ কি কেবল জাতিবৈরিতা উৎপাদক পাক ভারতের এক ঐতিহাসিক বিষবৃক্ষ মাত্র? আমরা সেরকম মনে করি না। রাজসিংহ বঙ্কিমের এবং বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। জীবনের মহত্তম আবেগ তাঁর গূঢ়তম সত্য, তাঁর সহজ জটিলতার মোহনীয় লীলা ক্রমশ উন্মোচিত করে এক বিস্ময়কর জগৎ সৃষ্টি করে। জেবউন্নিসা যখন থেকে প্রেমবহ্নিতে দগ্ধ হতে শুরু করেছে সেই থেকে বঙ্কিম তাঁর যবনী নাম ভুলে গেছেন, ধূলায় গড়াগড়ি দিয়ে এই রমণী রত্নের সঙ্গে নিজেও উচ্চৈঃস্বরে রোদন করেছেন। ডঃ ওয়াকিল আহমদ ও বলেছেন বঙ্কিমচন্দ্রকে নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির দিন অপসারিত হয়েছে।

সত্যবান

(৮ পাতার পর)

— সত্যবান মুর্মু হুজুর। লেখাপড়া জানি নাই। অন্যায় হয়ে গেছে হুজুর। দেড়শ টাকা দিচ্ছি। বাকি টাকা ঘর থেক্যে এন্যে দিয়ে যাব হুজুর।

— তোমার ছেলে পড়াশুনা করেছে?

— আট কেলাশ পাশ করেছ্যে হুজুর। কিন্তু কি লেখাপড়া করল হুজুর! টিকিট না কেট্যে টেরেনে চেপ্যে বাড়ি গেল। হামি মোড়ল আছে। হামার মুখে চুনকালি দিল। সত্যবানের চোখে জল।

— শোন সত্যবান, তুমি কোনও অন্যায় করনি। তুমি হাওড়া পর্যন্ত ঠিক টিকিটই কেটেছ।

— তবে যে টিকিট বাবু বলল — পাঁশকুড়া টিকিট। কিগো টিকিট বাবু, তুই হারাম আছিস। হামাকে হয়রানি দিলি ক্যানে?

— হয়রানি না দিলে তোমাকে এখানে আনতে পারতাম না। কেশব বললেন।

— কিন্তু হামাকে এখানে আনবি ক্যানে?

ম্যানেজার বললেন — শোন সত্যবান, তোমর মত মানুষ আমি জীবনে দেখিনি। তোমাকে এখানে আনা হয়েছে পুরস্কার দেওয়ার জন্য।

— পুরস্কার ক্যানে? হামি কি এমন করেছে?

— তুমি যা করেছ— এমন কেউ কখনও করেনি। তোমার ছেলেকে আমি রেলে চাকুরী দিচ্ছি। তুমি বাড়ি গিয়ে তাকে নিয়ে আসবে।

— না হুজুর। যে ছেলে টিকিট না কেট্যে টেরেনে চাপ্যে সে চাকরী করার যুগ্যি লয় হুজুর।

— তোমার মত বাবার ছেলে অসৎ হতে পারে না। কেশব বাবু, আপনি আমার গাড়িতে সত্যবানকে ঐ হোটেলে নিয়ে যান। ফেরার পথে সত্যবানের রেল ভ্রমণের জন্য ফ্রি পাশ করে রাখছি, নিয়ে যাবেন।

সত্যবানের আপত্তি টিকল না। গাড়ি করে তাঁকে নিয়ে হোটেলের খোঁজে চললেন কেশব। রাধাবাজারে নয়। শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড়ের কাছাকাছি হোটেলটা। হোটেল মালিক সব শুনে বললেন — ওর ছেলে চোর। পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়েছে। টাকা এবং ছেলেকে না পেলে পুলিশে জানাব।

কেশব উকিল না হলেও উকিলী কায়দাটা ভালই জানেন। বললেন — ছেলেকে দরকার কি, টাকাটা পেলেই তো হল। দোকানদার আনন্দে বলল — হ্যাঁ হ্যাঁ টাকা পেলে ছেলেকে চাই না।

— আচ্ছা আপনার দোকানে ভালই বিক্রী হয়।

— তা মোটামুটি।

— কি রকম বিক্রী বাটা।

— প্রায় রোজ দেড় দু হাজার।

— আপনি এখানে থাকেন?

— না, রাতে বাড়িতে থাকি।

— রাতে কখন ফিরেন?

— প্রায় দশটা নাগাদ।

— বিক্রীর টাকা নিয়ে যান?

— হ্যাঁ স্যার। এখানে যা চোর ছ্যাঁচড়, এখানে রাখা যায় নাকি?

— তবে পরশু টাকা নিয়ে গেছেন।

— তা'ত নিয়ে গেছি। কিন্তু আপনি এমন উকিলের মত জেরা করছেন কেন?

— না, আমি পুলিশের লোক। তুমি এই ভদ্রলোকের ছেলের পাঁচ মাস মাইনে দাওনি। কেশব একটু চালাকি করলেন।

— না স্যার, মিথ্যে বলছে, মাইনে বাকি নেই। আপনি ভিতরে চলুন স্যার, সব বলছি।

— চুপ মিথ্যেবাদী। ঘুষ দিতে চাও। তোমার দু হাজার টাকা বিক্রী। পরশুর টাকা বাড়ি নিয়ে গিয়েছে। পাঁচ হাজার টাকা চুরি হল কি করে।

— কালকের টাকা ছিল স্যার।

— কালকে একলাফে পাঁচ হাজার বিক্রী হয়ে গেল। সত্য কথা বল। নইলে তোমাকে থানায় ধরে নিয়ে যাব।

দোকানদার দেখলেন — এ আলাদা পুলিশ। তাই সভয়ে বললেন — মিথ্যে বলেছি। অন্যায় হয়ে গেছে। মাফ করে দিন। কোনও টাকা চুরি হয়নি।

— মাইনে? গম্ভীর মেজাজে কেশব প্রশ্ন করেন।

— তিন মাসের বাকি।

— কত? দাওনি কেন?

— দেড় হাজার। এখনই দিচ্ছি স্যার।

— তিন মাসে দেড় হাজার?

— না হয় আর তিনশ দিচ্ছি।

— না হবে না।

সত্যবান বললেন — হামার টাকার দরকার লাই বাবু। তুই খুব ভাল লোক আছিস্। তোর খুব দয়া বাবু, কিন্তু এ দোকানদার খুব বদমাস লোক আছে। টাকার লেগ্যে হামার ছেলের নামে বদনাম দিলি। চুরি করল্যে হামি তাকে খুন কর্য্যে ফেলবে। তুই টাকাটা বড় ভাবিস। তুই ও টাকা লে। গতর ভাল থাকল্যে বহুৎ টাকা কামাত্যে পারব। তুমি থাম সত্যবান। কেশব বললেন। তারপর দোকানদারকে বললেন — তিন হাজার টাকা না দিলে এক্ষুনি থানায় নিয়ে যাব।

— তাই দেব স্যার।

সত্যবান কোন টাকা নিতে চাইলেন না। বললেন — আমার ছেলে এল্যে হিসেব বুঝিয়ে দিবি বাবু। বাকি থাকল্যে তাকেই টাকা দিবি। হামি লিব না।

— সত্যবান তুমি কত সরল, কত বোকা। ওরা তোমাদের কত ঠকায় বুঝতে পার না। যাই হোক, এর ছেলে এলে সব টাকা বুঝিয়ে দেবেন। আমাকে যেন আর না আসতে হয়।

— ঠিক আছে স্যার। ছেলে এলে সব টাকা বুঝিয়ে দেব। এমন বাপ যার তাকে কি ঠকাতে পারি।

সত্যবান বাড়ি ফিরে গেলেন। টিকিট কেটেই। তাঁর বা তাঁর পরিবারের রেলভ্রমণের ফ্রি পাশ কিছুতেই নিলেন না।

কিন্তু কেশব? 'তুই খুব ভাল লোক আছিস' — সত্যবানের এই প্রশংসা কি পাওয়ার যোগ্য লোক তিনি? যে পদে তিনি কাজ করেন তিনি কি সে পদের উপযুক্ত? তাঁর বিবেক যেন বার বার বলে উঠল — না না না --------।

পরের দিন রেলের ম্যানেজার সাহেব একটা চিঠি পেলেন। তাতে লিখা —

Dear Sir,

With the respect I beg to tender my resignation.....

Yours faithfully

Keshab Chandra Chowdhuri

(প্রিয় মহাশয়,

যথাযথ সম্মান সহকারে আমার পদত্যাগপত্র পেশ করছি....।

আপনার বিশ্বস্ত

কেশবচন্দ্র চৌধুরী)

নেত্রদান মহাদান

EYE BANK

23218327, 23592931, 22413853

Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ **22181995, 22180387**

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

কবি শঙ্খ ঘোষের উদ্দেশে খোলা চিঠি

গত ২০ জুন, ২০০৮ তারিখে প্রখ্যাত লেখক ও সাংবাদিক গৌরকিশোর ঘোষের ৮৫ তম জন্মদিন উপলক্ষে একটি আলোচনা সভা হয়েছিল কলকাতায়। আলোচ্য বিষয় ছিল 'বিপন্ন প্রতিবেশিতা'। বয়োবৃদ্ধ বুদ্ধিজীবী শ্রীঅম্লান দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভার উদ্বোধন করেছেন আপনি। আনন্দবাজার পত্রিকার (২২.৬, ২০০৮, পৃ-৬) রিপোর্টার বলছেন, 'উদ্বোধন করতে গিয়ে শঙ্খবাবু এদিন বলেছিলেন, নিঃশব্দ সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে বাঙালি হিন্দুর যেন পাপবোধও নেই। তাঁর ধারণা, সে উদার, অসাম্প্রদায়িক। এবং তারপরেও কোলকাতার হিন্দু পাড়ায় মুসলিম দম্পতিদের বাড়িভাড়া জোটে না। "আমরা বলি, পশ্চিমবঙ্গে দাঙ্গা হয় না। কিন্তু আমাদের মনের অভ্যন্তরে প্রতিদিন যে দাঙ্গা চলে?" প্রশ্ন করলেন শঙ্খ ঘোষ।'

মহাশয়, আপনার প্রশ্নটি নিশ্চয়ই সকলের উদ্দেশে রেখেছেন। তাই এর উত্তর দেবার অধিকার আমাদের আছে বলে মনে করি। আমাদের দৃষ্টিতে বেশির ভাগ হিন্দুদের মনে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কিত একটি 'জটিল দ্বন্দ্ব' আছে। তবে এর নাম সাম্প্রদায়িকতা নয়;এটি নিছক দ্বন্দ্ব। কখনও কখনও এই দ্বন্দ্বের সঙ্গে কিছুটা ঘৃণা মিশ্রিত থাকে। হিন্দুদের কোন ধর্মগ্রন্থে এই দ্বন্দ্বের উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে না। এর মূল উৎস হচ্ছে কোরান এবং হাদিস যার ভিত্তিভূমি চরম সাম্প্রদায়িকতা। এই কোরান এবং হাদিসের কোথাও ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের বিন্দুমাত্র স্বীকৃতি নেই। কোরান বলছে, ইসলাম হচ্ছে জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম; খোদার একমাত্র মনোনীত ধর্ম। মুসলমানরাই সমগ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে উত্তম ['best of Peoples, evolved for mankind,...' Koran 3/110]। কোরান কিংবা হাদিসে 'হিন্দু' বা 'বৌদ্ধ' শব্দ দু'টি নেই। কাফের এবং পুতুল পূজারী (মুশরিক) শব্দ দ্বারা এদের চিহ্নিত করা হয়। কোরানের ৯/২৮ বিধান (আয়াত) অনুসারে পুতুল পূজারীরা অপবিত্র। তাই হিন্দু ও বৌদ্ধরা মুসলমানদের চোখে অপবিত্র। এসব বিধান কিন্তু অপরিবর্তনীয়। কোন প্রকার এদিক-ওদিক হওয়ার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। অনুরূপ অজস্র বিধান আছে কোরান ও হাদিসে। যদি কোন মুসলমান বলেন, তিনি এ কথা মানেন না, তবে বুঝতে হবে তিনি মুসলমান নন। অথবা আমাদের বোকা বানাবার জন্যই তিনি এ কথা বলছেন। কারণ মুসলমান হতে হলে তাকে কোরানের প্রতিটি বিধান মানতে হবে।

একজন মুসলমান অন্য কোন অমুসলমানকে ভাই বলে ডাকতে পারবে না। কারণ, ইসলামে সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ নেই;আছে মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ। ইসলামের বাইরে যারা আছেন, তাদের জন্য আছে কেবল শত্রুতা আর ঘৃণা। কোরানের অজস্র আয়াতে এ কথা বলা হয়েছে। স্বল্প পরিসরে দু'টি মাত্র আয়াতের উল্লেখ করছি এখানে।

১। "...একজন ইমানদার (মুসলমান) ক্রীতদাসী মুশরিক শরীফজাদী (পৌত্তলিক) অপেক্ষা অনেক ভাল...." (কোরান-২/২২১)

২। "...আল্লাহ (নিজেই অবিশ্বাসীদের শত্রু।" (কোরান - ২/৯৮)

ভারত-রত্ন ডঃ ভীমরাও রামজী আম্বেদকর ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে—

"The brotherhood of Islam is not the universal brotherhood of man. It is brotherhood of Muslims for Muslims only. (In Islam) There is a fraternity but its benefit is confined to those within that corporation. For those who are outside the corporation, there is nothing but contempt and enmity." [His Writings and Speeches, Vol. 8/330]

নবী মহম্মদ তাঁর কোরান এবং হাদিসে ভারতীয় দর্শন বা ভারতীয় কোন মনীষীকে এতটুকু স্বীকৃতি না দিয়ে অচ্ছুৎ করে রেখেছেন। শুধু তা-ই নয়, তিনি প্রতিটি মুসলমানের কাছে এটি 'অপরিবর্তনীয়' বলে স্থায়ী ফতোয়া দিয়ে গেছেন। এই একটি কাজই হিন্দুর মনে স্থায়ী দ্বন্দ্ব বা ঘৃণা সৃষ্টি করার পক্ষে যথেষ্ট।

সুলতান আলাউদ্দিন একবার তাঁর কাজী মুগীসউদ্দিনের কাছে মুসলিম শাসনে হিন্দুদের প্রাপ্তি কি তা জানতে চেয়েছিলেন। উত্তরে কাজী সাহেব বলেছেন ঃ— হয় তাদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য কর, অথবা তাদের হত্যা কর। তাদের দাস করে সমস্ত ধনসম্পত্তি ধ্বংস করে দাও'। [Dr. Titus – Indian Islam, p-29. Qouted by Dr. Ambedkar in the above Book,p-63.]

বর্তমান বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে এই 'সত্যটাই' কার্যকরী হচ্ছে। মি. হামিদ কারজাই ক্ষমতায় আসার আগে পর্যন্ত আফগানিস্তানে এটি সরাসরি কার্যকরী হচ্ছিল। এখন কার্যকরী হচ্ছে একটু রেখে ঢেকে। যে দেশে মুসলমান যখন ক্ষমতা পাবে তখন এই ধরনের কাজই চলবে। যদি কোন হিন্দু এই সত্যটি উপলব্ধি করতে পারেন, তাহলে তার মনে অনাবিল 'প্রেমের কথা'-র ঘনঘটা থাকতে পারে না।

আপনি বলেছেন, বাঙালী হিন্দুদের মনে নিঃশব্দ সাম্প্রদায়িকতা আছে এবং এর জন্য তাদের পাপবোধ নেই। সাম্প্রদায়িকতা বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন? 'মানুষ সবাই অমৃতের পুত্র' এবং 'সবাই সুখী হবে, সবাই নিরাময় থাকবে'—এই দু'টো নীতিই ভারতীয় দর্শনের মূল ভিত্তি। হিন্দু এবং বৌদ্ধ দর্শনেরও মূল ভিত্তি এই দুটো নীতি। আপনি নিজেই তার বড় প্রমাণ। আপনি কি আপনার জীবনে এই দু'টি নীতিকে সর্বোচ্চ স্থান দেননি? পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশে আপনার কিংবা আমাদের মতো হিন্দু-বৌদ্ধরা কেউ কি ওই নীতির এক চুলও লঙ্ঘন করেছেন বা করছেন? করেননি। তাহলে আমরা কেন ওখানে থাকতে পারলাম না? আজও কেন সেখানে প্রতিদিন হিন্দু বিতাড়ন চলছে, কেন প্রতি পলে-অনুপলে নারী ধর্ষণের মতো পাশবিক কাজ কর্ম চলছে?

মহাশয়, যদি কোন কারণে আজ বা কাল আপনি ইসলাম বা খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন, তাহলে পূর্বোক্ত নীতি দু'টো আর মেনে চলতে পারবেন না। কারণ, ভারতীয় দর্শনের বাইরে এই সব নীতির বিন্দু মাত্র অস্তিত্ব নেই।

আপনার বিদ্যা-বুদ্ধির তুলনায় আমরা অতি নগণ্য জীব। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝি, কোন ব্যক্তি যখন তার স্বজাতি এবং স্বধর্মের মানুষদের মঙ্গল কামনা করে এবং তার সঙ্গে পরধর্মাবলম্বীদের ধ্বংস কামনা করে, তখন ওই ব্যক্তিকে সাম্প্রদায়িক বলে। পক্ষান্তরে যদি কেউ নিজের স্বজাতি বা স্বধর্মের মানুষদের মঙ্গল কামনা করার সঙ্গে সঙ্গে অপরেরও মঙ্গল কামনা করেন বা অমঙ্গল কামনা না করেন তবে তিনি সাম্প্রদায়িক নন। আশা করি আমরা ভুল বলিনি। আর আমরা যদি ভুল না বলে থাকি, তাহলে সমগ্র পৃথিবীর শতকরা ৯৯ জন মুসলমান সাম্প্রদায়িক। এবং শতকরা ৯৯ জন হিন্দু অসাম্প্রদায়িক। কারণ, মুসলমানদের ধর্মশাস্ত্রে অন্য ধর্মাবলম্বীদের মঙ্গল কামনা করার কোন বিধান নেই। আর হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্রে বা মন্ত্র-তন্ত্রে অপরের অমঙ্গল কামনা করার বিধান নেই। এই কারণেই, প্রতিটি মুসলমান সাম্প্রদায়িক হতে বাধ্য। যদি কেউ না হন, তবে তিনি 'কাফের' হয়ে যাবেন। কবি নজরুল ইসলামকে এই কারণেই কাফের আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। গত ২০ জুনের ঐ সভার অন্যতম বক্তা কলকাতার পুলিশ অফিসার নজরুল ইসলামকেও কাফের বলা হচ্ছে।

ক্ষমা চেয়ে এবং সেই সঙ্গে গভীর দুঃখ নিয়ে বলেছি, সাম্প্রদায়িক শব্দটির বড্ড অপ-প্রয়োগ ঘটিয়েছেন আপনি। প্রথমত, কলকাতার কতজন হিন্দু বাড়িওয়ালা মুসলমানদের বাড়ি ভাড়া দেন না, তার সঠিক কোন তথ্য আপনার কাছে নেই। থাকতে পারে না। অথচ আপনি ধরে নিলেন, কোন হিন্দুই মুসলমানদের বাড়ি ভাড়া দেন না। বৃহত্তর কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় অনেক মুসলমান ভাড়া থাকছেন, তা আপনাকে আমরা দেখাতে পারি। দ্বিতীয়ত, যদি কেউ মুসলমানদের বাড়ি ভাড়া না দেন তাহলেই কি ধরে নিতে হবে ঐ হিন্দু ভদ্রলোক সাম্প্রদায়িক? এ যুক্তি তো নিছক কু-যুক্তি। আপনার মতো পণ্ডিত ব্যক্তির মুখে এই ধরনের কু-যুক্তি শুনে আমরা কিছুটা হলেও অবাক হয়েছি।

পরিশেষে আপনার কাছে নিবেদন, ভাববাদে বিশ্বাসী হিন্দুরা কোরান-হাদিস এবং ইসলামের ইতিহাস না পড়ে অনেক ভুল করেছেন। হিন্দু হিসেবে আমরা এ পর্যন্ত অনেক বড় মাপের পাপ করেছি। বাস্তব জ্ঞানের অভাবে আমরা অহিংসা এবং ব্রহ্মচর্যকে বড় পুণ্য বলে প্রচার করেছি। আমাদের দিব্যজ্ঞান আছে; কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান নেই। এর জন্যই ভারত বারবার বিদেশী শক্তির কাছে পরাজিত হয়েছে। এর জন্যই ভারতের মাটিতে আজ মৌলবাদ এবং জঙ্গিদের বাড়বাড়ন্ত। ভারতের জাতীয় সংহতি আজ বিপন্ন।

দেবজ্যোতি রায়, ৫৩, বলাকা, বামনগাছি, উত্তর ২৪ পরগনা।

হিন্দু প্রতিরোধ

ভারতবর্ষের হিন্দুরা আজ এক চরম আতঙ্কের মধ্যে দিয়ে দিন যাপন করছে। ইসলামি সন্ত্রাসবাদীদের বোমা বিস্ফোরণে হিন্দুদের প্রাণ কখন চলে যাবে তা কেউ জানে না। মুসলিম সন্ত্রাসবাদীরা ভারতবর্ষের বুকে ভীষণ উৎসাহ ও আনন্দের সঙ্গে তাদের ধ্বংসলীলা চালিয়ে যাচ্ছে। ভারতবর্ষকে ইসলামি রাষ্ট্রে পরিণত করা ও হিন্দু জাতিকে সম্পূর্ণ রূপে নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে তাদের এই সন্ত্রাসী ও জেহাদী কার্যকলাপ।

টিভিতে যখন দেখি, জেহাদী বিস্ফোরণের পর, নিহত ও আহত হিন্দু পরিবার বর্গকে সান্ত্বনা দিতে রাজনৈতিক নেতারা যান, তখন মনে হয়, দেশের ও হিন্দু জাতির সঙ্গে তারা অভিনয় করছে। গণতন্ত্রের পীঠস্থান সংসদ ভবনের হামলাকারী আফজল গুরু, যাকে সুপ্রীম কোর্ট মৃত্যুদন্ড দিয়েছে, কিন্তু আজও পর্যন্ত বর্তমান ইউপি এ সরকার তার ফাঁসী দিল না। এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রণব মুখার্জী বল্লেন, বাংলাদেশ থেকে মুসলিমরা রুজির স্বার্থে এদেশে আসতে পারে। মানে তিনি বাংলাদেশীদের ভারতে আসাটা পরোক্ষে সমর্থন করছেন।

দেশটা কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, সেকুলার ও ধান্দাবাজদের সম্পত্তি নয়। দেশটা হল হিন্দু জাতির। এই দেশ রক্ষা করা হিন্দুদের পরম কর্তব্য। হিন্দুরা আর কত মার খাবে? নিজের চোখে দেশকে ধ্বংস হতে দেখবে? এবার পাল্টা আঘাতের সময় এসেছে।

হিন্দুরা এমন কিছু করে দেখাক, যাতে করে সন্ত্রাসবাদী কেন, এমন কী বিশ্বের হিন্দু বিরোধী কেউ আঙুল তোলার সাহস না পায়। সেই সাথে সেকুলার, প্রগতিশীল ও ধান্দাবাজ হিন্দুদেরকে সবার আগে শায়েস্তা করতে হবে। হিন্দু জাতির অর্থ, প্রতিভা, সংগঠন প্রভৃতি সবকিছুই আছে, নেই কেবল প্রতিরোধের মানসিকতা। সেই কারণে হিন্দু জাতির আজ এত সমস্যা।

তাই চাই, হিন্দু জাতি আক্রমণাত্মক হোক এবং সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের অযোগ্য, দেশদ্রোহী, স্বার্থপর রাজনীতিবিদদের মোকাবিলা করুক।

দিলীপ ময়রা, কাশীনগর, দঃ ২৪ পরগণা।

সন্ত্রাস দমনে ভারত

বিগত বেশ কিছুদিন ধরে আমাদের সমগ্র ভারতবর্ষে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কখনও মন্দিরে বিস্ফোরণ ঘটছে, আবার কখনও তীর্থযাত্রীদের উপর জঙ্গি হামলা হচ্ছে, আবার কখনও বেঙ্গালুরুতে বা আমেদাবাদে সিরিয়াল বিস্ফোরণ ঘটছে। ফলে অসংখ্য নিরীহ সাধারণ মানুষ মারা যাচ্ছে। দুধের শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত প্রাণ হারাচ্ছে। অসংখ্য মা-বোনেরা বিধবা হচ্ছে। অসংখ্য সন্তান অনাথ হচ্ছে। অসংখ্য পরিবার নিশ্চল হচ্ছে। প্রতিটা মানুষ বাড়ি থেকে বেরনোর পর নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

সরকারি নিরাপত্তারক্ষীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে একের পর এক বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয় করছে। ফলে প্রতিটি ভারতবাসী ভীত সন্ত্রস্ত। একটা ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। ইসলামি সন্ত্রাসবাদীরা কিছুতেই দমছে না, বরং আরও বেপরোয়া হয়ে উঠছে।

এর জন্য দায়ি কেবলমাত্র সন্ত্রাসবাদীরা নয়। কারণ ইসলামিক জঙ্গিরা সন্ত্রাসবাদী হয়েছে নিরীহ সাধারণ মানুষকে খুন করার জন্য। সাধারণ মানুষের রক্তে হোলি খেলার জন্য। ভয় বা সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য। তাই এরা ঘৃণার পাত্র।

কিন্তু এজন্য প্রকৃত দায়ি যারা, তারা আর কেউ নয় — সোনিয়া মনমোহনের কংগ্রেস এবং প্রকাশ কারাত — বুদ্ধদেবের সি পি এম। কারণ এরা ২০০৪ সালে কেন্দ্রে ক্ষমতায় এসেই ইউ পি এ সরকার গঠন করে, দেশ এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ক্ষমতার দম্ভে, এন ডি এ সরকার কর্তৃক সন্ত্রাসবাদের যথার্থ মোকাবিলায় প্রণীত 'পোটা' আইন বাতিল করেছিল। এই 'পোটা' আইনের দ্বারা বেশি বেশি হারে ইসলামি জঙ্গিদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে নিরাপত্তারক্ষীরা মনে বল পেতেন। সন্ত্রাসবাদ এই পোটা আইনের কাছে পর্যুদস্ত হতো। ঠিক সেই সময় এক অজ্ঞাত কারণে কংগ্রেসের সোনিয়া-মনমোহন সহ অন্যান্য নেতৃত্ব এবং কারাত-বুদ্ধদেব সহ বামেদের অন্যান্য নেতৃত্ব জঙ্গিদের বিরুদ্ধে 'পোটা' প্রয়োগে রাজী হলেন না।

কেন্দ্রে বাম-কংগ্রেস অর্থাৎ ইউ পি এ সরকারের আমলে সব থেকে বেশি সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ঘটেছে। ৪-৩-০৬ বারাণসী, ১১-৭-০৬ মুম্বইয়ের শহরতলিতে, ৪-৭-০৬ মালেগাঁওয়ে, ১৯-২-০৭ — সমঝোতা এক্সপ্রেসে, ১৮-৫-০৭ হায়দরাবাদে, ২৫-৮-০৭ আবার হায়দরাবাদে, জানুয়ারী ০৮ উত্তরপ্রদেশের রামপুরে সি, আর পি এফ এর ছাউনিতে, ১৩-৫-০৮ জয়পুরে, ২৫-৭-০৮ বেঙ্গালুরুতে, ২৬-৭-০৮ আমেদাবাদে। এছাড়া জম্মু-কাশ্মীরেও বহুবার সন্ত্রাসবাদীরা আক্রমণ করেছে। শুধু তাই নয়, ইসলামি জঙ্গিরা ভারতের পার্লামেন্টেও আক্রমণ করেছে। এভাবে জঙ্গিরা সারা ভারতবর্ষে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে।

অথচ আমাদের অপদার্থ কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার চুপচাপ। ২০০১-এ পার্লামেন্ট আক্রমণকারী, সুপ্রিম কোর্টে দু-দুবার ফাঁসীর সাজাপ্রাপ্ত কুখ্যাত জঙ্গি নেতা মহঃ আফজল গুরুকে এখনও পর্যন্ত এরা বাঁচিয়ে রেখেছে। অথচ বাংলাদেশ একটি ছোট রাষ্ট্র হয়েও ছয়জন জঙ্গিকে ফাঁসি দিয়ে দিল। পশ্চিমবঙ্গ ইসলামি জঙ্গিদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছে। কখনও শিলিগুড়িতে, কখনও মুর্শিদাবাদে, আবার কখনও দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগরে ইসলামি জঙ্গিরা নিরাপত্তা রক্ষীদের হাতে ধরা পড়ছে। তা সত্ত্বেও সরকার চুপচাপ। শুধু তাই নয়, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলের নেত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় সব বিষয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন, আন্দোলন করেন কিন্তু কোনও এক অজ্ঞাত কারণে এই সমস্ত বিষয়ে কোনও রকম মন্তব্য করতে শোনা যায়নি। কারণটা কী? যেখানে দেশের সার্বভৌমত্ব ও সাধারণ মানুষের জীবন জড়িয়ে আছে।

তাই আপনাদের নিকট আমাদের অনুরোধ, দেশের এবং সাধারণ মানুষের এই সংবেদনশীল পরিস্থিতিতে তথাকথিত রাজনৈতিক দল এবং নেতা নেত্রীদের চিনে নিন।

চন্দন কুমার কানু, দঃ ২৪ পরগনা।

লেখকদের প্রতি

যে কোনওরকম লেখা, সে চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন তা কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন রেখে না হলে কোন মতেই ছাপার জন্য বিবেচিত হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না। কোনও লেখারই ফটো কপি গ্রাহ্য হবে না।

চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের ওপর "চিঠিপত্র" কথাটি অবশ্যই লিখবেন। এতে খুব তাড়াতাড়ি চিঠিটি একেবারে চিঠিপত্র বিভাগে গিয়ে পৌঁছায়।

চিঠিপত্র বা সংবাদ সামগ্রী যাই পাঠানো হোক না কেন তাতে প্রেরকের পুরো নাম-ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার (যদি থাকে) থাকা দরকার। না থাকলে তা ছাপা হবে না। —সঃ স্বঃ

জন্মাষ্টমী

স্বামী অরুণানন্দ

।। শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে প্রকাশিত ।।

ভারতবর্ষে বহু মহাপুরুষের এবং অবতার পুরুষের শুভ আবির্ভাব-তিথি মহাসমারোহে প্রতিপালিত হয়। তন্মধ্যে মনে হয় শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী তিথি সর্বাপেক্ষা ব্যাপকভাবে ও সার্বজনীন ভাবে উদযাপিত হয়। জন্মাষ্টমী শ্রীকৃষ্ণের শুভ আবির্ভাব তিথি। সমগ্র হিন্দুজাতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণ অবতার এবং তাহাদের প্রিয়তম দেবতারূপে মান্য করে থাকে। ভাগবতে উল্লেখ আছে — "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।" অন্যান্য অবতারগণ সেই পূর্ণব্রহ্মের আংশিক বিকাশ মাত্র;কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন স্বয়ং পূর্ণব্রহ্মনারায়ণ। অধিকাংশ হিন্দু জনসাধারণের বিশ্বাসও তাই।

ভগবান কেন এই মর্ত্যধামে অবতরণ করেন সেকথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতামুখে নিজেই প্রকাশ করেছেন। সাধু-সজ্জন, ধার্মিকগণের পরিত্রাণ, দুস্কৃতকারীদের বিনাশ এবং সনাতন ধর্ম পুনঃসংস্থাপন — এই তিন উদ্দেশ্যেই ভগবানের জগতে আবির্ভাব হয়। শুধু একবার নয়, দুইবার নয়, তিনি যুগে যুগে উক্ত উদ্দেশ্যেই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন।

ভগবান যখন জীবোদ্ধার ও জগৎ-কল্যাণের জন্য নরদেহে অবতীর্ণ হন, তখন তিনি প্রকৃত মানুষের মতই আচরণ করেন। কিন্তু তথাপি তাঁর সেই জীবনে অলৌকিক মহত্ত্বের বিকাশ প্রকাশ দেখা যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহাব্যক্তিত্বের মধ্যে আমরা সনাতন ধর্ম্মের তথা আর্য্য-হিন্দুর জাতীয়তার সমন্বয়মূলক পরিপূর্ণরূপ প্রত্যক্ষ করি।

তিনি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে সমবেত লক্ষ লক্ষ নৃপতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবরূপে শ্রদ্ধার্ঘ্য গ্রহণ করেন। অথচ সেই রাজসূয় যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণের পা-ধোয়াবার দায়িত্ব তিনিই গ্রহণ করেন। দ্বারকায় তিনি আদর্শ গৃহী — স্নেহময় পিতা, ভক্তিমান পুত্র, প্রেমময় পতি, হিতৈষী সুহৃদ, প্রীতিমান ভ্রাতা, সর্বজনপ্রিয় নেতা — বিভিন্ন ভূমিকায় যদুবংশীয়গণকে আনন্দিত করতেন।

কুরুপাণ্ডবের ভ্রাতৃকলহে সম্ভাব্য লোকক্ষয়মূলক যুদ্ধের সম্ভাবনা রোধ করবার জন্য তিনি স্বয়ং দূত হিসাবে কৌরব রাজসভায় সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছেন। রাজ্যের পরিবর্তে পঞ্চ পাণ্ডবের জন্য মাত্র পাঁচখানি গ্রাম ভিক্ষা করতে কুণ্ঠিত হন। দুর্যোধন তাঁকে কারাগারে আবদ্ধ করার ষড়যন্ত্র করেছিলেন। তবুও তিনি যুদ্ধে দুর্যোধনকে নারায়ণী সেনা দিয়ে সাহায্য করেছেন। স্বয়ং অর্জুনের সারথ্য স্বীকারপূর্বক নিরপেক্ষ ভাবে অবস্থান করেছেন। যুদ্ধে স্বয়ং নিরস্ত্র ছিলেন। অথচ যুদ্ধ বিমুখ অবসন্ন মহাবীর অর্জুনকে ক্ষাত্রধর্মের এবং নিষ্কাম ভাবে কর্তব্য পালনের উপদেশ দিয়ে ধর্মযুদ্ধে উৎসাহিত ও প্রবৃত্ত করেছেন। তাঁকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য স্বীয় বিশ্বরূপও প্রদর্শন করেছিলেন।

কুরুরাজসভায় লাঞ্ছিতা, অপমানিতা দ্রৌপদী যখন ভীষ্ম-দ্রোণাদি কারও সাহায্য সহানুভূতি পাননি, তখন সেই অনাথশরণ, বিপত্তারণ মধুসূদন ভগবান শ্রীকৃষ্ণই অলৌকিক উপায়ে দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করেছিলেন। বনবাসে মহর্ষি দুর্বাসার ক্রোধ ও অভিশাপ হতে দ্রৌপদীর কাতর প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে তিনিই পাণ্ডবদের রক্ষা করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের জীবনে এমন অসংখ্য ঘটনায় তাঁহার অলৌকিক শক্তির বিকাশ ও প্রকাশ লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে — তিনি সর্বদাই পরিপূর্ণ ভগবদভাবে ও ঐশ্বর্য্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন মহাশক্তিধর পুরুষ। শারীরিক শক্তিমত্তা ও বীর্যবত্তা, মানসিক বল ও ধৈর্য্য, নৈতিক দৃঢ়তা এবং আত্মিকশক্তিতে তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ। বাল্যকালেই অসংখ্য দৈত্য-দানবকে বধ করে শক্তিমত্তার পরিচয় দেন। তৎপরে মহাপরাক্রান্ত ভারত সম্রাট জরাসন্ধকে সতেরোবার পরাস্ত করেন। নরকাসুর, বাণ, কালযবন, শাল্বদৈত্য প্রভৃতি দানবগণকে নিধনপূর্বক ভারতের ধর্মরাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেন। পরিশেষে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তথা মহাবীর ভীমার্জ্জুনের সহায়তায় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দুষ্ট-দুর্বৃত্ত অধর্মাচারী ক্ষত্রিয়কুলকে ধ্বংস করে ভারতে বিশাল ধর্মরাষ্ট্র স্থাপন করেন।

শ্রীকৃষ্ণের ভাগবত জীবনের ভাষ্য তদীয় শ্রীমুখ-নিঃসৃত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। গীতায় সকল আদর্শের, সকল সাধনার সমস্ত ভাবের মহাসমাহার ও মহাসমন্বয়। মানব জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান শ্রীগীতায়। এইরূপ সার্বজনীন, সার্বকালীন, সার্বভৌমিক সিদ্ধান্ত কোনও দেশে, কোন ধর্ম্মে দেখা যায় না। উপনিষদ সকল বেদের সার, আর সমস্ত উপনিষদের সার গীতা। আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রারম্ভে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হতাশাচ্ছন্ন অর্জুনকে উপলক্ষ্য করে তিনি মহামূল্য উপদেশ দিয়েছিলেন। তৎপরে বিগত কয়েক সহস্র বৎসর যাবৎ ভারতীয় হিন্দুজাতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও গীতার সিদ্ধান্ত সকল অনুসরণ করে ব্যক্তিগত ও জাতীয় সমস্যার সমাধান-পূর্বক নিজ নিজ কর্তব্য পালন করে আসছে। সেইজন্য গত সহস্র বৎসরের পরাধীনতা ও বর্বর অত্যাচার সহ্য করেও আজও পর্যন্ত হিন্দুজাতি জীবিত।

এক বিংশ শতাব্দীর জড় বিজ্ঞানের মোহে ভারতবাসী আজ দিশেহারা। এই বিজাতীয় ভাব ও মোহের গোলক ধাঁধা থেকে

পরম্পরা

নিষ্কৃতি পেতে হলে ভারতীয় হিন্দুজাতিকে পুনরায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও আচরণ এবং তদীয় গীতার বাণী ও সিদ্ধান্ত অনুসরণ করতে হবে। হিন্দুর ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনে আজ যে অধঃপতন দেখা দিয়েছে, তাহার মূল কারণ স্বধর্মনিষ্ঠা ও স্বাজাত্যবোধের অভাব, চরম স্বার্থপরতা, সর্বোপরি ক্লীবতা ও কাপুরুষতা। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ বিমুখ অর্জ্জুনকে তিনি প্রথমেই বলেছিলেন — 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ।' — অর্থাৎ হে অর্জুন, তুমি ক্লীবতা ও কাপুরুষতা দূর করে বীরের ন্যায় ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। স্বীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে বিমুখ হয়োও না। দেশের বৃহত্তর কল্যাণে, জগতের কল্যাণে কিছু প্রয়োজন, তাই তোমার কর্তব্য। সেখানে হিংসা বা অহিংসার প্রশ্ন নিরর্থক। ইহাতেই হিন্দুর জাতীয় জীবনের পুনরুজ্জীবন সম্ভব।

ভগবানের দক্ষিণা

স্বামী বিষ্ণুপদানন্দ

সে ১৯৯৫ সালের কথা। দিন, তারিখ, বার আজ এত বছরের অবসানে মনে করতে পারলাম না। তখন সুরাট ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের ছাত্রালয় খুব জম-জমাট আনন্দ মুখর ছিল। প্রতি বছর বাস ভাড়া করে ছাত্রালয়ের বিদ্যার্থীদের পাঁচ-দশ দিনের জন্য কোন তীর্থে বা দর্শনীয় স্থানে নিয়ে যাওয়া হতো। দুর্গাপূজার ছুটিতেই এই ব্যবস্থা। বিদ্যাশিক্ষার সাথে সাথে ভ্রমণের আনন্দ এবং অভিজ্ঞতার পূর্ণ আয়োজন ছিল এই ছাত্রালয়ে। এ বছরের ভ্রমণ সৌরাষ্ট্র দর্শন অর্থাৎ সৌরাষ্ট্রের ধার্মিক তীর্থক্ষেত্র এবং ঐতিহাসিক স্থল। ছাত্রালয়ের গৃহপতি আমাকে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। এবারের ভ্রমণে দ্বারকা দর্শন আছে শুনে আমার হৃদয় নেচে উঠলো।

গৃহপতি মুকেশ পটেলকে বললাম, আমি যাবো কিন্তু দ্বারকাতে তোমরা তো মাত্র একদিন থাকবে। আমি এক সপ্তাহ আগে দ্বারকা যাবো। তোমরা যখন যাবে তখন তোমাদের সাথে যোগদান করবো। তেমনি ভাবে আমি ট্রেনে এক সপ্তাহ আগে রিজার্ভেশন করে রাখলাম। দ্বারকা দর্শনের আয়োজন, জীবনের প্রথম আকাঙ্ক্ষা এই যাত্রা। অন্তরে তীব্র স্পৃহা থাকলে একদিন না একদিন ভগবান সে আশা অবশ্য পূরণ করে এমন ঘটনা জীবনের যাত্রা পথে অনেক প্রতিফলিত হয়েছে।

ভগবানের উপর ঐকান্তিক আকর্ষণ যখন হৃদয়ে জাগ্রত হয় তখন দুর্বার স্পৃহাকে স্বয়ং ঈশ্বরই পথের সন্ধান দেখিয়ে দেয়। আমি তখনই বেরিয়ে পড়লাম পাবলিক পরিবহনের সন্ধানে। সুরাট স্টেশনের নিকট দিল্লী গেটে এসে জামনগর পর্যন্ত বাসের টিকিট করে নিলাম ঐ দিনেরই, সুরাট শহর থেকে দ্বারকা অভিমুখে সরাসরি তখন কোন বাস চলাচল ছিল না। পরদিন সকাল এগারোটার সময় জামনগর আসি, সেখান থেকে বারোটার বাস ধরে বিকাল সাড়ে তিনটার সময় ইপ্সিত পুণ্যভূমি প্রাণের আকাঙ্ক্ষিত তীর্থ দ্বারকা নগরীর পবিত্র মৃত্তিকায় পাদস্পর্শ করি।

দ্বারকার পবিত্র ধূলিকণার মাঝে স্বামী শ্যামানন্দজী মহারাজ নিঃস্বার্থ সেবার প্রাণঢালা মানসিকতা নিয়ে স্বল্প জমির উপর অক্লান্ত শারীরিক এবং মানসিক পরিশ্রমে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের শাখা স্থাপন করেছেন স্টেশন রোডের উপর। একতলা কয়েকখানা ঘরে যাত্রী নিবাস। সামনে লাল রঙের বিভিন্ন জবা ফুলের সুন্দর সাজানো বাগিচা। পূর্ণিমার চাঁদের অন্তরালে কলংকের দাগ থাকতে পারে কিন্তু স্বামীজীর আশ্রম প্রাঙ্গণ ও সমগ্র কামরাগুলো সূর্যদেবের কিশোর বয়সের ন্যায় স্বচ্ছ এবং ঝকঝকে। পূজ্য স্বামীজী এই সময় আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন না।

দ্বিপ্রহরের অনুত্তপ্ত রৌদ্রের প্লাবন আশ্রমের সমস্ত বারান্দা জুড়ে বিরাজ করছে। ব্যাগ রাখতেই শুভ্র বসনে আবৃত এক নবীন ব্রহ্মচারী ছুটে এলো। উন্মুক্ত সুঠাম কলেবরে ঘাড় থেকে দুদিকে সাদা উত্তরীয় ঝুলে আছে। উন্নত শিরে সুন্দর সুদীর্ঘ মেঘের মত কালো কুন্তলরাশি পিছনে কোমর পর্যন্ত দুলছে। আমি দর্শনে অবাক হলাম। আমাদের আশ্রমে তো এমন লম্বা চুল কাউকে সাধারণত রাখতে দেখিনা, তাও আবার সাধন জীবনের প্রথম অবস্থায়। নাম জানলাম, সেবক স্বপন। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে এই সেবককেই অধিক সময় এই আশ্রমের দেখাশুনা করতে হয়।

শরতের স্নিগ্ধময় অপরাহ্ন বেলায় বিদায়ী সূর্য পাটে বসেছে। অস্তগামী দিবাকরের সোনালি আবরণে সমগ্র কৃষ্ণালয়ের প্রাঙ্গণ স্বর্ণময় আলোর স্পর্শে ঝলমল করছে। অগণিত ভক্তের সমাগমে মুখরিত। মাঝে মধ্যে চকমকি পোষাকে আভূষিত রাজপুরোহিত ব্রাহ্মণদের কণ্ঠে বৈদিক মন্ত্রের উচ্চারণ ভেসে আসছে। কোথাও গোলাকারভাবে বসে ভক্তবৃন্দ শ্রীগোবিন্দের নাম-ধুনে বিভোর হয়ে হাত তালি দিয়ে গাইছে। অত্যন্ত মনোহর কারুকার্য খচিত সুন্দর রাজরাজেশ্বর গিরিধরের মন্দির। বিভিন্ন রঙের বাহাদুরী নাই তবুও মন্দির এত সুন্দর যে প্রাণ আকর্ষণ করে। অভ্যন্তরে শ্যামসুন্দর দন্ডায়মান যেন পাঁচ-সাঁত বছরের বালক চির অভয়াশীর্বাদ প্রদানে দিব্যদৃষ্টিতে ভক্তের পানে অনিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

কোঁচা দিয়ে ধুতি পরা, গায়ে সাদা পাঞ্জাবী, গলায় নামাবলী জড়ানো একজন পুরোহিত হঠাৎ আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে হিন্দিতে বললো, আমাকে দক্ষিণা দাও। আমি তার মুখের দিকে তাকালাম। সুন্দর গৌরবর্ণ বদন, সরল ভক্তিপূর্ণ দৃষ্টি, বালকের ন্যায় নম্রতায় ভরা একজন যুবক ব্রাহ্মণ পূজারী বলে মনে হলো। আমি শান্ত এবং মৃদুস্বরে বললাম, আমি তো সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসীরা তো দক্ষিণা দেয় না, নেয়। তুমি আমার কাছে দক্ষিণা কেন চাইছো? ব্রাহ্মণ যুবকটি আমার মুখের প্রতি অপলক, অনিমেষ দৃষ্টিতে কিছু সময় তাকিয়ে রইল। যেন কত জনমের আকাঙ্খিত করুণতা, ব্যর্থতার নিরাশ বেদনা, অচঞ্চ ল অবয়ব। মুখে আর কোন শব্দ উচ্চারণও করলোনা। ধীর মন্ত্রর গতিতে আমার পিছনের দিকে পা বাড়ালো। আমিও নিশ্চিন্ত মনে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য চেষ্টা করি।

আমার বামদিকে নির্মল দাঁড়িয়ে ছিল। দ্বারকা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে রান্না করে। আমার সঙ্গে সেদিন এসেছিল মন্দির দর্শন করতে। শংকরাচার্যের মন্দিরের সামনে ঠিক মাধবের মন্দির এবং বলরাম মন্দিরের মাঝখানে। কিন্তু একি। আমার হৃদয় এমন সাগরের দুর্বার তরঙ্গের মত তোলপাড় করে উঠলো কেন? অসহায় এক আতঙ্কিত বেদনা হৃদয়ে ধাক্কা দিতে লাগলো। কত তীর্থের বুকে কত জনই তো পয়সা চেয়েছে, সবাইকে দেই নাই এমন ঘটনা অনেক আছে, কিন্তু অন্তরের গভীরে এমন যন্ত্রণা তো কখনও অনুভব হয় নাই। মন অত্যন্ত চঞ্চ লতায় অস্থির হয়ে উঠলো। সামনের দিকে মাত্র আট-দশ কদম পা বাড়িয়েছি, তারপর পিছনের দিকে তাকাই কিন্তু তাকে আর দেখা গেল না। সমগ্র জগতটা যেন শূন্য মরুভূমির ন্যায় উদাস মনে

(এরপর ১৩ পাতায়)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক **দীপেন সেনগুপ্তের** তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধ তিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ **যৌগিক নার্সিংহোম** (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

সন্তানকে নধর নয়, সুস্থ রাখুন

মিতা রায়

আধুনিকা মায়েদের একটা প্রবণতা সন্তানকে প্রথমাবস্থায় খাইয়ে দাইয়ে গোলগাপ্পা করে তোলা। একটু যদি দোহারা হয়, তাহলেই মাথায় হাত — আমার ছেলে বা মেয়ে কিছু খায় না। কী করে মোটা করব জানি না। এরপর ৬/৭ বছরের পর থেকে শুরু হয় সেকেন্ড ফেজ — অর্থাৎ জিমে নিয়ে যাওয়া। কেন? না মোটা হয়ে যাচ্ছে তাই। চকোলেট, ঠান্ডা পানীয় খাইয়ে অযথা শিশুকে মোটা করে তাদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলবেন না।

সাধারণত শিশু জন্মের পর যদি মাতৃদুগ্ধ পান করে, তাদের ওজন স্বাভাবিক ভাবে বাড়ে এবং এর ফলে যে স্বাস্থ্য শিশু ফিরে পায়, তাতে কোন কুফল হয় না। তাদের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি স্বাভাবিক হয় এবং যে সব মায়েরা জোর করে শিশুকে বেশি করে খাওয়ান সে ক্ষেত্রে শিশুর ওজন মাত্রাতিরিক্ত হয়ে ওঠে। এতে শিশুকে নধর দেখলে সকলেরই আদর করতে ভাল লাগে। কিন্তু স্থূলতার ফলে কিন্তু সে শিশু বা বড় যেই হোক না কেন; তার ক্ষেত্রে ফল খুব ক্ষতিকর।

ডাক্তাররা বলেন, স্থূলতার মূল কারণ অ্যাডিপোস কলার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, যা

আবার হয় ফ্যাট কোষগুলির আকার বা সংখ্যায় বৃদ্ধির জন্য। একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, স্থূলতা আর অতিরিক্ত ওজন কিন্তু এক নয়। বর্তমান দিনে এই স্থূলতার সমস্যা খুব বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মোটামুটি সমীক্ষায় দেখা যায় যে, বড়দের ক্ষেত্রে ২০-৪০ শতাংশ, আর ছোটদের ক্ষেত্রে ১০-২০ শতাংশ। ভারতবর্ষে দেখা যাচ্ছে যে, ৬-২৪ শতাংশ শিশু-কিশোর স্থূলতার শিকার। এ ব্যাপারে প্রথমেই মায়েদের সচেতন হতে হবে কোন কোন কারণে স্থূলতা হচ্ছে এবং সেসব ব্যাপারে সজাগ হতে হবে। না জেনে অতিরিক্ত ভালবাসা বা স্নেহের বশে সন্তানকে বিপর্যয়ের মুখে টেনে আনবেন না।

বেশি ক্যালরি জাতীয় খাবার, খাবার হজম না করার আগে আবার খাওয়ানো, জোর করে খাওয়ানো, মিষ্টি বেশি খাওয়ানো, ফাস্ট ফুডের অভ্যাস, চকোলেট আইসক্রিম খাওয়া স্থূলতার প্রধান কারণ। এ ছাড়া, কোল্ড ড্রিঙ্কস খাওয়ানো ক্ষতিকর। ডাক্তারের সমীক্ষায় এটা জানা যায় যে, যে শিশুটি অতিরিক্ত ১০০ ক্যালরি প্রতিদিন গ্রহণ করে, তার ওজন প্রতি বছর ৫ কেজি করে বাড়বে। সাধারণত জন্মের সময় যা ওজন হয়, দু'বছরে তার চারগুণ এবং তারপর হিসেব হল বয়স-এর ৪ গুণ। এই ওজন বাড়াকে অনেক বাবা-মা গুরুত্বই দেন না, বরং

খুব আহ্লাদিত হন বহুল সন্তানের গোলগাপ্পা চেহারা দেখে।

এতো গেল খাওয়ার কথা। আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল, দৈনিক কোন ব্যায়াম না করা। এখনকার পড়াশোনার যে ধারা তাতে পড়ার হাত থেকে রেহাই নেই। খোলা মাঠে খেলাধুলা করে শরীরটাকে চালনা করার মত অবসর কোথায়। খোলা মাঠও নেই, খেলার সময়ও নেই। খাঁচার মত দু'কামরার ফ্ল্যাটে ২১ ইঞ্চি টি ভি-র সামনে বসে কিছুক্ষণ অবসর বিনোদন। এর ফলে একটি শিশু অলস হয়ে পড়ে। এক নাগাড়ে মাথা নিচু করে শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ফলে খাওয়ার পর বিছানায় যাওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। এর ওপর তো বাবা-মার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছেই। একটি সন্তান তাকে সবার চেয়ে বড় হতে হবে এবং সব বিষয়ে — ফলেই, তার পেছনে পাঁচ-ছটা মাস্টার। এই একটা চাপই তো ছোটদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের সর্বনাশ করে দিচ্ছে। অতিরিক্ত স্থূলতা বাস্তবিক ক্ষেত্রে কিন্তু মানসিক শান্তি বা সুখের তুলনায় অবসাদগ্রস্ত করে তোলে। স্কুলে আর পাঁচজনের সঙ্গে দৌড়োদৌড়ি বা স্পোর্টসে যোগদান না করতে পারা মানসিকভাবে হতাশ করে দেয়। আজকাল ছোট অবস্থায় সন্তানের শরীর খারাপ হলে সহজেই স্টেরয়েড যুক্ত ওষুধ খাওয়ানোর ফল অত্যন্ত মারাত্মক। বাবা-মাকে সন্তানের বয়ঃক্রমের সঙ্গে সঙ্গে বয়ঃসন্ধিক্ষণে এসে খুবই নজর রাখতে হবে তার ওজনের ওপর। কারণ, এ সময়ে শরীরের বৃদ্ধি হয়। এই ওজন যদি একবার বেড়ে যায় তাহলে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। ওজন বেশি হলে তার সঙ্গে শরীরের নড়াচড়া ওঠা বসা সেইমত না হলে কিন্তু নানা ধরনের রোগ এসে আক্রমণ করে। যেমন রক্তচাপবৃদ্ধি, ডায়াবেটিস, শ্বাসকষ্ট, হৃদযন্ত্রে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এটা তো ঠিক, স্বাস্থ্যই সম্পদ। সেই সম্পদকে যদি যথাযথভাবে যত্ন না করি, তাহলে তা অসময়েই অকেজো হয়ে পড়ে। তাই তো আজকাল বেশিরভাগ পরিবারে দেখা যায়, শিশুরা কোন না কোনভাবে অসুস্থ। এতে পড়াশোনার চাপ নিতে পারে না। ফলেই ফ্রাস্ট্রেশন আসে। এ সমস্যা প্রতিনিয়ত বেশির ভাগ পরিবারে দেখা গেলেও মায়েরা কিন্তু অন্ধের মত অতিরিক্ত ভালবাসার আতিশয্যে সন্তানের ভবিষ্যত নষ্ট করে দেবার পথ করে চলেছেন।

সবশেষে বাবা-মা বিশেষত মায়েদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ, সারাদিনের মধ্যে বিকেলে একটু খোলা আকাশের নিচে বুক ভরে সুস্থ বাতাস টেনে নিতে দিন। সেটাই হবে তার শরীরের পুষ্টি। অতিরিক্ত খাইয়ে আর ভাল-মন্দ খাবার, যেমন — মিষ্টি, চকোলেট কিনে দিয়ে তার প্রতি ভালবাসা অবশ্যই কমান। যদি একটি সন্তানকে সুস্থ, সুন্দর ও মেধাবী করে গড়তে চান, তাহলে স্নেহ-ভালবাসার আড়ালে তাকে যথাযথ স্বাভাবিকভাবে বাড়তে দিন। এতে সংসারও যেমন সুস্থ সন্তান পাবে পাশাপাশি সমাজ ও এক সুস্থ সুন্দর নাগরিক পেতে পারবে।

চিত্রকথা ।। ভক্ত ও ভগবান ।। চোদ্দ

সেরা পানীয় লস্যি

এবার ভারতের পানীয়ও বিশ্বের দরবারে নিজের স্থান দখল করে নিল। সম্প্রতি ইউরোপের বিভিন্ন দেশের পানীয়ের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতা হয়। প্রতিযোগিতায় প্রতিনিধিরা নিজ নিজ দেশের পানীয় নিয়ে এসে তা সকলের সামনে তুলে ধরে ও তার উপকারিতার কথা প্রচার করে। ব্যবসা সংক্রান্ত পাঠরতপড়ুয়ারা সেই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল।

ভারতের চন্ডীগড় থেকে অমন রাজ সিং পাঞ্জাবের লস্যি পান করিয়ে ভারতের নাম উজ্জ্বল করেছেন। ফ্রান্সের নৌরমন্ডী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এই প্রতিযোগিতায় বিচারকের রায়ে ভারতের লস্যিকেই ৬০ শতাংশ মার্কস্ দিয়ে শ্রেষ্ঠ পানীয় বলে ঘোষণা করেছে।

এজেন্টদের জন্য

অন্তত পাঁচ কপির কম স্বস্তিকার এজেন্সী দেওয়া হয় না। প্রতি কপি স্বস্তিকার জন্য ১৫.০০ টাকা করে অগ্রিম জমা অবশ্যই রাখতে হবে।

প্রতি মাসের বিলের পাওনা টাকা অবশ্যই পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করা প্রয়োজন। অন্যথায় এজেন্সী বাতিল হতে পারে।

স্বস্তিকা ডাক, রেল ও সড়ক পরিবহন দ্বারা পাঠানোর ব্যবস্থা আছে। ২৫ কপির কম পত্রিকা রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পাঠানো হবে না। রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পত্রিকা নিতে ইচ্ছুক এজেন্টকে নিকটবর্তী রেল স্টেশনের নাম বা পরিবহন সংস্থার নাম, ঠিকানা (পিন সহ) এবং ফোন নম্বর (যদি থাকে) জানাতে হবে। নতুন এজেন্ট হলে অগ্রিম জমা টাকা সমেত সম্পূর্ণ নাম ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার।

আরও বিস্তারিত জানতে স্বস্তিকা দপ্তরে পত্রালাপ করুন।

— ব্যবস্থাপক

রাওতোড়া কল্যাণ আশ্রমের অরণ্য সপ্তাহ

গত ১৭ জুলাই বাঁকুড়া জেলার রাওতোড়া কল্যাণ আশ্রমের কার্যকর্তাদের উদ্যোগে ছাত্রাবাসের ছাত্রদের নিয়ে এ বছরের "অরণ্য সপ্তাহ" উদযাপিত হয়ে গেল।

আশ্রমের ছাত্ররা শোভাযাত্রার মাধ্যমে রাওতোড়া গ্রাম থেকে ঝিলিমিলি হয়ে কাঁঠালিয়া গ্রাম পর্যন্ত দীর্ঘ চার কিলোমিটার পথ পরিক্রমার পর এই গ্রামেরই হরিমন্দিরে মূকাভিনয় ও নাচের মাধ্যমে "প্রতীকি গাছ লাগানো" এবং মানুষের জীবনে গাছের অপরিসীম অবদানের কথা তুলে ধরে।

বর্ষা হওয়া সত্বেও স্থানীয় মানুষ বৃষ্টিতে ভিজেও সমগ্র অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও রক্তদান শিবির

গত ১০ আগস্ট ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতীর উদ্যোগে সল্টলেকের কমিউনিটি হলে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে ৩৬৫ জন ব্যক্তি নিঃশুল্কে তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান। এছাড়াও ৩৭ জন রক্তদান করেন। শিবিরকে ঘিরে সাধারণ মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। অনুষ্ঠানে সঙ্ঘের কার্যকর্তাদের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষও সক্রিয় ভাবে অংশ নেয়।

বাঁকুড়ায় কল্যাণ আশ্রমের স্বাস্থ্য শিবির

গত ৯ ও ১০ আগস্ট পূর্বাঞ্চ ল কল্যাণ আশ্রমের বাঁকুড়া জেলার বারিকুল থানা সমিতির উদ্যোগে দুটি দুদিন ব্যাপী স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। শিবিরে গ্রামবাসীদের নিঃশুল্কে ওষুধ ও বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে ৯৪৯ জন ব্যক্তি তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান। শিবির দুটিতে কলকাতায় ৯ জন চিকিৎসক সহ ১০ জনের একটি দল যুক্ত ছিলেন। কল্যাণ আশ্রমের কার্যকর্তাদের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষও শিবির পরিচালনায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন। কার্যক্রমে ওই অঞ্চ লের স্থানীয় কার্যকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

কলকাতায় অমরনাথ সংঘর্ষ সমিতির প্রতিবাদ মিছিল

অমরনাথ যাত্রা সংঘর্ষ সমিতি-র ডাকে সাধুসন্তদের নেতৃত্বে গত ১১ আগস্ট কলকাতায় একটি প্রতিবাদ মিছিল সেন্ট্রাল এভিনিউ-এর রামমন্দির থেকে শুরু হয়ে ধর্মতলার রাণী রাসমণি রোডে শেষ হয়। অমরনাথ শ্রাইন বোর্ডকে জমি দিয়েও ফেরত নেওয়ার প্রতিবাদে সারা দেশব্যাপী যে আন্দোলন চলছে তারই অঙ্গ হিসাবে এদিন মিছিলটি শুরু হয়। সেখানে প্রায় পাঁচশ যুবক অংশগ্রহণ করে স্লোগান দেন — অমরনাথ যাত্রা বাতিল হলে হজযাত্রাও বাতিল হবে।

কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন হিন্দু বিরোধিতার কথা উল্লেখ করে বজরং দলের স্থানীয় প্রমুখ সুব্রত মুখোপাধ্যায় বক্তব্য রাখেন। তাঁর দাবি—

১। অমরনাথ শ্রাইন বোর্ডকে ৪০০ একর জমি অবিলম্বে ফিরিয়ে দেওয়ার।

২। কাশ্মীরের রাজ্যপালকে সরিয়ে দেওয়া হোক।

৩। অমরনাথ যাত্রার ব্যবস্থাদির দায়িত্ব শ্রাইন বোর্ডের হাতে পুনরায় দেওয়া হোক।

সন্ত-মহন্তদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন স্বামী কুলদানন্দ, তীর্থানন্দ, স্বামী তেজসানন্দ, স্বামী তপানন্দ, স্বামী পরমানন্দ নাথ, বন্ধুগৌরব মহারাজ, বাণেশ্বরানন্দ মহারাজ প্রমুখ।

অমরনাথ সংঘর্ষ সমিতির সংযোজক চন্দ্রনাথ দাসের নেতৃত্বে সাধু-সন্তদের নিয়ে রাজ্যপালের কাছে জ্ঞাপন প্রদান করা হয়। সমাবেশে প্রায় এক হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

শোক সংবাদ

গত ৬ আগস্ট মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদীঘি এলাকার স্বস্তিকা-র প্রচার প্রতিনিধি এবং স্থানীয় শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক আশীষ চন্দ্র দাস (লালটু)-এর মাতৃদেবী পরলোক গমন করেছেন। তিনি চারপুত্র ও তিন কন্যাসহ আত্মীয়-স্বজনদের রেখে গেছেন।

সমাবেশ সমাচার

ভগবানের দক্ষিণা

(১১ পাতার পর)

হতে লাগলো। জীবনের মহত্তম কর্ম ভান্ডার থেকে যেন কোন অতি মূল্যবান সামগ্রী উপহাস করে দূরে সরে যেতে লাগলো। সুদীর্ঘ জীবন চলার পথে যেন শ্রেষ্ঠ ভুলের পাহাড় ছুটে এসে মস্তকে আঘাত করলো। উদ্‌ভ্রান্তের মত নির্মলকে বললাম তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি আসছি। দ্রুত পদে মন্দিরের মূর্তির সামনে গেলাম। ব্যাগ থেকে টাকা বের করে প্রণামী বাক্সের মধ্যে দিলাম। হাত জোড় করে শ্রীগোবিন্দের দিকে অসহায়ের মত বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রণাম করলাম। নিজের অজান্তে আঁখির কন্দর হতে অশ্রু বিগলিত হয়ে চোখ ঝাপসা হয়ে গেল। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়বার মত হৃদয়ের ভার নেমে গেল। মুহূর্তের মধ্যে অন্তরে সুমধুর হালকা তৃপ্তিদায়ক শান্তির অনুভব হলো। কালবৈশাখীর প্রলয় ঝড়ের মত একটা ধাক্কা এলো আবার বিদ্যুতের ঝলকের মত চমকিয়ে বিলীন হয়ে গেল। মেঘ শূন্য মুক্ত নীলাম্বরের মত অন্তর স্বচ্ছ, শুদ্ধ, নির্মল, পবিত্র সমীরণের স্নেহকাতর স্পর্শে শীতল হলো।

এক সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যেকদিন প্রায় দুই-তিনবার তন্নতন্ন করে মন্দির প্রাঙ্গণে খুঁজেছি। কোনও পূজারীর সাথে দেখা হলেই তন্ময় হয়ে লক্ষ্য করেছি কিন্তু তাকে আর দেখতে পাইনি। এগারো বছরের মধ্যে ঐ ঘটনার পর দ্বারকায় অনেকবার এসেছি, অসংখ্যবার মন্দিরে দর্শন করতে গিয়েছি কিন্তু কোনদিন কোন ব্রাহ্মণ পাণ্ডা আমাকে বিরক্ত করে নাই। ভারতবর্ষের অনেক তীর্থ আছে যেখানে পান্ডার হয়রানি এবং অত্যাচারে যাত্রীরা বিরক্ত হয়ে যায়, সাধু সন্ন্যাসীদেরও জ্বালাতন করতে দ্বিধাবোধ করে না কিন্তু দ্বারকার পূজারীদের কোনদিন কারও পিছনে পড়ে অযথা বিরক্ত করতে দেখি নাই, আমাকেও করে নাই। এটাই দ্বারকা তীর্থের শান্তিপূর্ণ মহানতা বলে আমার মনে হয়। তাই দ্বারকার পরিবেশ অনেক ভালো বলে আজও আমার ধারণা। তা যেন ঐশ্বরিক শান্তি নিকেতন। তাই ওই দক্ষিণা চাওয়ার দোষটা দ্বারকার পূজারী পান্ডাদের উপর ফেলতে আজও মনে সাড়া দেয় না। কোন দিন কোন মন্দিরের বাক্সে প্রণামী দিতাম না। সর্বদা ভাবতাম গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার মত ভগবানের পয়সা ভগবানকে দান করে পুণ্য অর্জনের প্রশংসা কুড়ানো প্রহসন মাত্র, এতে মহানতা কোথায়? আমাদের শাস্ত্রে অনেকবার পড়েছি ছদ্মরূপ ধারণ করে স্বয়ং ভগবান ভক্তদের অনেক প্রকারে জ্ঞান প্রদান করে। ভক্তদের ভক্তির অভিমান, আভিজাত্যের অভিমান, প্রশংসার অভিমান, সৌন্দর্যের অভিমান প্রভৃতি চূর্ণ করে থাকে। দিনের পর দিন ভগবানের মন্দিরে মাথা ঠুকে কেঁদে কেঁদে সারা জীবন অতিবাহিত করলেও এমন ঘটনা সকলে বিশ্বাস করবে এমন কথা আমাদের শাস্ত্রে লেখা নাই। স্বয়ং ভগবান আমাকে ছদ্মবেশে এসে জ্ঞান দিল — জগতের কাউকে জোর করে বিশ্বাস করবার ব্যর্থ আশা আমি রাখি না। আপন জীবনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তখন থেকে মন্দির দর্শনে গেলে দক্ষিণা স্বরূপ অন্ততঃ একবার সাধ্যমত প্রণামী দিয়ে আসছি, এখনও দিই, নিজের অন্তরে বিশ্বাস করি আমার জ্ঞানের অন্তরালে দানের মাহাত্ম্য অবশ্য আছে। জগতের বিচিত্র নাট্যমঞ্চে কে নাক টিপে হাসলো, কে বিদ্রূপ করলো, কে বানরের মত দাঁত বের করে কিচকচ করে উঠলো তার দিকে দৃষ্টি দিতে গেলে দৃষ্টিভ্রম হয়। ধর্মরূপ মহাসাগরে ভবপারের কান্ডারিতে বসে বিশাল বিরোধী তরঙ্গকে উপেক্ষা করে গন্তব্যের দিকে ঐকান্তিক মনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে পালের রাশি আঁকড়ে রাখাই ধর্মের মাহাত্ম্য, সাধনার বলে বৈশিষ্ট্য মনে করি।

ঘাটশিলায় বিভূতিভূষণ

(৮ পাতার পর)

ক্ষুদ্র মন্দিরের কাছেই কয়েকটি বেঞ্চ পাতা। সেদিন বিকালে দেখি প্রাক্তন অধ্যক্ষ স্বামীজী সাধুর পাশে এক হৃষ্টপুষ্ট প্রৌঢ় ব্যক্তি বসে আছেন। পরনে সার্ট আর ধুতি। হাতে একটা ছড়ি। স্বামীজী আলাপ করিয়ে দিলেন। বললেন, ঘাটশিলার ডাক্তার নুটুবিহারীবাবুর বড় ভাই। সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভূতিবাবু বিড়ি খাওয়ার অনুমতি নিয়ে বিড়ি ধরালেন। তারপর অনেক কথা হল। বিশেষ করে মৃত্যুর পর আত্মার গতি সম্পর্কে। ভূত-প্রেত সম্বন্ধে খুব আগ্রহী দেখলাম।

রোজ-বিকালে বেড়াতে বেরোতেন বিভূতিভূষণ। সঙ্গে থাকতো শিশু তারাদাস — তাঁর পুত্র। পুত্রকে নিয়ে তাঁর চিন্তা ও ব্যস্ততার সীমা ছিল না। প্রতি সন্ধ্যার পর বেড়িয়ে ফেরার সময় রামকৃষ্ণ মন্দিরে প্রণাম করে আমাকে ডেকে সাড়া নিয়ে যেতেন। আগেই বলেছি উনি ভূতের অস্তিত্ব — বিশ্বাস করতেন। বলতেন, ওদের ভয় করার কিছু নেই। ওরা ক্ষতি করে না। উনি যে মৃত্যুর পরের অলৌকিক রহস্যের সন্ধানী তা আমার জানা ছিল না। পড়িনি ওঁর 'দৃষ্টিপ্রদীপ' কি 'দেবযান'। তাই কৌতুক ছলে ওঁকে একদিন বললাম, বিভূতবাবু, কানু প্রতি রাতেই আসে, বসে, আপনি যে বেঞ্চে বসেন। কানু নামে একটি লোক কদিন আগে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। বিভূতিবাবু সভয়ে বললেন, স্বামীজী আজ আমায় হ্যারিকেন হাতে লোক দিয়ে বাড়ি যাবার ব্যবস্থা করে দিন। বছর দুই পরে দিনটা ১৯৫০ সালের পূজার পর ৩১ অক্টোবর। সকালের দিকে একটি লোক দেখি অক্সিজেন সিলিণ্ডার নিয়ে যাচ্ছে। শুনলাম, বিভূতিবাবু পীড়িত। ঘন্টা দুই পড়ে নুটুবাবু এলেন মোটর সাইকেলে। দাদা এখন একটু ভাল আছেন। কিন্তু বিকালের দিকে একটি ছেলে এসে জানাল যে বিভূতিবাবুর অবস্থা খারাপ। দেখতে গেলাম। দেখি খাটের উপর বিভূতিবাবু শায়িত। শিশু তারাদাসকে কোলে নিয়ে বিষণ্ণ মুখে রমাদেবী, নুটুবাবু পাশের দিকে দাঁড়িয়ে, ঘাটশিলার নামী ডাক্তার ডাঃ বোসও উপস্থিত। ইনজেকশন দিলেন। চলে এলাম, কারণ ঠাকুরের আরতির সময় হয়েছে। রাত আটটায় আবার লোক এলো ডাকতে, বিভূতিবাবু স্মরণ করেছেন। গেলাম, দেখলাম, ধলধূম স্টেটের ম্যানেজার বঙ্কিম চক্রবর্তী (এঁর আমন্ত্রণে রাজবাড়ির সাহিত্য সভায় গিয়ে বিভূতিবাবু অসুস্থ হন)। সঙ্গী ছিলেন অধ্যাপক সাহিত্যিক প্রমথনাথ বিশী, সাহিত্যিক সুমথ ঘোষ। সাহিত্যিক গজেন মিত্র, প্রবোধ সান্যাল বিভূতিবাবুর আকর্ষণ ঘাটশিলা আসতেন। এঁরা সবাই ছিলেন না। ছিলেন—প্রমথ বিশী তবে ডাঃ বোস উপস্থিত ছিলেন। নুটুবাবু বললেন, দাদা, স্বামীজী এসেছেন। বিভূতিবাবুর চৈতন্য ফিরে এলে বললেন, আপনারা নুটুকে দেখবেন, আমার অসহায় স্ত্রী-পুত্রকে দেখবেন। বঙ্কিমবাবু ও ডাঃ বোস বললেন, আপনি নিশ্চিন্ত হোন, অবশ্য দেখবো। আমি কিন্তু চুপ করে রইলাম। কারণ সন্ন্যাসীর পক্ষে সংসারী মানুষের দেখাশুনা করা সম্ভব নয়। বিভূতিবাবু আমার মুখে গীতা পাঠ শুনতে চাইলেন। আমার কাছে গীতা ছিল না। নুটুবাবু বললেন, দাদা, আমার বিশ্বরূপ দর্শন মুখস্থ আছে, বলবো? বিভূতিবাবু বললেন, বলো। নুটুবাবু বিশ্বরূপ দর্শন অধ্যায়টা মুখস্থ বলে গেলেন। বিভূতিবাবু বললেন, স্বামীজী রামপ্রসাদের গান জানেন? তবে করুন। করলাম। বললাম, বিভূতিবাবু আপনি তো শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত। তাঁর নাম করুন। সহসা তাঁর দেহের দু'পাশে ফেলে রাখা দুটি হাত বুকের উপর উঠে এল। প্রণামের ভঙ্গিতে হ'ল বদ্ধাঞ্জলি। নড়ে উঠলো খাট, এটি আত্মার দেহ মুক্তির ইশারা। বিচিত্র ব্যাপার। খানিক আগেই বিভূতিবাবু, শিশু তারাদাসকে নিয়ে রমাদেবীকে ঘরের বাইরে যেতে বলেন। ডাঃ বোস নাড়ি দেখলেন, বুকে টেথিসকোপ বসালেন। বেরিয়ে এলেন, বললেন, সবশেষ। সময় ৮ টা ৪৫ মিনিট (রাত্রি)। সাতদিন বাদে নুটুবাবু সুবর্ণ রেখা নদীতীরে অ্যাসিড পানে আত্মহত্যা করলেন। পিতার মতো শ্রদ্ধা ভক্তি করতেন দাদাকে। তাঁর চিকিৎসার যত্ন নেননি এই অসত্য অন্যায় অপবাদ সহ্য করতে পারেননি। পরের বছর বৈশাখ মাসে (১৩৫৮) নুটুবাবুর স্ত্রী যমুনাদেবী রামকৃষ্ণ আশ্রমে একটি ইঁদারা প্রতিষ্ঠা করে দেন স্বামীর স্মৃতি রক্ষার্থে। আর রমাদেবী স্বামীর উদ্দেশ্যে গীত রচনা করে — মর্মর ফলকে উৎকীর্ণ করিয়ে স্বামীর গৃহ 'গৌরীকুঞ্জে' (বিভূতিবাবুর প্রথমা পত্নীর নাম) স্থাপন করেছেন।

স্বামী প্রজ্ঞানন্দের কথা, — "বিভূতিভূষণ সাত্ত্বিক পুরুষ ছিলেন, — আর একটি জন্মের পর তিনি জন্ম মৃত্যুর শৃঙ্খল মুক্ত হবেন।"

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম — ১২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪,
(২৭ ভাদ্র ১৩০১)
মৃত্যু - ১.১১.১৯৫০

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
15, College Street, Kolkata-700012 Ph : 2241-7149 / 8174

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

দেবদূত অভিনব ভারতকেও জাতে ওঠালেন

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

২৮ বছরের খরা কাটল। দুটো প্রজন্ম চলে গেল। অবশেষে অলিম্পিক সোনা এল ভারতে। ২৮ বছর আগে মস্কো অলিম্পিকে বাসুদেবন ভাস্করণের নেতৃত্বে ভারতীয় হকি দল শেষবারের মত ভিকট্রি পোডিয়ামে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারপরের ঘটনা হতাশা, বেদনার ইতিহাস। হকি হারিয়ে গেছে জনমানস থেকে। অন্যান্য খেলাও সেভাবে

দাগ কাটতে পারেনি অলিম্পিকে। যদিও ১৯৯৬, ২০০০, ২০০৪ পরপর তিনটি অলিম্পিকে দুবার ব্রোঞ্জ, একবার রূপো জিতে নিয়ে এসেছেন ভারতীয়রা। কিন্তু সোনার পদকের মাধুর্য্যই যে আলাদা। যা দীর্ঘ ২৮ বছর পর অভিনব বিন্দ্রার সোনার হাতের ছোঁয়ায় ভারতে এল।

অভিনব বিন্দ্রা কি ধাতুতে গড়া, তা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে জেনে গেছেন পাঠককুল। সোনা জয়ের পর ভিকট্রি পোডিয়ামে দাঁড়িয়ে ২৮ বছরের খর্বাকৃতি সুদর্শন অভিনব। স্ট্যান্ডে জাতীয় পতাকা উঠছে, সাউন্ড সিস্টেমে বাজছে জাতীয় সঙ্গীত, কিন্তু কী আশ্চর্য রকমের নির্বিকার তিনি। এ দৃশ্য থেকে স্পষ্টতই মনে হওয়া স্বাভাবিক এ ছেলে লম্বা রেসের ঘোড়া। সত্যিই তাই। বেজিং ও দিল্লী তাকে নিয়ে তৈরি হওয়া আদেখলেপনার মধ্যেও নিজের লক্ষ্যমাত্রা থেকে সরছেন না। তখনই লক্ষ্য ঠিক করে নিয়েছেন। ২০১০-এর দিল্লী কমনওয়েলথ গেমস থেকে দেশকে দুটো সোনা এনে দেওয়া। তারপর ২০১২ লন্ডন অলিম্পিকে ১০মিটার এয়ার রাইফেলের সোনাটি নিজের দখলে রেখে দেওয়া।

দেশের শুটিং পরিকাঠামো এখন মোটামুটি উন্নতই বলা চলে। সেনাবাহিনী, সাই ও বিভিন্ন রাজ পরিবারের উদ্যোগ ভারতীয় শুটিংয়ে বিপ্লব এনে দিয়েছে। একের পর এক আন্তর্জাতিক এমনকী বিশ্ব চাম্পিয়ন শুটার তৈরি হয়েছে এই কয়েক বছরে। আর এই বিপ্লবের পথিকৃৎ যশপাল রানা। তিনিই স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছেন ভারতীয় শুটারদের বিশ্ব পর্যায়ে সফল হবার। নিজে সফল হয়েছেন, অনুপ্রাণিত করেছেন সমসাময়িক বহু শুটারকে। যার ফসল রাজ্যবর্দ্ধন সিংহ রাঠোর, অভিনব বিন্দ্রা, মানবজিৎ সিংহ সান্ধু, মানসের সিংহ, সমরেশ জং, অঞ্জলি ভাগবৎ, সীমা শিরুর, দীপালি দেশপান্ডে প্রমুখ। এরা সবাই হয়ত অলিম্পিক পদক জয়ী নন, কিন্তু কমনওয়েলথ, এশিয়াড, বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানশিপ থেকে ভারতকে পদক এনে দিয়েছেন।

তবে গত এথেন্স অলিম্পিকে রাজ্যবর্দ্ধনের রূপো জয়টাই অভিনবের এই তুঙ্গস্পর্শী সাফল্যের প্রেক্ষিত। এথেন্সে এর থেকেও ভাল পারফরমেন্স করে ফাইনালে উঠে সপ্তম হয়েছিলেন অভিনব। তখনই পাখির চোখের মত ঠিক করে নেন বেজিংয়ের বিজয়মঞ্চ ই তার চূড়ান্ত অভিজ্ঞান। এই চারবছরে কদিন পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়েছেন অভিনব, তা হাতে গুণে বলে দেওয়া যাবে। ধনী শিল্পপতি পিতা বাড়িতে অত্যাধুনিক শুটিং রেঞ্জ বানিয়ে দিয়েছেন। চন্ডীগড়ের বাড়িতে থাকলেও শুয়ে-বসে আরামে দিন কাটাননি। বেশির ভাগ সময়েই তাকে পাওয়া গেছে শুটিং রেঞ্জে। আর বছরের অধিকাংশ সময়ই হয় জার্মানি নয় দক্ষিণ আফ্রিকার শুটিং রেঞ্জে নিজেকে ছাপিয়ে যাবার জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা। ব্যক্তিগত চেকজাত জার্মান কোচ সহ মনোবিদ, বৌদ্ধিক পরামর্শদাতা, ডায়েটিশিয়ান, ফিজিক্যাল ট্রেনার ও শুটিংয়ের যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা সহ চার বছরের এই যে পরিশ্রম, নিষ্ঠা, সাধনা তা কি ব্যর্থ হবার? ব্রেন ম্যাপিং করে তার মস্তিকের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ, স্নায়ুর শক্তি ও ধৈর্য্য বৃদ্ধি, মনসংযোগ বৃদ্ধির জন্য ধ্যান, প্রাণায়াম, সর্বোপরি প্রতিদিন দশ থেকে বারো ঘন্টা টার্গেটে গুলি ছুঁড়ে যাওয়া-একি শুধুমাত্রই বিশ্ব চাম্পিয়ান হয়ে থেমে থাকার জন্য। অলিম্পিয়াড যে আরও বড় মঞ্চ। সেখানে সফল হলে তিনি যে মানুষ নন, দেবদূত হয়ে যাবেন আর দেশকেও তুলে আনবেন বিশ্ব মানচিত্রে, কুলীন গোত্রে। একটা অলিম্পিক সোনা যে নোবেল পুরস্কার বা অস্কার পুরস্কারের চেয়ে অনেক বেশি মহার্ঘ বস্তু।

মিডিয়া বা বিভিন্ন খেলার বরেণ্য প্রাক্তন ক্রীড়াবিদরা তাকে সর্বোত্তম ভারতীয় ক্রীড়াব্যক্তিত্ব বলছেন — তবে এটা গ্রহণযোগ্য নয়। যতই অপেক্ষাকৃত কম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসরে এক সময় ভারতীয় হকি দল পরপর সোনা জিতেছে। কিন্তু ধ্যানচাঁদ, রূপ সিংহ, কে ডি সিংহ বাবুর কৃতিত্বকে কোনও মতেই ছোট করে দেখা উচিত নয়। তখন হয়ত এত দেশ হকি খেলত না, তাই ভারতের সোনা জয় আজকের অভিনবের কীর্তির প্রেক্ষিতে খানিকটা পানসে লাগতে পারে। কিন্তু ভুললে চলবে না দশ বারোটি দেশের মধ্যে খেলেও টানা সাতবার সব মিলিয়ে নয়বার ভারত অলিম্পিক চাম্পিয়ান হয়ে গোটা বিশ্বকে হকির প্রতি গুরুত্ব দিতে বাধ্য করিয়েছে। তার ফলে আজ প্রায় শতাধিক দেশ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খেলে। আর বিশ্বনাথন আনন্দের সাথে বসানো যেতে পারে অভিনবকে। এখনই তাকে ছাপিয়ে যাওয়ার মতো অবস্থায় আসেনি অভিনব।

অভিনব বিন্দ্রা

ভারতীয় ফুটবলের আগস্ট বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। আগস্ট মাস ভারতের স্বাধীনতার মাস আবার ভারতীয় ফুটবলেরও বিপ্লব কেতন উড়াবার মাস। এই আগস্ট মাসেই ১৯৬২-র জাকার্তা এশিয়াডে চুনী গোস্বামীর নেতৃত্বে ভারত দ্বিতীয় ও শেষ বারের মতো এশিয়াডে ফুটবলের বহু মূল্যবান সোনাটি করতলগত করেছিল। তার দীর্ঘ চার যুগ পরে এই আগস্টেই গতবছর ভারত প্রথমবারের মতো নেহরু কাপ জয় করেছিল। আর এই মাসেই তার একবছর পর জিতে নিল এ এফ সি চ্যালেঞ্জ কাপ।

১৯৮৪-র পর ভারত আবার এশিয়ান কাপে মূলপর্বে খেলবে। চ্যালেঞ্জ কাপে হায়দরাবাদ দিল্লী মিলিয়ে পাঁচটি ম্যাচ খেলে একটি ড্র সহ চারটি ম্যাচ জিতে ভারত আস্তে আস্তে এশিয়ার ফুটবলে তার হৃত মর্যাদা ফিরে পেতে চলেছে। বব হাউটনের কোচিংয়ের সুফল ফলতে শুরু করেছে। চিরিচ মিলোভান থেকে বব হাউটন, এদেশে গত ২৫ বছরে এসেছে বহু বিদেশী কোচ। কিন্তু এই দুজনের মতো ব্যক্তিত্ব প্রজ্ঞা বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবনী প্রয়োগে মুন্সীয়ানা আর কেউই দেখাতে পারেননি। মিলোভানের কোচিংয়ে ৮৪-র এশিয়ান কাপের দলে ব্যক্তিগত প্রতিভার ঝলকানি অনেক বেশি ছিল। কৃশানু, সুদীপ, পারমিন্দার, প্রশান্ত, আলকানসো, তরুণ, অতনু, বিশ্বজিৎ প্রত্যেকেই দেশে-বিদেশে বহু ভাল ম্যাচ খেলেছেন। মিলোভানের কোচিংয়ে এরা নিজেদের স্বাভাবিক দক্ষতার পূর্ণ প্রকাশ দেখিয়েছেন আন্তর্জাতিক ম্যাচে। কিন্তু স্মরণীয় ম্যাচ খেলা এক কথা আর ট্রফি জেতা অন্য ব্যাপার।

সেদিক থেকে বব হাউটন সত্যিই বিপ্লব ঘটিয়েছেন ভারতীয় ফুটবলে।

ফরাক্কা ব্রীজ জঙ্গিদের টার্গেট

জেনেশুনেও রাজ্য সরকার নিষ্ক্রিয়

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। ফরাক্কা ব্রীজের ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে দু'দুবার শক্তিশালী বিস্ফোরক পাওয়া গেল। যা রাজ্যের পক্ষে অশনি সংকেত। জঙ্গিরা চাইলে যে কোনও সময় ফরাক্কা ব্রীজ উড়িয়ে দিতে পারে তা জানান দিল। তবুও রাজ্য সরকার উদাসীন। মালদহ ও মুর্শিদাবাদের সীমান্ত ঘেঁষা গ্রামগুলি জোহদি তৈরির ঘাঁটি হয়ে গিয়েছে বলে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বাহিনী বারবার সতর্ক করেছে রাজ্যকে। কিন্তু এই দুই জেলায় মুসলিমরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাই সিপিএমের পুলিশ জঙ্গি ধরতে কোনও কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে না। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্যের উত্তরবঙ্গ সফরকালে ফরাক্কা ব্রীজের কাছে বিস্ফোরক মিলল। বোমা বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট সহ ইমপ্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস বা আই ই ডি'র বোমাটি সেতু উড়িয়ে দিতে সক্ষম। এই প্রথম নয়। এর আগেও একবার বিস্ফোরক উদ্ধার হয়েছে। গোয়েন্দারা বলেছেন, ফরাক্কা ব্রীজ বাংলাদেশি জঙ্গিদের দীর্ঘদিনের টার্গেট। তারা মনে করে, ভারত ফারক্কা ব্রীজ করে ভাগীরথীর জল ধরে রাখছে। ব্রীজ উড়িয়ে দিলে সব জল বাংলাদেশ পাবে। সে দেশের নাকি অর্থনীতি বদলাবে। জলচুক্তির পরও সে দেশের জঙ্গিদের ভ্রান্তধারণা কাটেনি। তবে শুধু মালদহ নয়, মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি এলাকায় খোলাবাজারে আর ডি এক্স বিক্রি হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের আর ডি এক্স বিক্রির ঘাঁটি নাকি মুর্শিদাবাদ। এনিয়ে জেলাপুলিশ ভালোই জানে। তা সত্ত্বেও কোনও অভিযান চালানো হয়নি। সম্প্রতি দিল্লী পুলিশ এসে শিলিগুড়িতে দুই জঙ্গিকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। মুর্শিদাবাদ থেকে ধরা পড়েছে লস্করের দুই চাঁই। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ তবুও যেন ঘুমিয়ে আছে। পার্কস্ট্রীটে কয়েকমাস আগে এক বিস্ফোরণ হয়েছিল। কারা, কীভাবে বিস্ফোরণ ঘটালো তা আজও জানা যায়নি। অনেক ক্ষেত্রেই যে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ব্যবহার করা হয়েছিল তা ফরেনসিক দল জানিয়েছে। অনেকে মনে করছেন, পার্কস্ট্রীট বিস্ফোরণ আসলে জঙ্গিদের রিহার্সাল ছিল। রাজ্য পুলিশের জঙ্গি মোকাবিলার ক্ষমতা কত শক্তিশালী তা প্রমাণ মিলেছে মালদহের বোমাটি নিষ্ক্রিয় করার সময়। প্রায় দু'দিন বোমাটি একই অবস্থায় পড়ে ছিল। শিলিগুড়ি থেকে বোম্ব ডিসপোজাল টিম আনাতে হয়েছে। অথচ মহারাষ্ট্রে প্রায় ২০টি এমন টিম রয়েছে। গুজরাতে প্রায় প্রতিটি জেলায় রয়েছে। রাজ্যে আছে মাত্র দুটি দল। দুটি দল দিয়েই সারা রাজ্যে বোমা নিষ্ক্রিয় করতে চায় বুদ্ধ দেব সরকার।

শব্দরূপ - ৪৭৮

মুনমুন সেনগুপ্ত

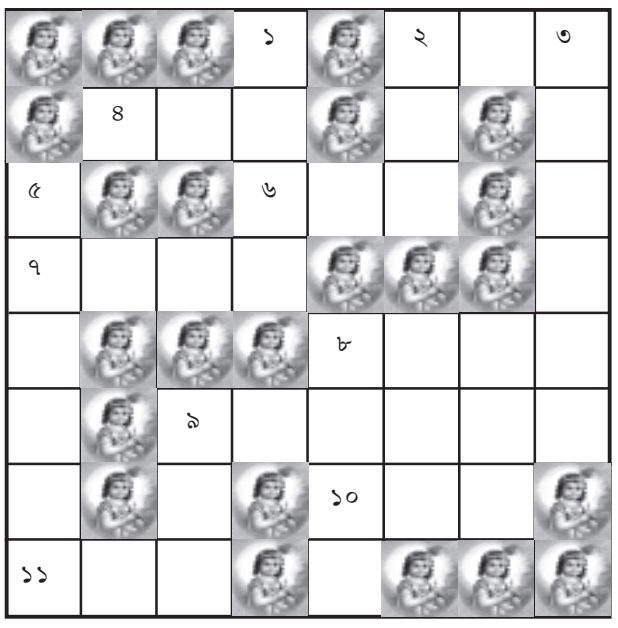

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ২. স্ত্রী অর্থে বিশেষণে অশরীরী, মূর্তিহীন, ৪. প্রতিশব্দে পাটবাস, এক-দুয়ে দৃষ্টিহীন, ৬. অজ, পর্ণভোজন, বুক্ক ৭. দরজা-জানলা ইত্যাদি বন্ধ করার ছোট হুক বা হুড়কো বিশেষ, ৮. পরস্পরজড়িত অর্থহীন লেখা, ৯. পরিপাক, ১০. ধাতুর তৈরি রান্নার পাত্র, আগাগোড়া কবয়ী মাছ, ১১. সরা জাতীয় মাটির গভীর পাত্রবিশেষ।

উপর-নীচ ঃ ১. হস্ত নেড়ে ইশারা, তিনে একাক্ষরী ছানা, ২. বিশেষণে নির্মল, অকলুষিত, শেষ দুয়ে নোংরা, ৩. বিশেষণে কঙ্কালসার, একে-তিনে হজ দর্শনকারী ব্যক্তি, শেষ দুয়ে এক মশলা বিশেষ, ৫. আরবি ফারসি মিশ্র শব্দে উইল বা ইচ্ছাপত্র, প্রথম দুয়ে বিশেষণে অভিভাবক, শেষ ঘরে জননী, ৮. প্রথম দুয়ে তুষার, শেষ দুয়ে খাজনা আসলে অন্য নামে চন্দ্র, ৯. প্রতিশব্দে আশাভঙ্গ, নৈরাশ্য।

সমাধান শব্দরূপ ৪৭৬

সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
ভরত কুন্ডু
কলকাতা-৬
দেবলীনা গঙ্গোপাধ্যায়
হাওড়া, চারাবাগান।
বীরেন মাইতি
তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর

■	সি	■	■	■	গো	রি	লা
■	সা	র	দা	■	প	■	ব
ঘ	■	■	দ	ম	ন	■	ণ্য
র	সা	ঞ্জ	ন	■	■	■	যো
স	■	■	■	ব	জ	ব	জ
ং	■	ন	জ	র	■	■	ন
সা	■	ন্দ	■	জ	রি	প	■
র	ত	ন	■	■	■	থ	■

প্ত এই সংখ্যার সমাধান আগামী ৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮ সংখ্যায়।

সোমনাথের ঘটোৎকচী কাণ্ড !

শিবাজী গুপ্ত

পত্রিকা ভবনে কখন যে কোন দেবদেবীর আবির্ভাব হবে তা বলা শিবেরও অসাধ্য। কিন্তু এবারে স্বয়ং শিব (লিঙ্গ) ভুঁই ফুঁড়িয়ে সোমনাথরূপে পত্রিকা ভবনে আবির্ভূত হয়েছে দেখা যাচ্ছে। কারণ যেভাবে তার শিরে ফুল বেলপাতা ও দুধ-ঢালা হচ্ছে তা তো তারকেশ্বর, কাশী-বিশ্বনাথ কিংবা গুজরাটের সোমনাথ মন্দিরে শিবলিঙ্গ পূজাকেও হার মানাবে দেখা যাচ্ছে।

> **“ মহাভারতে ঘটোৎকচ যেমন মৃত্যুর আগে পান্ডবদের কাছে জানতে চেয়েছিল — আমি তো মরতে চলেছি তোমাদের জন্য আর কি করতে পারি, তখন তারা বলেছিল, —বাছা মরবি যখন, তখন কৌরব পক্ষের উপর চেপে পড়, তাতে কয়েক হাজার কুরু সেনা নিহত হবে। ঘটোৎকচ তাই করেছিল। ”**

সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় সাড়ে পাঁচশ এম পি-র মধ্যে একজন। তিনি সি পি এম সদস্য হিসাবে দশবার নির্বাচনে জিতেছেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে। পশ্চিমবঙ্গের সি পি এম বিধায়ক ও সাংসদরা কেমন করে ভোটে জেতে তা দেশবাসীর জানতে বাকী নেই। যে রিগিং মেশিনারির সাহায্যে এরা বিপক্ষ দলকে কোণঠাসা করে নির্বাচনে জয়লাভ করে তার লজ্জাকর চিত্র টি ভি'র দৌলতে সবাই চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু তাতে অন্যান্য অখ্যাত সদস্যদের মতো বিখ্যাত সোমনাথও লজ্জাবোধ করেন না। হাসিমুখে জয়মাল্য গলায় ঝুলিয়ে ও বিরাট বপুখানায় বস্তাবস্তা লাল আবির মেখে রাস্তা পরিক্রমা করে লাল জনগণের অভিনন্দন কুড়ান।

গত লোকসভা নির্বাচনের কিম্ভুত ফলাফলে যখন বি জে পি জোট ক্ষমতাচ্যুত হল এবং কংগ্রেস জোটেরও ডুবুডুবু অবস্থা, তখন তাকে বাঁচাতে অক্সিজেন সিলিণ্ডার নিয়ে এগিয়ে গেল কংগ্রেসের পয়লা নম্বর শত্রু বলে প্রচারিত সি পি এম দল। বিপদে বন্ধুর পরিচয় কথাটা যে নেহাৎ ফেলনা নয়, তার একটা জলজ্যান্ত উদাহরণ পাওয়া গেল। সি পি এম ডুবন্ত লোককে উদ্ধারের জন্য ফায়ার ব্রিগেডের মতো দড়িদড়া নিয়ে হাজির। সেই উদ্ধারকারী দলের নেতা ছিলেন সি পি এম সাংসদ সোমনাথ চ্যাটার্জী। ইনামও পেলেন হাতে-হাতে। লোকসভার স্পীকার হিসাবে ধপ করে সভার মাঝখানে বসে পড়লেন। এবং চার-চারটি বছর কংগ্রেস সরকারকে বিরোধী আক্রমণ থেকে চোখের মণির মতো রক্ষা করলেন। কংগ্রেস সরকারের সবরকম অপকর্মকে সোমনাথ ও তার দল আড়াল করতে, চাপা দিতে বুক পেতে এমন হীনপন্থা নেই, যা গ্রহণ করেনি।

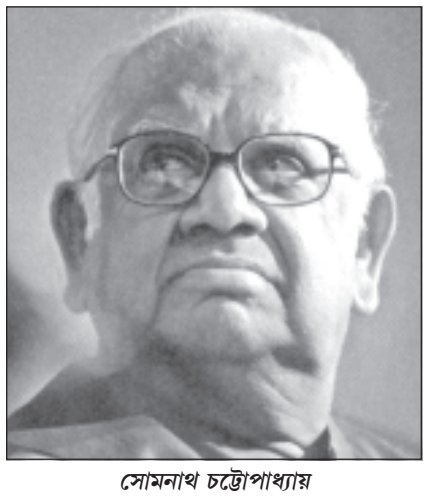

সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়

তার সর্বশেষ উদাহরণ আমেরিকার সঙ্গে পারমাণবিক চুক্তি নিয়ে আস্থা ভোট রঙ্গ। সি পি এম সোমনাথকে স্পীকার পদ থেকে সরে দলীয় নির্দেশ মেনে ভোটে সামিল হতে নির্দেশ দিল। যারা এই নির্দেশ দিল তারা কেউ কোনও পদাধিকারী নয়। আর চার বছর স্পীকারের গদিতে বসে চর্ব, চোষ্য লেহ্য পেয় খেয়ে খেয়ে যিনি ঢোল হয়েছেন, তিনি কি সেই পদ ছেড়ে পার্টি অফিসে গিয়ে কাঠের চেয়ারে বসে ভাঙা পেয়ালায় বা মাটির কাপে চা খেতে পারেন? তার ভোগ-বাসনা পূর্ণ হতে আরও এক বছর বাকী। তিনি তা ছাড়বেন কেন? যে কংগ্রেস তাকে চেয়ারে বসিয়ে তার ভোগবাসনা চরিতার্থ করার সুযোগ দিয়েছে, তিনি তো বিপদের সময় তাদের ত্যাগ করতে পারেন না। তিনি নিমক খেয়েছেন তাই নিমকহারামি করতে পারবেন না — তিনি নির্দলীয় সর্বদলীয় আরও কত কি? তার কোনও দলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব বা দৌর্বল্য নেই। স্পীকার হিসাবে তিনি ক্লীবলিঙ্গ হয়েছেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাবা ব্যারিস্টারের ব্যাটা ব্যারিস্টার। ভেতরে ঢুকবো না বাইরে থেকে সমর্থন জোগাবো — এই দ্বি-চারিতার কল, সি পি এম এখন হাড়ে হাড়ে বুঝছে। বাইরে থেকে সমর্থনের অর্থ কি? সারাদিন বাউণ্ডুলের মতো মাঠে মাঠে ঘুরলাম। লোককে বোঝালাম ঘরের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, আর সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে আসতেই সুরুৎ করে ঘরে ঢুকে পড়া— এই তো। সি পি এম দলের মধ্যে যেসব দ্বিচারিতা, তাদের মনোনীত স্পীকারও তেমনি দ্বি-চারিতায় দক্ষতা দেখিয়েছেন, গত চার বছর। কেন্দ্রীয় সরকারের অনেক কুকর্ম দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে বিরোধী পক্ষের আনীত অত্যন্ত সঙ্গত ও আইনসিদ্ধ — একটি মুলতুবী প্রস্তাবেও তিনি অনুমোদন করেননি। আলোচনার জন্য গ্রহণ করেননি। নন্দীগ্রামের মতো জঘন্য কাণ্ডের উপর একটি বিবৃতি দানের জন্য তিনি মমতা ব্যানার্জীকে অনুমতি দেননি। যেহেতু তার দল সি পি এম এই জঘন্যকাণ্ডে জড়িত। যেহেতু তার দলের অনেক হোমরা চোমরা লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত, সুতরাং তাদের ছাড় দিয়ে লাভজনক পদ আঁকড়ে থাকার উপর আনীত অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিলটি পেশ করতে তিনি বাধা দেননি। এরকম আরও অনেক উদাহরণ রয়েছে।

পার্লামেন্টে প্রশ্ন তোলার জন্য ঘুষ কাণ্ডে তাঁর যে তৎপরতা দেখা গেছে— যেহেতু সে ক্ষোভে বি জে পি সদস্যরা জড়িত ছিল — সাংসদ কিনে আস্থা ভোটে জেতার মতো জঘন্য অপরাধে জড়িতদের সনাক্ত করতে ও সত্য উদঘাটন করতে তার সে তৎপরতা কোথায় গেল? যেহেতু কংগ্রেস দল ও নেতৃবৃন্দ এবং মাসতুতো ভাই মুলায়মের দল এই জোচ্চুরিতে জড়িত, সুতরাং তদন্ত কমিটি গড়তে গড়িমসি। অবশেষে কমিটি যদিও বা গড়া হলো, তার চেয়ারম্যান পদে বসিয়ে দেওয়া হল মূল অভিযুক্ত কংগ্রেস দলেরই এক সদস্যকে, অপর একজন সদস্য নিযুক্ত হল দ্বিতীয় অভিযুক্ত অমর সিং-এর দলের। ফলে সাতজন সদস্যের চারজনই হল কংগ্রেস ও তার ধামাধরা দলের। এখন তদন্ত কমিটি যে কি অশ্বডিম্ব প্রসব করবে তা তো জানা কথা। যে ব্যক্তি সারা জীবন জাল-জোচ্চুরি করে ভোটে জয়ী হয়েছে, সে করবে জাল-জোচ্চুরির বিচার?

এই তদন্ত কমিটিই হল কংগ্রেস দলের প্রতি সোমনাথ চ্যাটার্জীর শেষ দান। মহাভারতে ঘটোৎকচ যেমন মৃত্যুর আগে পান্ডবদের কাছে জানতে চেয়েছিল — আমি তো মরতে চলেছি তোমাদের জন্য আর কি করতে পারি, তখন তারা বলেছিল, —বাছা মরবি যখন, তখন কৌরব পক্ষের উপর চেপে পড়, তাতে কয়েক হাজার কুরু সেনা নিহত হবে। ঘটোৎকচ তাই করেছিল।

আমরা অবয়বের দিক থেকে সোমনাথকে ঘটোৎকচের সঙ্গে তুলনা করছি না, কিন্তু তার শেষ কার্যটি ঘটোৎকচ (ঘটো উৎকোচ) কাণ্ডই স্মরণ করিয়ে দেয়। তাই তার বহিষ্কারের পরদিন এবং জন্মদিনের দিন কংগ্রেসীরা সোনিয়া ও মনমোহন সমেত লাইন দিয়ে অভিনন্দন জানাতে ফুলের তোড়া ও মিষ্টির ঠোঙা নিয়ে তার বাড়িতে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। তিনিও হাসি হাসি মুখে সেসব গ্রহণ করে সোনিয়ার গালে টোল খাওয়া হাসি ফুটিয়েছিলেন। ৪০ বছরের সি পি এম দলভুক্ত এম পি র কী নিদারুণ নির্লজ্জ পরিণতি! তিনি যখন বকরাক্ষসের মতো দুহাতে সন্দেশ গিলছেন, তখন কারাট — ইয়েচুরি-বুদ্ধ-বিমান ও বৃন্দারা বাসি গজা

> **“ পার্লামেন্টে প্রশ্ন তোলার জন্য ঘুষ কাণ্ডে তাঁর যে তৎপরতা দেখা গেছে— যেহেতু সে ক্ষোভে বি জে পি সদস্যরা জড়িত ছিল — সাংসদ কিনে আস্থা ভোটে জেতার মতো জঘন্য অপরাধে জড়িতদের সনাক্ত করতে ও সত্য উদঘাটন করতে তার সে তৎপরতা কোথায় গেল? ”**

চিবোচ্ছিলেন কিনা জানা যায়নি! তবে আমরা নিশ্চিত বলতে পারি, কংগ্রেসীরা যেভাবে তাঁকে মাথায় তুলে নাচছে, তাতে যে কোন রাজ্যের রাজ্যপালের গদিতে বসে পাছা চুলকাবার একটা ব্যবস্থা তারা করবেই, আর সে রাজ্য যদি পশ্চিমবঙ্গ হয়, তাহলে জমবে ভালো! তখন রাজভবনটিকে দ্বিতীয় সোমনাথ মন্দির ভেবে যথাস্থানে জল ঢালতে ও বিল্বপত্র দিতে পত্রিকা ভবন থেকে এক মুহূর্ত দেরী হবে না। তা না হলে দিনের পর দিন পত্রিকার পাতা জুড়ে সোমনাথের সি পি এম থেকে বহিষ্কারে এতো মড়াকান্না কেন? স্পীকার হিসাবে সোমনাথের চেয়ে সাংমা কি কম দক্ষ ও নিরপেক্ষ ছিলেন?

বিহারের ডিমে অরুচি

রাজ্যের হিসেবে সব থেকে কম ডিম খায় বিহার। বিহারের মানুষ গড়ে বছরে মাত্র ১০টি করে ডিম খান। কিন্তু এই কম ডিম খাওয়াই কী কিছু লাভ হয়েছে? উত্তর যে না তা উপমুখ্যমন্ত্রী সুশীল মোদীর রাজ্যবাসীকে ডিম খেতে বলার পরামর্শ থেকেই পরিষ্কার। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ সেন্টার সাধারণত একজন ব্যক্তিকে যতটা ডিম খাওয়ার সুপারিশ করে থাকে, বিহারবাসী তার ১৮ ভাগের ১ ভাগ ডিম খায়। ফলে, উপমুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি চিকিৎসকদেরও পরামর্শ — বেশি করে ডিম খান। বিহার সরকার ডিমের দৈন্যদশা কাটাতে ১.২ লক্ষ হাঁস মুরগির বরাত দিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, রাজ্যের মানুষ ডিম ভক্ত হলে, পুষ্টির সঙ্গে মুরগী ব্যবসা করে জীবিকা অর্জনেরও সুযোগ তৈরি হবে।

Swastika
25 August - 2008, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registered No. SSRM/Kol. RMS/W.B./RNP - 048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L.No. MM&P.O. - SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-021/2007-09

সিঙ্গুর থেকে সিংহল

।। গোপেন্দুভূষণ চৌধুরী ।।

সিঙ্গুর এক বহু আলোচিত নাম। দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে এ নাম তথ্যাভিজ্ঞ মহলে আলোচিত হয়। সিঙ্গুরের বর্তমান খ্যাতি-অখ্যাতির ব্যাপারে চর্চার জন্য এ রচনার অবতারণা করা হয়নি। বহু প্রাচীন কালেও সিঙ্গুর বা সিংহগড়-এর নাম আন্তর্জাতিকতা পেয়েছিল। তারই কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে বর্তমান রচনায়।

বৌদ্ধধর্ম সিংহলের প্রধান ধর্ম। এক সময় বঙ্গদেশেও বৌদ্ধধর্ম বহুলভাবে প্রচলিত ছিল। সিংহলে বৌদ্ধধর্মের প্রচার হয় ভারত থেকে বিশেষ করে ভারতের পূর্বাঞ্চল থেকে।

বিজয় সিংহের সিংহলে আগমন থেকে শুরু করে রাজা মহাসেনের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটনা সমূহের একটি ধারাবাহিক ঐতিহাসিক বিবরণ দেবার প্রচেষ্টা পঞ্চম শতকে জনৈক মহানাম-এর লেখা মহাবংশ গ্রন্থে লক্ষ্য করা যায়। (প্রাচীন বিশ্ব সাহিত্য, ডঃ নরেন্দ্র ভট্টাচার্য)

"খৃষ্টিয় পঞ্চম শতাব্দিতে রচিত সিংহলের প্রাচীন কাহিনী মহাবংশে লিখিত আছে যে বুদ্ধদেবের জন্মের আগে রাঢ় দেশে সিংহবাহু রাজত্ব করতেন। তাঁর রাজধানী ছিল সিংহপুর (বর্তমান হুগলী জেলায়)। তাঁর পুত্র বিজয় সিংহের নামে সিংহল দ্বীপের নাম হয়েছিল। আজ পর্যন্ত অনেক লঙ্কাবাসী নিজেদের বাঙ্গালীর বংশধর বলে মনে করেন। সিংহলে রাঢ় সভ্যতা বিস্তৃত হয়েছিল বলে ধারণা। (গঙ্গারিড়ি ও বঙ্গভূমি, ডাঃ প্রভাসচন্দ্র ঘোষ, ১৯৮৮)।

সিংহলীদের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় বর্তমান লেখক জেনেছেন যে সিংহলীরা আজও বঙ্গরাজপুত্র বিজয় সিংহকে তাদের পূর্বপুরুষ মনে করেন। বিজয় সিংহের লঙ্কা বিজয়ের বিষয় পড়ে অনেক পাঠকেরই শৈশবে পড়া সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-এর 'আমরা' কবিতার সেই দু'লাইনটির কথা মনে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে —'আমাদের ছেলে বিজয় সিংহ লঙ্কা করিয়া জয় / সিংহল নাম রেখে গেছে নিজ শৌর্যের পরিচয়।'

বঙ্গ একটা সুপ্রাচীন জনপদ। এখানে প্রত্নপ্রস্তর ও তাম্রযুগের সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। মহাভারতে বঙ্গদেশ নামের উল্লেখ আছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বঙ্গ দুর্যোধনের পক্ষে যোগ দিয়েছিল। "প্রাচীন বঙ্গদেশের ভৌগোলিক সীমানা মোটামুটি উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে ব্রহ্মদেশ, পশ্চিমে সুবর্ণরেখা নদী পর্যন্ত প্রসারিত ছিল বলে মনে করা হয়।"

ভাগীরথী, পদ্মা, নিম্নব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলকে বলা হয় বঙ্গ। ঐতিহাসিক টলেমী ও প্লিনির মতে এইখানেই ছিল বিখ্যাত গঙ্গরিড়ি অঞ্চল। কালিদাসের বর্ণনায় একে বঙ্গ বলা হয়েছে। কালিদাসের মতে, এই অঞ্চলে নৌপরিচালনায় দক্ষ লোকদের বাসস্থান ছিল। মেঘনার পূর্বদিকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত অঞ্চলকে বলা হত সমতট। ('দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের ইতিহাস, কালিপ্রসন্ন সেনগুপ্ত) রাঢ় অঞ্চলে ছিল সিংহবাহুর রাজ্য।

পাল-চন্দ্র-বর্মণ-দেব ইত্যাদি নানান বংশের রাজারা বাঙ্গলায় বিভিন্ন অঞ্চলে রাজত্ব করেছেন। শশাঙ্ক, দিব্যক, গোপাল আরও অনেক প্রতাপশালী রাজারা ছিলেন বাংলার বিভিন্ন অংশে। সিংহগড়ের রাজা সিংহবাহু এমনই এক প্রতাপশালী রাজা ছিলেন রাঢ় দেশে। বর্তমান হুগলী জেলায় সিঙ্গুর গ্রামই প্রাচীন সিংহগড় বা সিংহপুর। "খৃঃ পূর্ব ৭০০ অব্দে সিংহবাহু নামে রাজা রাজত্ব করিয়াছেন। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র বিজয় সিংহ অত্যাচারী ও অবাধ্যতার দোষে পিতা কর্তৃক তাড়িত হয়ে অনবযান প্রস্তুতপূর্ব্বক সাতশত যুদ্ধ কুশল অনুচর সহ সমুদ্র যাত্রা করেন। ও 'তাম্রপার্ণি' দ্বীপে অবতরণ পূর্বক স্থানীয় অধিবাসিগণকে পরাস্ত করিয়া তাম্রপর্ণি বা লঙ্কাদ্বীপ অধিকার করেন ও দখিন দেশীয় বিজয়া নাম্নী রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া তথাকার রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হন। সিংহ বংশের রাজা হইবার পর তাম্রপর্ণি দ্বীপ সিংহল নাম ধারণ করে। দীপকংস হইতে জানা যায় যে সিংহবাহুর পুত্র ইতিহাস প্রসিদ্ধ বিজয় সিংহ 'লাল' প্রদেশের অন্তর্গত সিংহপুর নামক স্থান হইতে অনুচরবর্গসহ সিংহল দ্বীপে উপনীত হইয়া তথায় একটি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। ...হুগলী জেলার বন্দিপুরের চার মাইল ঈশান কোণে সিংহল পাটন গ্রাম আছে। এখন লোকে ইহাকে 'সিংহের ভেড়ি' বলে। সেখানে খেয়া নদীর ধারে ইষ্টক নির্মিত একটি স্থান (Jetty) আছে। সে স্থানে নৌকা, জাহাজ ইত্যাদি বাঁধা থাকিত এইরূপ প্রবাদ। নদীগর্ভে আজও একস্থানে একটি মাস্তুলের ন্যায় প্রোথিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রামের একটি জঙ্গলের মধ্যে ইষ্টক স্তূপ আছে। তাহাই রাজবাটি বলিয়া লোকে দেখাইয়া দেয়। (মহানাদ বা বাঙ্গলার গুপ্ত ইতিহাস, প্রভাস চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

ডঃ দীনেশ চন্দ্র সরকার-এর 'পাল-পূর্ব যুগের বংশানুচরিত গ্রন্থে' সিংহলের দীনবংস ও মহাবংস গ্রন্থের উল্লেখ করে জানিয়েছেন "সিংহবাহুর বত্রিশটি সন্তানের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় ছিলেন বিজয় সিংহ ও সুমিত্র। বিজয়ের দৌরাত্ম্যে রাঢ়বাসীরা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠায় রাজা সিংহবাহু তাকে ৬৯৯ জন অনুচর সহ নৌকাযোগে সাগরে নির্বাসিত করেন। এই সাতশত ব্যক্তি ভাসতে ভাসতে ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণ লাভের দিনটিতে শ্রীলঙ্কায় উপস্থিত হন (স্থানীয় মতে ৫৪৪ খৃ পূঃ)। সেখানে যক্ষ প্রভৃতি জাতির আধিপত্য উৎখাত করে বিজয় সেই দ্বীপের রাজা হলেন এবং কুবেনী নাম্নী যক্ষিণীকে বিবাহ করেন। বিজয়ের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা সুমিত্রের পুত্র পান্ডু বাসুদেব শ্রীলঙ্কার রাজা হন এবং তখন থেকে এই বংশই সেখানে রাজত্ব করতে থাকে। এই বংশের শাসনে ওই দেশের ভারতীয় আর্য সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

এযাবৎ আলোচিত কাহিনী সমূহ পর্যালোচনা করে বলা যায় যে — সিংহগড়ের পরাক্রান্ত রাজা সিংহবাহুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিজয় সিংহ অনুচরসহ জলযানযোগে তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে তাম্রপর্ণি দ্বীপে অবতরণ করে সেখানকার অধিবাসীদের পরাজিত করে সেখানে রাজত্ব করেন এবং সিংহ বংশের পত্তন করেন। সিংহ বংশের নাম থেকে তাম্রপর্ণির নাম হয় সিংহল। বিজয়ের সিংহল বিজয়ের কাহিনীর মুলসূত্র পালি ভাষায় লিখিত দীপবংশ ও মহাবংশ নামক পৌরাণিক ধাঁচের গ্রন্থদ্বয়। সিংহগড়ের বর্তমান নাম সিঙ্গুর। তাই বলা যায় বিজয় সিঙ্গুর থেকে সিংহলে গিয়েছিলেন।

ইতিহাসের সাধারণ জ্ঞান থেকে জানা যায় মহামতি অশোক (রাজত্বকাল খৃঃপূঃ ২৭৩-২৩২) বহির্ভারতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য দূত পাঠান। তিনি বহু রাজ্য জয় করলেও তাম্রপর্ণি (সিংহল জয়ের জন্য অভিযান করেননি বরং আপন পুত্র (ভিন্নমতে ভ্রাতা) মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রাকে সেখানে পাঠান শান্তির দূত হিসাবে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য। বিজয় কী অশোকের রাজত্বকালের পূর্বেই সিংহল অভিযান করেছিলেন? সম্ভবত তাই। বিজয়ের আগমনের পূর্বেই সিংহলে হয়ত বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ছিল। বিজয় সিংহলের সিংহাসনে বসে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন ও প্রচার করেন। "বিজয়ের কাহিনীটি উপকথা হইতে পারে"। কিন্তু এই উপকথায় অনেক ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে।

(সংক্ষেপিত। সৌজন্যে ঃ দৈনিক সংবাদ)

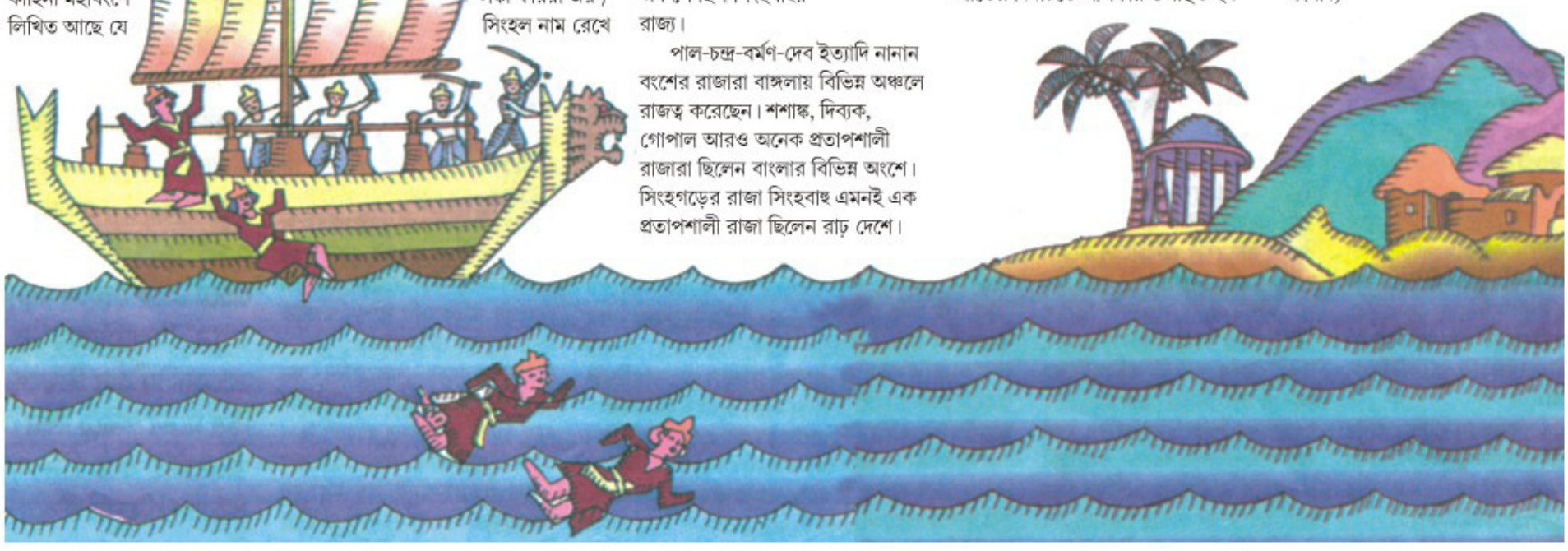

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com